বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা

(১২০১ - ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)

DIGITIZED

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে এম. ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
465878
465878

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০।

গবেষক

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

এম.ফিল গবেষক

রেজি. নং: ১১৭

শিক্ষাবর্ষ: ২০০৪-২০০৫

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

অক্টোবর, ২০১২ খ্রী:

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল গবেষক জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান এর "বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা" (১২০১ - ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) শিরোনামে এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি। এটি গবেষকের মৌলিক রচনা। এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

465878

২০।১০।১২

(ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)

অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা" (১২০১ - ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর আরবী বিভাগে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করছি।

10.10.2012

(মুহাম্মদ খলিলুর রহমান)

এম.ফিল গবেষক

রেজি: নং: ১১৭ / ২০০৪-২০০৫

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০।

465373

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ তায়ালার যার অশেষ কৃপায় আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, শ্রেষ্ঠতম রাসূল, নবীকূলের নেতা, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি যার জীবনীতে রয়েছে উত্তম আদর্শ- যে আদর্শ অনুসরণেই আমরা পেতে পারি ইহলৌকিক মুক্তি ও পারলৌকিক শান্তি। আরো স্মরণ করছি সে সকল মহামানব তথা মনীষীদেরকে যাঁরা ইসলামের সেবায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল ইসলামের দ্বিতীয়তম উৎস তথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হাদীস বিষয়ে গবেষণা করার, বিশেষকরে এ উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমনের পূর্বে মুসলিম যামানায় এ বিষয়ে যে খেদমত পরিচালিত হয়েছে তা নবপ্রজন্মের নিকট উপস্থাপন করার। এ বিষয়ে স্টাডি করে "বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা" (১২০১ - ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) - এ শিরোনামে গবেষণার কাজ শুরু করি।

গবেষণার অভিসন্দর্ভ রচনায় যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক যার মাধ্যমে আমার এ কর্মে হাতেখড়ি যিনি তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার এ কাজ সম্পন্ন করতে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি হলেন আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ। যিনি গবেষণার কাজগুলো গুছিয়ে নিতে সার্বিকভাবে আমাকে সহায়তা প্রদান করেছেন, প্রদর্শন করেছেন পরম মহানুভবতা, ঢেকে দিয়েছেন স্নেহেরে পরশ দিয়ে। ইউছুফ স্যারের এই আন্ত রিক সহানুভূতির জন্য তাঁকে আবারো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাই আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু সাঈদ মোঃ আব্দুল্লাহ স্যার কে যিনি আমার এ অভিসন্দর্ভটি জমা দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে ধন্য করেছেন। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই আরবী বিভাগের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে গবেষণা রচনায় আমাকে সহায়তা করছেন।

আরো ধন্যবাদ জানাই আমার এ কাজে সহায়তা করেছেন জনাব হাফিজ মোবারক হোসাইন, জনাব ড. মোঃ মনিরুজ্জামান ও জনাব মোঃ জাকির হোসাইন কে। স্নেহ ও ভালবাসার আবেশে স্মরণ করি আমার কন্যাদ্বয় অর্পা ও খনা এবং তাদের মমতাময়ী মাতা- আমার সহধর্মিনী মাহমুদা খাতুন সিদ্দীকাকে যারা নানা ধরণের সহযোগিতার পাশাপাশি বাসায় আমাকে নিরিবিলি কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আমার গবেষণা কর্মে সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা আমাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। পরিশেষে আমার সকল সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষমা চেয়ে গবেষণাকর্মটি মঞ্জুরের প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় : ইলমে হাদীসের পরিচয়, গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইলমে হাদীসের পরিচয় ৫

- ❖ হাদীসের পরিচয় ৫
- ❖ হাদীসের আভিধানিক অর্থ ৬
- ❖ হাদীসের পারিভাষিক অর্থ ৮
- ❖ পবিত্র কোরআনে হাদীসে শব্দের ব্যবহার ৮
- ❖ হাদীস ও সুন্নাত ১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীসের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

- ❖ হাদীসের গুরুত্ব ১৩
- ❖ হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীস শাস্ত্রের উৎপত্তি- ক্রমবিকাশ ২৩

- ❖ উৎপত্তি ২৩
- ❖ ক্রমবিকাশ ২৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুহাদ্দিস ও ইলমে হাদীসে তাঁদের অবদান ৪০

- ❖ ইমাম বুখারী (র.) ৪০
- ❖ ইমাম মুসলিম (র.) ৫৫
- ❖ ইমাম আবু দাউদ ৬৪
- ❖ ইমাম তিরমিযী (র.) ৭১
- ❖ ইমাম নাসায়ী (র.) ৭৬
- ❖ ইমাম ইবনু মাজাহ (র.) ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ ইমাম মালিক (র.) ৮৯
- ❖ ইমাম আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি হাম্বল (র.) ৯৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : বঙ্গে হাদীস চর্চা

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাহাবীদের আগমন ১০৩

- ❖ বঙ্গে হাদীস আগমনের প্রেক্ষাপট ১০৩
- ❖ রাসূলের যুগে আগমন ১০৫
- ❖ খোলাফায়ে রাশেদিনের আগমন ১০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উমাইয়া শাসনামলে আগমন ১১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বঙ্গে হাদীস চর্চায় তাবেয়ীদের আগমন ১২৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আব্বাসী শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা ১২৭

তৃতীয় অধ্যায় : মোঘল আমলে বঙ্গে হাদীস চর্চা

প্রথম পরিচ্ছেদ : মোঘল আমলে বঙ্গে হাদীস চর্চা ১৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দিল্লী, বিহার ও কাশ্মীর অঞ্চলে হাদীস চর্চা ১৫৩

- ❖ শায়খ নিযামুদ্দিন আওলিয়া ১৫৩
- ❖ শায়খ নিযামুদ্দিনের হাদীস অধ্যয়ন ১৫৩
- ❖ মুহাদ্দেস হিসেবে নিযামুদ্দিন ১৫৪
- ❖ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী ১৫৭
- ❖ বিহার অঞ্চলে হাদীস চর্চা ১৭০
- ❖ হাদীস চর্চায় শরফুদ্দিন ১৭০
- ❖ কাশ্মীর অঞ্চলে হাদীস চর্চা ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মুলতানে হাদীস চর্চা ১৭৬

❖ মুলতান, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মালব, খান্দীস ও সিন্ধু অঞ্চলে হাদীস চর্চা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : লাহোর, ঝাঁসি ও কাল্‌পী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর ও বাংলাদেশ অঞ্চলে হাদীস চর্চা ১৮৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মোঘল আমলে রচিত, সংগৃহিত ও সংকলিত হাদীসের গ্রন্থসমূহ ১৮৯

উপসংহার ১৯৯

গ্রন্থপঞ্জী ২০১

Dhaka University Institutional Repository

আরবী বর্ণমালা-এর প্রতি বর্ণায়নের ক্ষেত্রে অত্র সন্দর্ভে অনুসৃত নিয়ম:

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا	' (উর্ধ্ব কমা) অ / া	ز	য	ق	ক / ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ / স	ل	ল
ث	ছ / স	ص	ছ / স	م	ম
ج	জ	ض	দ, দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত, ত্ব	و	ও / ব
خ	খ	ظ	জ / য	ه / ـة	ত / হ
د	দ	ع	' (উল্টা কমা)	ء	' (উর্ধ্ব কমা) অ
ذ	জ / য	غ	গ	ى	ই / য়
ر	র	ف	ফ	ي	ইয়ে / য়ে

(উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যতিক্রমও হয়েছে। সাধারণত: প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও গ্রন্থের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঘটেছে। তাছাড়া যেসব আরবী শব্দ দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে।)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত, দরূদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি। উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের শিরোনাম "বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা" (১২০১ - ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ ইসলামী জীবনাদর্শের দু'টি মূল উৎসের একটি পবিত্র আল কুরআন, অপরটি আল হাদীস। পবিত্র কুরআনে ইসলামের মূলনীতিসমূহ বিধৃত হয়েছে; আর রাসূল (সা.) এর হাদীসে এ সবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রকৃত মুসলিমরূপে পরিগণিত হতে হলে অবশ্যই হাদীসের অনুসরণ-অনুকরণ ও ব্যাপকতর অধ্যয়ন এবং চর্চার অতীব প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতেই ইসলামী জীবন বিধানে পবিত্র কুরআনের পরেই রাসূল (সা.) এর হাদীসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। হাদীস ব্যতীত যেমনিভাবে কুরআন বুঝা অসম্ভব তেমনিভাবে হাদীসের অনুসরণ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়াও দূরহ ব্যাপার বটে। একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনসহ প্রতিটি স্তরেই হাদীসের আবশ্যকতা থাকায় শুধু আরব দেশসমূহে নয় বরং সারা পৃথিবীতেই পবিত্র হাদীস শাস্ত্র বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত উমর (রা.) এর আমলে বিশ্বনবীর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবান, হযরত আসেম ইবনে আত তামীমী, হযরত সুহার ইবনে আল আবেদী প্রমুখের ভারতবর্ষে আগমনের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের চর্চা শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে আরো যে সকল মুহাদ্দিসের মাধ্যমে বঙ্গে হাদীস চর্চা প্রসারতা লাভ করে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন - শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, শায়খ আহমদ সিরহিন্দী, মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভী, মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী, মুজাদ্দিদ আলফ-ই-সানী, কুতুবুদ্দিন। এ সময়ে বঙ্গে ইলমে হাদীস চর্চার কেন্দ্র হিসেবে দিল্লী, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মালব (মালওয়া), খান্দিশ, সিন্ধু, লাহোর, আগ্রা, লক্ষ্মৌ, জৌনপুর, সোনারগাঁও ও বিহারসহ বর্তমান বাংলাদেশের আরো কিছু কেন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। বৃটিশ পূর্ব বঙ্গে হাদীস বিষয়ে সে

Dhaka University Institutional Repository

সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- মাশারিকুল আনওয়ার, মাসাবীহুল সুন্নাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ, শামায়েল-ই-তিরমীযী, সহীহ বুখারী (কিয়দংশ), সহীহ বুখারী (সম্পূর্ণ), সহীহ মুসলিম, মুআত্তা-ই-মালিক, তিরমীযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবন মাজা সহ হাদীসের বহু কিতাব এ আমলে সংরক্ষিত, সংকলিত ও সংগৃহীত হয়।

হাদীস বিষয়ে ইতিহাস এ স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলেই হাদীস চর্চার পূর্ণতা লাভ করে। এ সময়কালকে হাদীসের রেনেসা যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। মূলতঃ মানব জীবনকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করতে হাদীস চর্চা তথা এর অনুসরণের কোনও বিকল্প নেই। বিভিন্ন যুগে ব্যক্তি প্রচেষ্টা থেকে শুরু কর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হাদীস শিক্ষাদান, চর্চা, গ্রন্থরচনা, সংকলন, সংরক্ষণ, বিষয়ে গৌরবগাঁথা বহু ইতিহাস জানা যায়। তবে ইংরেজদের আগনের পূর্ব লগ্নে তথা মুসলিম শাসনামলে এ শাস্ত্র চর্চার ব্যাপারে সারসংক্ষেপ ইতিহাস তেমন একটা প্রকাশিত হয়নি। তাই বর্তমান প্রজন্মকে স্বল্প পরিসরে একালের ইলমে হাদীস চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়াসে তাদের আরো অধিক উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে "বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা" (১২০১ - ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) শিরোনামে একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন হওয়া সময়ের দাবী। এতে করে হাদীস চর্চা বিষয়ে উল্লেখিত সময়কালের বিস্তারিত তথ্যজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হয়ে হাদীস শাস্ত্রের উৎসাহী ব্যক্তি, পাঠকসমাজ ও নবপ্রজন্ম তাঁদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন, পাশাপাশি গবেষক নিজেও এর মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানভান্ডারকে আরো বিকশিত করে হাদীস চর্চার ব্যাপারে যত্মশীল হতে পারেন।

সম্পূর্ণ গবেষণাকর্মটিকে আমি ভূমিকা, ৩টি অধ্যায় ও উপসংহারের মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ে ইলমে হাদীসের পরিচয়, হাদীসের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য, হাদীস শাস্ত্রের উৎপত্তি- ক্রমবিকাশ ও প্রসিদ্ধ কতিপয় মুহাদ্দিসগণের পরিচিতি ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্গে হাদীস চর্চা, বঙ্গে সাহাবীদের আগমন, তাবেয়ীদের আগমন এবং আব্বাসী শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মোঘল আমলে বঙ্গে হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন পণ্ডিত যেমন, শায়খ নিযামুদ্দিন আওলিয়া, মুহাদ্দিস হিসেবে নিযামুদ্দিন, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী প্রমুখের হাদীস চর্চায় অবদান এবং দিল্লী, বিহার ও কাশ্মীর অঞ্চলে হাদীস চর্চা, মুলতান, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মালব, খান্দীস ও সিন্ধু অঞ্চলে হাদীস চর্চা, মোঘল আমলে রচিত, সংগৃহিত ও সংকলিত হাদীসের গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে সবিস্তরে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইলমে হাদীসের পরিচয়, গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও উৎপত্তি-ক্রমবিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইলমে হাদীসের পরিচয়

হাদীসের পরিচয়

ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআনের পরই হাদীসের স্থান ও মর্যাদা। রাসূল (সা.) আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে জন সাধারণের সাথে কথা বলতেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কথা,তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতেন, নিগুঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন। বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার কিতাবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতেন এ জন্য তা 'হাদীস' নামে অভিহিত হয়েছে।

মহানবী (সা.) বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সহকারে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে ইসলামের উন্নত আদর্শের ভিত্তিতে তা'লীম দিয়েছেন। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের যেসব কথা ও কাজকে রাসূল (সা.) অনুমোদন এবং সমর্থন করেছেন কিংবা অন্তত তিনি তাঁদের কৃতকর্মের প্রতিবাদ না করে মৌনতা অবলম্বন করেছেন, তার ও নাম দেয়া হয়েছে 'হাদীস'।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা, কাজ ও সমর্থন-অনুমোদনের বিবরণকে হাদীস বলা হয়।[১] শরীয়তের মূল উৎস হিসেবে কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। হাদীস সংরক্ষণের জন্য সাহাবীরা বিশেষ যত্ন নিয়েছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিটি কথা মনোযোগ সহকারে শুনতেন ও স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করে রাখতেন। সর্বক্ষণ হযরতের সান্নিধ্যে যাঁরা থাকতে পারতেন না তাঁরা থাকতেন তাঁদের কাছ থেকে আগ্রহ সহকারে হযরতের কথামত সংগ্রহ করতেন। তাঁদের স্মরণশক্তিও ছিল অতি প্রখর, বরং এমন স্মরণ শক্তির তুলনা অন্য কোন জাতিতে সাধারণত দৃষ্ট হয় না। হযরতের হাদীস অন্যদের নিকট পৌঁছানের দায়িত্ব সাহাবীদের উপর পড়েছিল। বলেছিলেন: ليبلغ الشاهد الغائب অর্থাৎ উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিত লোকদের নিকট এ কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেবে। সাহাবীরা এ দায়িত্ব অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন

১. শাহ আবদুল আযীয, মিশকাতুল মাসাবীহ, ভূমিকা, কানপুর, ভারত। ভিন্ন মতে সাহাবা, তাবি'উন, তব'উ তাবিঈ'ন এর আসার ও ফতওয়াও হাদীস নামে অভিহিত। ইবন হাজার 'আসকালানী, নুখবাতুল ফিকর, পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। হযরতের জীবদ্দশায় সাহাবীরা হাদীস সংগ্রহ ও প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তাঁর অবর্তমানে এ কাজের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়, তাই সাহাবীরা কুরআন শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাদীস শিক্ষাদানের ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র গাফলতি করেননি। হযরত শুধু কুরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন, কারণ সঙ্গে সঙ্গে হাদীসও লেখা হলে কুরআন ও হাদীসে সংমিশ্রণ হওয়ার আংশকা ছিল। মক্কার জীবনে কুরআন ব্যতীত আর কিছু লিখার প্রয়োজন ছিল না বা সুযোগও ছিল না। হযরত (সা.) তখন কুরআন ব্যতীত আর কিছু লিখতে দেননি। মদীনার জীবনে কুরআন ছাড়া হযরতের কথামত লেখার প্রতি পূর্বের ন্যায় বাধা-নিষেধ ছিল না, কারণ কুরআন ও হাদীসে পার্থক্য করার মত প্রজ্ঞা সাহাবীরা এতদিনের শিক্ষায় অর্জন করেছিলেন। হযরত (সা.) মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে যেসব সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেগুলোও লিখিত হয়েছিল।[১] ৮ম হিজরীতে সাহাবী আবূ শাহের জন্য হযরতের একটি ভাষণ লিখে দেওয়া হয়েছিল।[২] সদকাত, দিয়াত ইত্যাদি সম্পর্কে আহকাম 'আমর ইব্ন হয্ম ও অন্যান্যের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) লিখিয়ে দিয়েছিলেন।[৩] হযরতের প্রেরিত চিঠিপত্রও এ ধরণের লিখিত দলীলপত্রের অন্তর্গত।

"হাদীস"-এর আভিধানিক অর্থ

হাদীস আরবী শব্দ, এর অর্থ হলো-নতুন কথা, বাণী, সংবাদ, খবর, অস্তিত্বহীন বস্তুর অস্তিত্ব লাভ, এমনকি স্বপ্নের কথা ও বিষয়। এটি চিরন্তন (ক্বাদীম)-এর বিপরীতার্থক শব্দ।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা সাখাভী (র.) বলেন- الحديث في اللغة ضد القديم

অর্থাৎ হাদীসের অভিধানিক অর্থ হলো-চিরন্তনের বিপরীত।

---

১. মুহাম্মদ ব. ইসমাঈ'ল বুখারী, আল জামিউস্ব স্বহীহ (দিল্লীঃ আল-মকতব'আতুল 'আমিরা, ১৯৩০ হি.), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৩।

২. মুসলিম ব. হজ্জাজ, আল জামিউস্ব স্বহীহ (দিল্লীঃ আল-মকতব'আতুল 'আমিরা, ১৯৩২ হি.), ১ম খণ্ড, ১ম সংস্কারণ, পৃষ্ঠা- ৪৩৯।

৩. মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকা; খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৭০ খ্রিঃ), পৃষ্ঠা- ২২৩-২২৪

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা রাগীব ইসপাহানী (র.) বলেন-

الحديث والحدوث كون الشئ بعد ان لم تكن عرضا كان أو جوهرا وكل كلام يبلغ الانسان من جهة السمع او الوحي في يقظته أو منامه

অর্থাৎ হাদীস এবং হুকুম হলো কোন অস্তিত্বহীন বস্তুর অস্তিত্ব লাভ করা, যা হবে কোন মৌলিক বা অমৌলিক বস্তু। আর মানুষের নিকট শ্রবণেন্দ্রীয় অথবা ওহীর মাধ্যমে নিদ্রায় বা জাগ্রত অবস্থায় যেসব কথা পৌঁছে, তাকে হাদীস বলা হয়।[১]

'হাদীস' কে আরবী ভাষায় 'খবর'' ও বলা হয়। কিন্তু পার্থক্য এই যে''খবর'' শব্দটি হাদীস অপেক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক। ''খবর'' যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়কেই বুঝায়।[২] হাদীস শুধু আভিধানিক শব্দ মাত্র নয়। মূলতঃ এটা ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। সে অনুযায়ী রাসূল (সা.)-এর যে কথা, যে কাজের বিবরণ কিংবা কথা ও কাজের সমর্থন ও অনুমোদন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত-ইসলামী পরিভাষায় তাই ''হাদীস'' নামে অভিহিত হয়। মুহাদ্দিস ইবনে হাজার আসকালীন (র.) বলেন-প্রথম যুগের হাদীস বিশারদগণ সাহাবা, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণের মুখের কথা ও কাজের বিবরণ এবং তাঁদের ফাতওয়া সমূহের উপর হাদীস নাম ব্যবহার করতেন।[৩] উপরিউক্ত আলোচনা অনুযায়ী হাদীসের পরিচয়ে আমরা বলতে পারি-

মহানবী (সা.) তাঁর জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন এবং সাহাবীগণের যে কথা ও কাজের প্রতি সমর্থন ও মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন, যা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত তাকে ''হাদীস'' বলা হয়। অনুরূপভাবে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কথা, কাজ এবং সমর্থনও হাদীস হিসেবে পরিগণিত।

---

১. আল-মুফরাদাত ঃ হাশিয়া, নুযহাতুন নযর কী তাওজীহ্ নুখবাতিল ফিকার, পৃষ্ঠা ৫।

২. নুযহাতুন নযর কী তাওজীহ্ নুখবাতিল ফিকার, পৃষ্ঠা ৫ ও ৬।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস-এর পারিভাষিক অর্থ বা পরিচিতি

ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারী শরীফের ভূমিকায় বলেন;

هو علم يعرف به اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله

অর্থাৎ হাদীস এমন এক শাস্ত্র যার মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর কথা, কাজ ও তাঁর অবস্থা জানা যায়।[১]

ইমাম সাখাভী (র.) হাদীসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন;

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته حتى في الحركات والسكنات في اليقظة والنوم.

"হাদীস বলতে বুঝায় রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ, সমর্থন,অনুমোদন (মৌন সম্মতি) এবং তাঁর গুণাবলী ; এমনকি তাঁর জাগরণ ও নিদ্রাবস্থার গতিবিধি এবং অবস্থানও হাদীসের অন্তর্ভূক্ত।[২]

শাহ্ আব্দুল আজিজ (র.) বলেন;

علم الحديث في اصطلاح جمهور المحدث يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره

অধিকাংশ হাদীস বিশারদের পরিভাষায়; "হাদীস" বলতে নবী (সা.)-এর কথা, কাজ, মৌন সমর্থন এবং অনুমোদনের বিবরণকে বুঝায়।[৩]

পবিত্র কুরআনে হাদীস শব্দের ব্যবহার

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে 'হাদীস' নামে অভিহিত করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

---

১. الحنة في ذكر الصحاح السنة – ص- 24

২. নুযহাতুন নযর কী তাওজীহ্ নুখবাতিল ফিকার, পৃষ্ঠা ৫।

৩. মুকাদ্দামায়ে মিশকাতুল মাসাবীহ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ এ 'কথা'র (কিতাব) প্রতি বিশ্বাস না করলে, হে নবী, তুমি হয়ত নিজেকে চিন্তাক্লিষ্ট করে তুলবে ।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ

অর্থাৎ (তারা কুরআনকে আল্লাহর কিতাব না মানলে) এরূপ একটি কিতাব এনে পেশ করা তাদের কর্তব্য, যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে । [২]

সূরা আয-যুমার-এ বলা হয়েছেঃ

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ কিতাবরূপে অতি উত্তম কালাম নাযিল করেছেন । [৩]

এখানে হাদীসকে কিতাব বা কালাম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ।

হাদীস শব্দের অর্থ কথা বা বাণী । কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহে এটি কথা বা বাণী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ অতঃপর তারা কোন কথাকে বিশ্বাস করবে? [৪]

وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا

অর্থাৎ যখন নবী তাঁর এক স্ত্রীর নিকট গোপন একটি কথা বললেন । [৫]

أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ

---

১. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-কাহাফ, আয়াত- ৬

২. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আত-তূর, আয়াত- ৫৪ ।

৩. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আয-যুমার, আয়াত- ২৩ ।

৪. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-আরাফ, আয়াত- ১৮৫ ।

৫. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আত-তাহরীম, আয়াত- ৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ একই কথায় তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো? [১]

এই কয়টি আয়াতেই 'হাদীস' حديث শব্দটি 'কথা' বা 'বাণী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মাজীদে নতুন সংবাদ, খবর ও নতুন কথা প্রভৃতি অর্থেও এ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ

অর্থাৎ ইবরাহীমের (নিকট আগত) সম্মানিত অতিথিদের খবর তোমার কাছে পৌছিয়েছে কি?[২]

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ

অর্থাৎ মূসার খবর জানতে পেরেছ কি?[৩]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ

অর্থাৎ সে সৈনিকদের কথা জানতে পেরেছ কি?[৪]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ

অর্থাৎ সব কিছু আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের সংবাদ তোমার কাছে এসেছে কি?[৫]

أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُمْ مُّدْهِنُونَ

অর্থাৎ এখন এ কথার প্রতি তোমরা উপেক্ষা প্রদর্শন করছ?[৬]

এই 'হাদীস' শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে 'তাহদীস' تحديث আর কুরআনে এটি ব্যবহৃত হয়েছে বর্ণনা করা, প্রকাশ করা ও কথা বলার অর্থে। যেমন:

---

১. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আন-নজম, আয়াত- ৫৯।

২. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-যারিয়াত, আয়াত- ২৪।

৩. আল কুরআনুল কারীম, সূরা ত্বাহা, আয়াত- ৯।

৪. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-বুরুজ, আয়াত- ১৭।

৫. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-গাশিয়া, আয়াত- ১।

৬ আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত- ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

অর্থাৎ তুমি আল্লাহর নিয়ামতের কথা বর্ণনা কর ।[১]

হাদীস ও সুন্নাত

হাদীসের অপর নাম 'সুন্নাত'। 'সুন্নাত' শব্দের অর্থ হল চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। এটি ফিকাহশাস্ত্রে প্রচলিত ও তাতে ব্যবহৃত 'সুন্নাত' নয়। ইমাম রাগেব লিখেছেনঃ

وسنت النبي طريقته التي يتحراها.

অর্থাৎ 'সুন্নাতুন্নাবী' বলতে সে পথ-পদ্ধতি বুঝায়, যা নবী করিম (সা.) বাছাই করে নিতেন ও অবলম্বন করে চলতেন।[২] এটি কখনো 'হাদীস' কখনো শব্দের সমার্থরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'তা-জুল মাছাদির' গ্রন্থে লিখিত হয়েছেঃ

السن نهاد نهادن ومنه الحديث سن لكم معاذ.

অর্থাৎ 'সুন্নাত' অর্থ পথ নির্ধারণ। 'মুয়ায তোমাদের জন্য পথ নির্ধারণ করেছেন'। এ হাদীসে 'সুন্নাত' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।[৩]

অন্য কথায় নবী করিম (সা.) এর প্রচারিত যে উচ্চতম আইন বিধান আল্লাহ তা'আলার মত ও মর্জি প্রমাণ করে, প্রকাশ করে, তাই সুন্নাত। আর কুরআনের ভাষায় اسوة حسنة 'মহান আদর্শ' বলতে এ জিনিসকে ই বুঝানো হয়েছে। রাসূলে কারীমের যে 'মহান আদর্শ' অনুসরণ করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, তা এ হাদীস থেকেই জানতে পারা যায়। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ- বিশেষ করে শেষ পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণ- 'হাদীস' ও 'সুন্নাতকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৪] বলা হয়েছেঃ

السنة فتطلق على قول الرسول وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابه وافعالهم.

---

১. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আদ-দুহা, আয়াত- ১১।

২. ইমাম রাগেব ইসফাহানী, মুফরাদাত, পৃষ্ঠা- ২৪৫।

৩. লুগাতুল কুরআন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৪।

৪. উলুমুল হাদীস, পৃষ্ঠা- ৩।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ 'সুন্নাত' শব্দটি রাসূলের কথা, কাজ ও চুপ থাকা এবং সাহাবীদের কথা ও কাজ বুঝায়।

আল্লামা আল-জাজায়েরী লিখেছেন:

اما السنة فتطلق في الاكثر على ما اضيف إلى النبي صلعم من قول أو فعل أو تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الاصول.

অর্থাৎ 'সুন্নাত' অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাসূলের নামে কথিত কথা, কাজ ও সমর্থন বুঝায়। এটি বিশেষজ্ঞদের মতে হাদীসের সমার্থবোধক।[১]

আল্লামা আব্দুল আজীজ আল-হানাফী বলেন:

لفظ السنة شامل لقول الرسول وفعله عليه السلام وتطلق على **طريقة الرسول والصحابة**.

অর্থাৎ 'সুন্নাত' শব্দটি দ্বারা রাসূলের কথা ও কাজ বুঝায় এবং এটি রাসূল ও সাহাবীদের অনুসৃত বাস্তব কর্মনীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[২]

সফীউদ্দিন আল-হাম্বলী বলেন:

السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القران أو **فعل او تقرير**.

অর্থাৎ **'সুন্নাত' বলতে** বুঝায় কুরআন ছাড়া রাসূলের সব কথা, কাজ ও সমর্থন অনুমোদন।[৩]

মোটকথা, 'সুন্নাত' শব্দটি সম্পূর্ণরূপে ও সর্বতোভাবে 'হাদীস' শব্দের সমান নয়। কেননা **'সুন্নাত' হল রাসূলের বাস্তব কর্মনীতি**, আর 'হাদীস' বলতে রাসূলের কাজ ছাড়াও কথা ও সমর্থন বুঝায়।[৪]

---

১. নুরুল আনওয়ার, পৃষ্ঠা- ১৮৯।

২. কাশফুল আসরার, পৃষ্ঠা- ৩৫৯।

৩. কাওয়াইদুল উসুল, পৃষ্ঠা- ৯১।

৪. যারকানী আলাল মুতা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪; উলুমুল হাদীস, পৃষ্ঠা- ৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীসের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

হাদীসের গুরুত্ব

কুরআন ও হাদীস ইসলামী জীবন বিধানের মূল ভিত্তি। কুরআন যেখানে জীবন-ব্যবস্থার মৌলিক নীতি পেশ করে, সেখানে হাদীস থেকে লাভ করা যায় খুঁটিনাটি বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও কুরআনী মূলনীতি বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদীস তাঁর বিচ্ছুরিত আলোর বন্যা। আলোহীন প্রদীপ যেমন অবাস্তব, হাদীস কে অগ্রাহ্য করলে কুরআন ও তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়। কুরআন কে আমরা ধরে নিতে পারি ইসলামের বিরাট বৃক্ষের মূল ও কান্ড; আর হাদীস হলো শাখা ও প্রশাখা। ইসলামী জীবন বিধানে হাদীসের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিন্ড আর হাদীস হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের বাহক বিশ্বনবীর পবিত্র জীবন-চরিত্র,কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়েত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এ কারণে ইসলামী জীবন বিধানে কুরআন মজীদের পরে পরেই এবং কুরআনের সঙ্গে সঙ্গেই হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা যেমন রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য ও বাস্তব অনুসরণ ব্যতিত সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে হাদীসকে বাদ দিয়ে কুরআন অনুযায়ী আমল করা অসম্ভব। বস্তুত হাদীস ও হাদীস জ্ঞান ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা ও ইসলামী জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে এক অমূল্য ও অপরিহার্য সম্পদ। ইসলামী শরীয়াতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস যেমন হাদীস ঠিক তেমনি ইসলামী মিল্লাতের অন্যতম ও অমূল্য সম্পদও তা। হাদীস ব্যতিরেকে ইসলামী জীবন-ধারা ধারণাতীত। হাদীসের গুরুত্ব নির্ধারণের পূর্বে স্বয়ং রাসূল (সা.)-এর গুরুত্ব এবং মর্যাদা নির্ধারণ একান্ত প্রয়োজন।

কুরআন মাজীদ এক অপূর্ব মু'জিযা। এর অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি কালজয়ী, সর্বপ্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন-সংযোজন থেকে চিরসুরক্ষিত, বিনা অযুতে এটি

Dhaka University Institutional Repository

স্পর্শ ও পাঠ করা হারাম। কিন্তু হাদীসসমূহ কুরআনের ন্যায় কোন মু'জিযা নয়। হাদীসের মূল কথাটিই শুধু ওহীর মাধ্যমে হযরতের স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয়পটে প্রতিফলিত হয়েছে, তিনি নিজ ভাষায় তা জনসমক্ষে পেশ করেছেন। এজন্য এর ভাষা 'মাতলু' নয়; এর ভাষা ও শব্দের তিলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক নয়, এর মূল বক্তব্য ও ভাবধারা অনুসরণ করার জন্যই শরীয়তে নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ কারণেই একে 'ওহীয়ে গায়ের মাতলু' নামে অভিহিত করা হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন:

الوحي المتلو وهو القران والوحي المروي عنه صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ ওহীয়ে 'মাতলু' হচ্ছে কুরআন মাজীদ। অপর প্রকার ওহী রাসূলে কারীম (সা.) হতে (বর্ণনাকারীদের সূত্রে) বর্ণিত।[১]

আল্লাহর প্রেরিত দুটি জিনিসই পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি গ্রহণ করলে মূল উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হতে বাধ্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন,

اذا حدثتكم بحديث انبأتكم بتصديقه من كتاب الله.

অর্থাৎ আমি যখন কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন তোমাদের নিকট সেটির কুরআন সমর্থিত হওয়ারই সংবাদ প্রকাশ করি।[২]

ইবনে যুবায়র বলেন:

ما بلغني حديث على وجهه الا وجدت مصداقه في كتاب الله.

অর্থাৎ আমার নিকট যে হাদীসই পৌঁছিয়েছে আমি আল্লাহর কিতাবে তার সমর্থন ও এর সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি।[১]

---

১. আল আহাদীসুল কুদসিয়্যাহ লিশ শাইখ মুহাম্মাদ আল মাদানী, পৃষ্ঠা- ১৮৮; মুহাম্মাদ আবু যহুর, আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দীসুন, পৃষ্ঠা- ১৪।

২. মিরকাত শারহ মিশকাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ইমামগণের সর্বসম্মত মত হল:

وجميع السنة شرح القران.

অর্থাৎ সমগ্র সুন্নাত ও হাদীস কুরআনেরই ব্যাখ্যা।[1]

ইসলামের দৃষ্টিতে রাসূলের আদেশ-নিষেধ, তাঁর যাবতীয় কাজ-কর্ম, কথাবার্তা- এক কথায় তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী ও গোটা কর্মময় জীবনই ইসলামী মিল্লাতের জন্য একান্ত অনুসরণীয় এক মহান আদর্শ। রাসূল প্রেরণের মূলে আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল যে, উম্মত তাঁকে পূর্ণ মাত্রায় অনুসরণ করে চলবে, তাঁর প্রদত্ত হুকুম আহকাম পুরোপুরি পালন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাস্তব জীবন ধারাকেও অনুসরণ করে চলবে। কুরআন মাজীদ স্পষ্ট ভাষায় রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বলেছে:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

অর্থাৎ আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁকে অনুসরণ করা হবে- তাঁকে মেনে চলা হবে।[2]

অপর এক আয়াতে রাসূলকে আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন:

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ - وَلاَ تَكُونُوا

كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাঁদের আদেশ শ্রবণের পর তা অমান্য করে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করো না।[3]

---

১. মুকাদ্দামাতু মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৪০।

২. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আন-নিসা, আয়াত- ৬৪।

৩. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-আনফাল, আয়াত- ২০।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ঈমানদার লোকদের প্রতি প্রথমে আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশ দান করা হয়েছে, সে সঙ্গে রাসূলেরও অনুসরণ বা আনুগত্য করতে আদেশ করা হয়েছে।

আল্লাহর আনুগত্য করা যায় আল্লাহর কিতাব এর আদেশ-নিষেধ মান্য করে। আর রাসূলের আনুগত্য করতে হয় রাসূলের আদেশ-নিষেধ ও অনুসৃত রীতি-নীতি পালন করে।

কুরআন মাজীদে আরো বলা হয়েছে:

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ

অর্থাৎ সে মহান আল্লাহ-ই উম্মী লোকদের প্রতি তাঁদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা.) আল্লাহর আয়াতসমূহ তাঁদের সামনে তিলাওয়াত করেন, তাঁদেরকে পবিত্র-পরিশুদ্ধ ও সংগঠিত করে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন, যদিও তারা এর পূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।[১]

আয়াতের শেষাংশে 'কিতাব' ও 'হিকমাত' শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। আল কিতাব অর্থ কুরআন মাজীদ এবং 'হিকমাত' সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী লিখেছেন:

وسمعت من ارضى من اهل العلم بالقران يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানে সর্বাধিক পারদর্শী আস্থাভাজন বিশিষ্ট লোকদের নিকট আমি শুনেছি, তাঁরা বলেছেন: হিকমাত হচ্ছে রাসূলে কারীম (সা.) এর সুন্নাত।[২]

কুরআন মাজীদের যেসব স্থানে 'আল-কিতাবের' সঙ্গে 'আল-হিকমাতের' উল্লেখ হয়েছে, সেসব স্থানেই কিতাব অর্থ আল্লাহর নিজস্ব কালাম, যা রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে

১. আল কুরআনুল কারীম, সূরা জুময়া, আয়াত- ২।

২. ইমাম তাবারী, তাফসীরে ইবনে জুওয়াইর, পৃষ্ঠা- ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

এবং যার মধ্যে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ নসীহত বর্ণিত হয়েছে। আর 'আল-হিকমাত' অর্থ সে সবের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও সঠিক জ্ঞান এবং সে নির্ভুল জ্ঞান অনুযায়ী সঠিক কাজ। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কেও আল কিতাব কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে 'আল-হিকমাত'ও দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً

অর্থাৎ হে নবী, আল্লাহ তোমার প্রতি 'আল-কিতাব' ও 'আল-হিকমাত' নাযিল করেছেন এবং তুমি যেসব কথা জানতে না, তার শিক্ষা তোমাকে দান করেছেন। আর এটি তোমার প্রতি আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ।[১]

কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করারও রাসূলের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থাৎ হে নবী, তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য হলো, তুমি লোকদের জন্য অবতীর্ণ এ কিতাব তাদের সামনে বয়ান ও ব্যাখ্যা করবে এবং এ উদ্দ্যেশে যে, তারা এটি চিন্তা ও গবেষণা করবে।[২]

নবী করিম (সা.) এর প্রতি কুরআন নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, তিনি কুরআনকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রূপ উদঘাটন করা, নিজ জীবনের কাজ-কর্ম ও বাস্তব জীবনধারার সাহায্যে এর ব্যবহারিক মূল্য ও গুরুত্ব উজ্জ্বল করে তোলা। রাসূল (সা.) তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে এ দায়িত্ব পূর্ণ মাত্রায় ও

---

১. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আন-নিসা, আয়াত- ১১৩।

২. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আন-নাহাল, আয়াত- ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

যথাযথরূপে পালন করেছেন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যা কিছু বলেছেন বা করেছেন, তার নির্ভরযোগ্য রেকর্ডই হচ্ছে হাদীস।

রাসূলে কারীম (সা.) যে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, তার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে হাদীস গ্রন্থসমূহের তাফসীর অধ্যায়সমূহ। যে সকল আয়াতের সঠিক অর্থ সাহাবীগণ বুঝতে পারেননি এবং তার কারণে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, রাসূল (সা.) সে সবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে তাঁদের উদ্বেগ দূরীভূত করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত:

الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم.

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁদের ঈমানকে কোন প্রকার জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি।

যখন এ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন এটি সাহাবাদের পক্ষে বড়ই উদ্বেগের কারণ হয়ে পড়ে। তাঁরা এর সঠিক তাৎপর্য জানার জন্য রাসূলের কাছে জিজ্ঞাসা করেন:

يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يلبسوا ايمانهم بظلم.

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি? এ প্রশ্ন শুনে রাসূল (সা.) বুঝতে পারলেন, সাহাবীদের কাছে এ আয়াতটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য অনুভূত হয়েছে। তখন নবী করীম (সা.) বললেন:

ليس هو كما تظنون انما هو الشرك الم تسمعوا قول لقمان لابنه يابني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم.

অর্থাৎ তোমরা যেমনটি ধারণা করছ, আয়াতের অর্থ তা নয়। এখানে জুলুম অর্থ শিরক। তোমরা শোননি, লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছেন, হে পুত্র, আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয়ই শিরক এক বিরাট জুলুম সন্দেহ নেই।[১]

---

১. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তাফসীর, পৃষ্ঠা- ৭০৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলের কাছ থেকে আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে পেরে সাহাবীগণ সান্তনা লাভ করলেন। এ কারণে কুরআন মাজীদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জানার জন্যও বিশ্ব মুসলিম রাসূলের হাদীসের মুখাপেক্ষী। রাসূলের ব্যাখ্যা ছাড়া কুরআনের সঠিক তাৎপর্য জানার নির্ভরযোগ্য অপর কোন উপায় থাকতে পারে না।

ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য হালাল-হারাম নির্ধারণের দায়িত্ব রাসূলের উপর অর্পিত হয়েছে। রাসূল (সা.) এ কাজ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই সম্পাদন করেছেন। কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে:

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَائِثَ

অর্থাৎ রাসূল ভাল কাজের আদেশ করেন; খারাপ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখেন; লোকদের জন্য ভাল ও উৎকৃষ্ট জিনিস হালাল করে দেন এবং খারাপ ও নিকৃষ্ট জিনিস হারাম ঘোষণা করেন।[১]

অতএব রাসূলের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ উপদেশ এবং তাঁর ঘোষিত হালাল ও হারাম বিশ্বাস করা ও মেনে চলা মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য। তাঁর এ সমস্ত কাজের বিস্তারিত 'রেকর্ড' হাদীসের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে।

জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য করাও প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُول

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্য থেকে দায়িত্বশীল লোকদেরও। কোন বিষয়ে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করলে তা আল্লাহ ও রাসূলে দিকে ফিরাও।[১]

---

১. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-আরাফ, আয়াত- ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতে প্রথমত আল্লাহর আনুগত্য, দ্বিতীয়ত রাসূলের আনুগত্য এবং তৃতীয়ত মুসলিম দায়িত্বশীল লোকদের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। এ নির্দেশ অনুসারে কুরআন মাজীদ মেনে চললে আল্লাহর আনুগত্য কার্যকর হতে পারে। কিন্তু রাসূলের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে হাদীসকে মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় হতে পারে না। পরবর্তীতে পারস্পরিক বিরোধী বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায় আল্লাহর কিতাবের দিকে সাহায্য গ্রহণ করলে এবং রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হলে তাঁর হাদীসের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ জন্যই উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মায়মুন ইবনে মাহরান বলেন:

الرد إلى الله وإلى كتابه والرد إلى الرسول اذا كان حيا فلما قبضه الله فالرد إلى سنته.

অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ফিরানোর অর্থ আল্লাহর কিতাবের প্রতি ফিরানো এবং রাসূলের প্রতি ফিরানোর অর্থ রাসূলে কারীমের জীবদ্দশায় তাঁর নিজের নিকট পেশ করা। আর আল্লাহ যখন তাঁর জান কবজ করে নিবেন তখন এর বাস্তব অর্থ তাঁর সুন্নাতের দিকে ফিরানো।[২]

রাসূল (সা.) কে অমান্য করা হলে তাতে কতখানি অপরাধ হতে পারে তা নিম্নোদ্ধৃত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَٰجَيۡتُمۡ فَلَا تَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ

অর্থাৎ হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পর পরামর্শে মিলিত হও তখন গুনাহের কাজ, সীমালংঘনমূলক কাজ ও রাসূলের নাফরমানী করার বিষয়ে পরামর্শ করো না। বরং পরামর্শ কর নেক কাজ ও আল্লাহ ভীতিমূলক কাজ সম্পর্কে। আর আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাঁর নিকট তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হবে।[৩]

---

১. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আন-নিসা, আয়াত- ৬৫।

২. মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-কাসেমী, তাফসীরে মাহাসিবুত তা'বীল, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৮

৩. আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত- ৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ আয়াতে রাসূলকে অমান্য করতে স্বতন্ত্রভাবে নিষেধ করা হয়েছে। একদিকে পাপ, সীমালংঘন ও রাসূলের আনুগত্য বা নাফরমানীর কথা বলা হয়েছে, অপরদিকে উল্লেখ করা হয়েছে নেকী ও আল্লাহ ভীতিমূলক কাজের। এর অর্থ হলো, রাসূলের অবাধ্যতা ও অনানুগত্য করলে যেমন গোনাহ ও সীমলংঘন করা হয়, অনুরূপভাবে সকল কল্যাণ ও আল্লাহ ভীতি হতেও বঞ্চিত হতে হয়। তেমনিভাবে রাসূলকে অমান্য বা অনানুগত্য করলে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অতএব কুরআন মাজীদের মত রাসূলের বাণী, ফরমান ও ফয়সালা নির্ভরযোগ্য রেকর্ড "হাদীস" মেনে নেয়া প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানদার হওয়ার এবং ঈমানদার হয়ে জীবন যাপন করার জন্য একান্তই অপরিহার্য।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন:

واما فائدته فهي الفوز بسعادة الدارين.

অর্থাৎ উভয় কালের চরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের সার্থকতা।[১]

নওয়াব সিদ্দীক হাসান লিখেছেন:

واما غايته فهي الفوز بسعادة الدارين.

অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের লক্ষ্য।[২]

আল্লামা কিরমানী বলেন:

فان علم الحديث بعد القران هو افضل العلوم واعلاها واجل المعارف واسناها من حيث انه به يعلم مراد الله تعالى من كلامه ومنه تظهر المقاصد من احكامه لأن احكام القران جلها بل كلها كليات- والعلوم منه ليس الا امور اجماليات.

১. মুকাদ্দামাতু সাহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা- ৪।

২. উমদাতুল কারী শারহিল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ কুরআনের পরে সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত, উত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস এই কারণে যে, এর দ্বারাই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানতে পারা যায় এবং আল্লাহর যাবতীয় হুকুম আহকামের উদ্দেশ্যও এটি থেকে বুঝতে পারা যায়। যেহেতু কুরআনের অধিকাংশ - এবং সবই- মোটামুটি ও নীতিকথা মাত্র আর তা থেকে কেবল এজমারী কথাই জানা যায়।[১]

মোটকথা, হাদীস হলো একটি সভ্যতার পতন এবং এক নবতর সভ্যতার অভ্যূদয় উত্থান ও প্রতিষ্ঠালাভের ইতিহাস। এ দৃষ্টিতেই হাদীস অধ্যয়ন আবশ্যক।

১. মুকাদ্দামাতু কিরমানী শরহিল বুখারী, পৃষ্ঠা- ১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীস শাস্ত্রের উৎপত্তি- ক্রমবিকাশ

উৎপত্তি

নবী করীম (সা.) এর নিকট থেকে সর্বপ্রথম শ্রোতা হচ্ছেন সাহাবায়ে কিরাম। দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য তাঁরা রাসূলের দরবারে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতেন। রাসূলে কারীম (সা.) এর জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে ছিলেন ইসলামী বিধানের ব্যাখ্যাদাতা। কেবল মুখের ম্যধ্যমেই নয়, নিজের কাজকর্ম ও সাহাবাদের কথা ও কাজের সমর্থন দিয়েও তিনি সেগুলো বাস্তব ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। সাহাবাগণ এর মাধ্যমেই হাদীসের মহান সম্পদ সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতেন। দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যখনই কোন জটিলতা কিংবা অজ্ঞতা দেখা দিত, কোন প্রশ্নের উদ্রেক হত, তখনই রাসূলের নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে জবাব হাসিল করতেন এবং সাহাবাগণ একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে এর সংরক্ষণ করতেন।

হযরত জিবরাঈল (আ.) কখনো কখনো ছদ্মবেশে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হতেন এবং রাসূলের সাথে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে উপস্থিত সাহাবিদিগকে পরোক্ষভাবে শিক্ষাদান করতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত 'হাদীসে জিবরাঈল' নামে বিখ্যাত হাদিসটি এর অকাট্য প্রমাণ। হাদীসটিতে বলা হয়েছেঃ একজন অপরিচিত ও সুবেশী লোক রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলে ইসলাম, ঈমান, ইহসান ও কিয়ামত প্রভৃতি বুনিয়াদী বিষয়ে প্রশ্ন করেন। রাসূল (সা.) প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ জবাব দেন। অতঃপর তিনি দরবার থেকে চলে যান। নবী করীম (সা.) উপস্থিত সাহাবাদের মধ্যে হযরত উমর ফারূককে জিজ্ঞাসা করেন:

يا عمر اتدري من السائل؟

অর্থাৎ হে উমর, তুমি জান, এই প্রশ্নকারী লোকটি কে?

হযরত উমর (রা.) স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করলে রাসূল (সা.) নিজেই বললেন:

فانه جبرايل اتكم ليعلمكم دينكم.

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ এই প্রশ্নকারী ছিলেন জিবরাঈল, তিনি তোমাদের নিকট তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন ।[১]

বস্তুত নবী করীম (সা.) এর নিকট সাহাবীদের প্রশ্ন করা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। তিনি নিজেই তাঁদেরকে প্রশ্ন করতেন, তাঁর নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে ও তদানুযায়ী কাজ করতে বলেছিলেন। কেবল মদীনায় উপস্থিত লোকেরাই যে রাসূলের নিকট প্রশ্ন করতেন তা নয়; সুদূরবর্তী শহর ও পল্লী অঞ্চল থেকেও নও-মুসলিম লোকেরা দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করতেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, গ্রামদেশীয় এক ব্যক্তি এসে রাসূলে করীম (সা.) কে জিজ্ঞাসা করল:

اتانا رسولك فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل ارسلك.

অর্থাৎ আপনার প্রেরিত ব্যক্তি আমাদের নিকট গিয়ে এ সংবাদ দিয়ে এসেছে যে, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন বলে আপনি মনে করেন, এটি কি সত্যি?

নবী করীম (সা.) উত্তরে এর সত্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি দ্বীন-ইসলামের কতগুলি মৌলিক বিষয় পূর্বে যা কিছু শুনতে পেয়েছিল তার সত্যতা সম্পর্কে রাসূলকে প্রশ্ন করে। রাসূল (সা.) তার সত্যতা বুঝিয়ে দেয়ার পর সে উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠে:

فو الذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص.

অর্থাৎ আপনাকে সত্য বিধানসহ যে আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আপনার বিবৃত বিষয়সমূহে আমি কিছুই বেশী-কম করব না।[২]

বনূ তামীম গোত্র ও ইয়েমেনবাসীদের পক্ষ থেকে একদল লোক রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল:

---

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, পৃষ্ঠা- ২৭।

২. সহীহুল বুখারী, পৃষ্ঠা- ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

حدثنا بجمل من الامر ان عملنا به دخلنا الجنة وندعوبه من وراءنا.

অর্থাৎ আমরা আপনার নিকট দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করেছি। এ সৃষ্টির মূলে ও প্রথম পর্যায়ে কি ছিল, সে সম্পর্কেও আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।[১]

এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের বাহক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট থেকে ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয়ে জানার তীব্র আকাঙ্খা এবং সে জন্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করার প্রবণতা সকল সাহাবীর মধ্যেই বর্তমান ছিল। আর রাসূলে কারীম (সা.) এ সব প্রশ্নের জবাবে যত কথাই বলেছেন, যত কাজই করেছেন এবং যত কথা ও কাজের সমর্থন করেছেন, তার বিবরণ ইসলামী জীবনব্যবস্থার বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর্যায়ভূক্ত এবং তাই হাদীস। এ সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী বলেছেন:

ان الصحابة كانوا يسألون عن كثير من المعاني وكان عليه السلام يجمعهم ويعلهم وكان طائفة تسأل واخرى تحفظ وتبلغ حتى اكمل الله دينه.

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম রাসূলের নিকট অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করতেন। নবী কারীম (সা.) সেগুলোকে একত্র করতেন, তাঁদের দ্বীনের শিক্ষাদান করতেন। সাহাবাদের কিছু লোক সেগুলো স্মরণ করে রাখতেন, কিছু লোক তা অপরের নিকট পৌঁছে দিতেন, অপরকে জানাতেন, এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতায় পরিণত করে নেন।[২]

নবী কারীম (সা.) কেবল যে লোকদের প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং তাতেই হাদীসের উৎপত্তি হতো, তা নয়। তিনি নিজে প্রয়োজন অনুসারে সাহাবিগণকে দ্বীন সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা দিতেন। হযরত হানাযালা (রা.) বলেন, আমরা একদিন রাসূল (সা.) এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা সবিস্তারে বললেন। এর ফলে এ দুটি

---

১. প্রাগুক্ত।

২. উমদাতুল কারী শারহিল বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

জিনিস আমাদের সামনে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যেন আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছি।[১]

ক্রমবিকাশ

মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হল রাসূলের (সা.) জীবন চরিত। তাঁর জীবন চরিত বিবৃত হয়েছে হাদীসের মধ্যে। ইসলামের দৃষ্টিতে কুরআনের পরই হাদীসের স্থান। কুরআন ইসলামী আইনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান উৎস এবং হাদীস দ্বিতীয় প্রধান উৎস। এ জন্য হাদীসের পঠন-পাঠন ও হাদীস অনুযায়ী আমল করা মুসলিম জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

সাহাবীগণ আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে রাসূলের (সা.) হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার ব্যাপারে নিজেদের মহতী প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। নবী করীম (সা.) এর নির্দেশ ছিল- যে ব্যক্তি হাদীস শুনেছে সে যেন তা অপরের নিকট পৌছিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন [২]-

فليبلغ الشاهد الغائب.

অর্থাৎ যে উপস্থিত রয়েছে সে যেন এ বাণী অনুপস্থিতদের নিকট পৌছিয়ে দেয়। নিজের কাছে সংরক্ষিত হাদীস অন্যদের নিকট পৌছানোর ব্যাপারে যেমন জোর তাগিদ রয়েছে তেমনি হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার জন্যও কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনকি রাসূল করীম (সা.) এ মর্মে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে- কেউ যদি তাঁর নামে মিছেমিছি কিছু বানিয়ে বলে কিংবা তাঁর বাণীতে সংকোচন বা সংযোজন করে তাহলে পরকালে তার জন্য সুকঠিন শাস্তি অবধারিত। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন [৩]-

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা তালাশ করে নেয়।

---

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৩।

২. সহীহ আল বুখারী, (দিল্লী : কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৩৭৭ হি.), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৭।

৩. সহীহ আল মুসলিম, (দিল্লী : কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৩৭৬ হি.), ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৭।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবীর (সা.) যুগে লিখিতভাবে হাদীস সংরক্ষণ

মহানবীর (সা.) জীবদ্দশায় অনেক সাহাবা লিখিত ভাবে হাদীস সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে হযরত (সা.) কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা ছিল। এ প্রসঙ্গে আবু সায়ীদ খুদরী বর্ণিত একটি হাদীস নিম্নরূপ [১]-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليمحه.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- তোমরা আমার হাদীস লিখবে না। আর যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখে থাকে সে যেন তা মুছে ফেলে। হাদীস লিখনে এ নিষেধাজ্ঞা ছিল মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কায়। এসময় কোন কোন সাহাবী রাসূলের (সা.) মুখ থেকে যা শুনতেন তা একই জায়গায় লিখে রাখতেন। এতে করে কুরআন ও হাদীস সংমিশ্রিত হয়ে যায়। এ কারণে রাসূল (সা.) হাদীস লিখতে এবং যা লেখা হয়েছে তা মুছে ফেলতে স্পষ্ট নির্দেশ দেন। তখনও তাঁরা কুরআনের ভাব-গাম্ভীর্য তথা ভাষা-শৈলী আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হননি। তাঁরা আল কুরআনের ভাবধারা ও ভাষা-শৈলী আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হন। অতঃপর রাসূলও (সা.) তাঁর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। হাদীস লিপিবদ্ধ করতে অনুমতি দান প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রা.) বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ[২]-

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه قال استأذنت محمد النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه ما اسمعت منه فأذن إلي فكتبته فكان عبد الله سمي صحيفة تلك الصادقي.

অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি নবী মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট যা শুনে থাকি তা লিখে রাখার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। এরপর আমি তাঁর হাদীস লিখে রাখতাম। আবদুল্লাহ তাঁর লিখিত সেই সহীফার নামকরণ করেন আচ্ছাদেকাহ্।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১৪।

২. হাকীম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ নদভী, তারীখ-ই-হাদীস ওয়া মুহাদ্দিছুন, (করাচী : আনজুমান-ই-এশাআত-ই-কুরআন আযীম, পাকিস্তান, ১৯৭৪), পৃষ্ঠা- ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় যে সকল সাহাবা লিখিতভাবে হাদীস সংরক্ষণ করেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (মৃ. ৪৩ হি.) অন্যতম। তিনি তাঁর সংগৃহীত হাদীসসমূহ গ্রন্থাবদ্ধ করে এর নামকরণ করেন আচ্ছাদিকা (সত্যনিষ্ঠ)। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়- এতে এক হাজারেরও অধিক হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। হযরত আলী (রা.) ও লিখিতভাবে হাদীস সংরক্ষণে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় তিনি বেশ কিছু হাদীস একত্রিত করে গ্রন্থাবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত হাদীসসমূহ ছিল প্রধানতঃ যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ক। এ ছাড়া হযরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা.), হযরত আবদল্লাহ ইবনু মসউদ (রা.), হযরত আবু হুরাইরা (রা.), হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) ও হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণ বহু হাদীস লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাবদ্ধ করেছিলেন। তবে এ সকল গ্রন্থ সুলিখিত বা সুসম্পাদিত ছিল না। মূলতঃ উল্লেখিত সাহাবীগণ নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীসসমূহ একত্রিত করে নিজের কাছে রাখতেন।[১]

খিলাফতে রাশেদার যুগে হাদীস সংরক্ষণ

মহানবীর জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে পূর্ণাঙ্গ হাদীস সংকলন তৈরী করা সম্ভব ছিল না। কারণ স্বয়ং নবী করীম (সা.) জীবিত এবং তখনও হাদীসের ক্রমধারা অব্যাহত। খিলাফতে রাশেদার যুগেই হাদীস সংকলনগ্রন্থ প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ইসলামী আইনতত্ত্ব মতে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করার জন্য চার খলীফাই সাহাবীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা হাদীসসমূহ অনুসন্ধান করেন। খলীফাগণ কর্তৃক নব বিজিত অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক ইসলামের ছায়াতলে আসে। তাদের নিকট রাসূলের (সা.) হাদীস জানার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত হাদীসের কোন গ্রন্থ প্রস্তুত ছিল না। মুসলমানগণ হাদীসের অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধির জন্য হাদীসগ্রন্থের

---

১. মুহাম্মদ সাআদ সিদ্দীকী, ইলম-ই-হাদীছ অওর পাকিস্তান মে উসকী খিদমত, (লাহোর : শু'বা-ই-তাহকীক-ই-কায়েদ-ই-আযম লাইব্রেরী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ১২৭ - ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। কালক্রমে সাহাবীগণের ইন্তেকাল, দূর-দূরান্তে গমন, হাদীস বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তির দূর্বলতা ইত্যাদি কারণে হাদীসের অস্তিত্ব নড়বড়ে হয়ে উঠে। অধিকন্তু মুসলমানদের মাঝে সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ, চিন্তাধারার বৈপরীত্য, এবং দলীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাল হাদীসের ব্যবহার প্রভৃতি কারণে গ্রন্থ আকারে হাদীস সংকলন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় তাঁরই লিখিত যাকাত, সদকা, উশর ও শাসনতন্ত্র বিষয়ক হাদীস সমষ্টি সংগ্রহ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ওমরের (রা.) নিকট তা সংরক্ষিত হয়। হযরত ওমর (রা.) হাদীস সংকলন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। মাসব্যাপী ইস্তেখারা করার পর তিনি হাদীস সংকলনের কাজ শুরু করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর মতে প্রথমে আল-কুরআন সংকলনের কাজ চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত হওয়া দরকার। একই সাথে কুরআন ও হাদীস সংকলনের মত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নেয়া ঠিক হবে না। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস সংগ্রহ করলেও তাঁদের শাসনকালে গ্রন্থাকারে পূর্ণাঙ্গ হাদীস সংকলন প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি।[১]

হাদীস সংকলনে ওমর ইবনূ আবদিল আজীজ

তাবিয়ী যুগে হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে হযরত ওমর ইবনূ আবদিল আজীজ এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীস সংকলন তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি সাহাবী আনস ইবনু মালিক হতে হাদীস রিওয়ায়ত করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনূ হাম্বল এক পর্যায়ে তাঁর সম্পর্কে বলেন- তাবিয়ী ওমর ইবনু আবদিল আজীজ ব্যতিত আর কারো কথাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই তিনি খিলাফতে রাশেদার প্রতিচ্ছায়াকে সামনে রেখে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র

১. তারীখ-ই-হাদীস ওয়া মুহাদ্দিছূন, পৃষ্ঠা- ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি স্পষ্ট অনুভব করেন যে- ইসলামী জীবন যাপন ও খিলাফত পরিচালনার জন্য হাদীস এক অপরিহার্য সম্পদ। সুতরাং তিনি ইসলামী রাজ্যের বড় বড় শহরের শাসকগণের নিকট নিম্নোক্ত ভাষায় ফরমান লিখে পাঠান:[১]

انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করুন এবং তা একত্রিত করুন। মদীনার শাসনকর্তা কাযী আবুবকর ইবনু মুহাম্মদ ইবনি হাযমকেও তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় এক ফরমান লিখে পাঠান:[২]

انظروا كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او سننه او حديث عمرا ونحو هذا فكتبه لي فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء.

অর্থাৎ রাসূলের (সা.) হাদীস তাঁর সুন্নাত কিংবা হযরত উমরের বাণী অথবা অনুরূপ যা কিছু পাওয়া যায় তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিন এবং আমার জন্য লিখে নিন। কেননা ইলমে হাদীসের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদীস সম্পদের বিলুপ্তির আশংকা বোধ করছি।

হযরত উমর ইবনু আবদিল আজিজের এ নির্দেশটি ছিল আলিম সমাজের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফরমান জারী হওয়ার পর থেকে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের অভিযান শুরু হয়ে যায়। এ পর্যায়ে মদীনার শাসনকর্তা কাযী আবু বকর ইবনু হাযম (মৃ. ১১৭ হি.) ও প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু মুসলিম ইবনি শিহাব যুহরী (মৃ. ১২৪ হি.) বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন। ইতিহাস সূত্রে জানা যায়- ইমাম আবু বকর ইবনু মুহাম্মদ ইবনি হাজম বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করে কয়েকটি খন্ড ভিত্তিক সাজিয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। কিন্তু তাঁর খলীফা ওমর ইবনু আবদুল আজীজের নিকট পৌঁছানোর অব্যবহিত পূর্বে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। অপরদিকে ইবনু শিহাব যুহরী (র.) ও একটি হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুত করেন

১. সহীহ মুসলিম শরীফ, মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা অনূদিত (ঢাকা : মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৩), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬৪।

২. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০), পৃষ্ঠা- ৪২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এবং তাঁর গ্রন্থটি খলীফা ওমর ইবনু আবদুল আজীজের জীবদ্দশায় তাঁর দরবারে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হন। মাওলানা তকী উদ্দীন নদভী বলেন:[১]

اول من دون الحديث ابن شهاب.

অর্থাৎ যিনি সর্ব প্রথম হাদীস সংকলন করেন, তিনি হলেন ইবনু শিহাব যুহরী। এভাবে প্রতীয়মান হয় যে- ইমাম মুহাম্মদ ইবনু মুসলিম ইবনি শিহাব যুহরী হলেন গ্রন্থাকারে হাদীস সংকলনকারীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি এজন্য তিনি اول المدونين (প্রথম সংকলনকারী) খেতাবে ভূষিত।

খলীফা হযরত ওমর ইবনু আবদিল আজীজ (র.) হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ফরমান জারী করার পর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। তিনি মাত্র ২ বছর ৫ মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে ১০১ হিজরীর ২৫শে রজব শাহাদাৎ বরণ করেন। ফলে তাঁর আমলে হাদীস সংকলনের কাজ পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেনি। তবে এ কাজের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ সময় মক্কায় ইবনু জুরাইজ (র.) (মৃ. ১৫০ হি.), মদীনায় ইবনু ইসহাক (র.) (মৃ. ১৫১ হি.) ও ইমাম মালিক (র.) (মৃ. ১৭৯ হি.), বসরায় রুবাই ইবনু সুরাইহ (র.)(মৃ. ১৬০ হি.), সাঈদ ইবনু আবী আরুবাহ (র.) (মৃ. ১৫৬ হি.) ও হাম্মাদ ইবন সালমা (র.) (মৃ. ১৭৬ হি.), কুফায় সুফিয়ান ছওরী (র.) (মৃ. ১৬১ হি.), সিরিয়ায় ইমাম অওযায়ী (র.) (মৃ. ১৫৬ হি.), ওয়াসিত শহরে হুশাইম (র.) (মৃ. ১৮৮ হি.), ইয়ামনে হযরত মা'মার (র.) (মৃ. ১৫৩ হি.), রায় শহরে জরীর ইবনু আবদিল হামিদ (র.) (মৃ. ১৮৮ হি.) এবং খোরাসানে আবদুল্লাহ ইবনু আল মুবারক (র.) (মৃ. ১৮১ হি.) প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রবিদগণ হাদীস সংকলন করেন।[২] এগুলোর মধ্যে ইমাম মালিক (র.) সংকলিত 'আল-মুয়াত্তা' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

---

১. তকী উদ্দীন নদভী, মুহাদ্দেসীন-ই-এযাম অওর উনকি ইলমী কারনামে, (করাচী : মজলিস-ই-নসরিয়াত-ই-ইসলাম, ১৯৬৬), পৃষ্ঠা- ৬১।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৮ - ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীস চর্চা

হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হিজরী তৃতীয় শতকে ব্যাপকভাবে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয়। এ সময় হাদীস সংকলনের চরম উন্নতি সাধিত হয়। এই শতকে সুবিন্যস্তভাবে অধ্যায় (কিতাব) ও পরিচ্ছেদ (বাব) ভিত্তিক সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। এ যুগে হাদীস শিক্ষার্থী, সংকলক ও সম্পাদকগণ হাদীস শিক্ষা, সংগ্রহ ও সনদের সত্যতা যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে দেশ বিদেশের দূর-দূরান্তে সফর করেন। একদিকে যেমন হাদীস সংগ্রহ, সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও ইলমে হাদীসের সাথে সম্পর্কিত জরুরী জ্ঞানের উদ্ভব হয়, অপরদিকে তেমনি মুসলিম জনগণের মধ্যে হাদীস শিক্ষা লাভে গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তখন কোন কোন প্রসিদ্ধ শাইখের শিক্ষার মজলিসে হাজার হাজার শিক্ষার্থী সমবেত হন বলে জানা যায়।[১]

বিভিন্ন শহরে হাদীস চর্চা

হিজরী তৃতীয় শতকে ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন শহরে হাদীস চর্চার ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় কয়েকটি শহর ছিল হাদীস শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। উল্লেখযোগ্য শহরের মধ্যে মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, বাগদাদ, দামেশক ও মিসর অন্যতম।

মক্কা

হিজরী তৃতীয় শতকে মক্কায় বেশ কিছু সংখ্যক হাদীস শাস্ত্রবিদ হাদীস শিক্ষাদানে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তবে অন্যান্য শহরের তুলনায় এ শহরে হাদীস চর্চা তত বেশী ব্যাপক ছিল না। এখানে কয়েকজন হাদীস বিশারদের বিবরণ তুলে ধরা হল-

---

১. আবু বকর আহমদ ইবন আল-খতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, (কায়রো : মকতবা আল-খানজী, ১৯৩১), ১৩শ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

১. হাফিয হালওয়ানী ইমাম আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনু আলী ইবনি মুহাম্মদ খাল্লাল (র.) (মৃ. ২৪২ হি.)। তিনি 'মুহাদ্দিসে মক্কা' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিতাব আস-সুনান নামে তাঁর একখানা হাদীস সংকলন রয়েছে।

২. হাফিয যুবাইর ইবনু বকল আবু আবদিল্লাহ ইবনি আবু বকর কুরাইশী (র.) (মৃ. ২৬৫ হি.)। তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী। হাফিয-ই-হাদীস ও সনদ বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল অপরিসীম। তিনি ইমাম ইবনু মাজার উস্তাদ ছিলেন।

৩. হাফিয সালমা ইবনু শুবাইব আবু আবদির রহমান আল-জুহুরী, আল-মসময়ী (র.) (মৃ. ২৪৬ হি.)। তাঁর পৈতৃক নিবাস নিশাপুরে। তবে তিনি স্থায়ীভাবে মক্কা নগরে বসবাস করেন। তিনি অন্যতম নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বহু ইমাম ও প্রথম পর্যারের মুহাদ্দিস তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪. হাফিয ইয়াকুব ইবনু হুমাইদ (র.) (মৃ. ২৪১ হি.)। তিনি মদীনার একজন সুবিখ্যাত আলিম। কিন্তু তিনি অবস্থান করেছেন মক্কায়। হাদীস শাস্ত্রে উঁচু স্তরের উস্তাদ হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।

মদীনা

নবী করীম (সা.) এর সময় হতে হযরত আলীর খিলাফত কাল পর্যন্ত এ নগরীই ছিল সমগ্র মুসলিম জাহানের জ্ঞান ও চিন্তা চেতনার কেন্দ্রস্থল। এমনকি উমাইয়া যুগেও (৪১ হি./৬৬১খ্রী:-১৩২ হি./৭৫০ খ্রী:) হাদীস এবং ফিক্হ বিশেষত সাহাবীগণের ফতওয়া চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এই নগরী। এখানে অবস্থান করে, যারা হাদীস চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. হাফিজ আবু মুছয়িব জুহরী (র.) (মৃ. ২৪২ হি.)। তিনি মদীনাবাসীদের নিকট বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের উস্তাদ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ইমাম নাসায়ী (র.) ব্যতীত সিহাহ সিত্তার পাঁচজন সংকলকই তাঁর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

২. হাফিজ ইবরাহীম (র.) (মৃ. ২৩৬ হি.)। তিনি প্রখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসায়ী (র.) প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন।

৩. হাফিজ ইসহাক (র.) (মৃ. ২৪৪ হি.)। তিনি ফিক্হ শাস্ত্রবিদ, হাদীসের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকার হিসেবে খুবই খ্যাত ছিলেন। তিনি ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম তিরমিযী (র.), ইমাম নাসায়ী (র.) ও ইমাম ইবনু মাজার (র.) উস্তাদ ছিলেন।

এ ছাড়া বকর ইবনু আবদিল ওহাব মাদানী (র.) (মৃ. ২৫০ হি.) এবং হাসান ইবনু দাউদ (র.) (মৃ. ২৪৭ হি.) ও মদীনার শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসদের অন্যতম ছিলেন।

কুফা।

হযরত আলী তাঁর শাসনামলে মদীনার পরিবর্তে কুফাকে কেন্দ্র করেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময় থেকেই কুফা হাদীস তথা ইসলামী জ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রসিদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.) কুফা শহরের অধিবাসী ছিলেন বিধায় এখানে হাদীসের ভিত্তিতে ফিক্হ শাস্ত্রে উৎকর্ষ সাধিত হয়।[১]

অধ্যায় ভিত্তিক হাদীস সংকলন সর্ব প্রথম এই শহরেই শুরু হয়। ইমাম বুখারী (র.), ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম আবু দাউদ (র.) ও ইমাম ইবনু মাজা (র.) এর শিক্ষাগুরু প্রখ্যাত হাফিয-ই-হাদীস শাইখ আবু বকর ইবনু আবী শাইবা (র.) (মৃ. ২৩৫ হি.) ও হাফিয মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি নুমাইর (র.) কুফা শহরে বসবাস করে হাদীস শিক্ষার মজলিস পরিচালনা করতেন। শাইখুল হাদীস বিশারদ আশআজ আবু সাআদ (র.) (মৃ. ২৫৭ হি.) শাইখ আবু কুরাইব (র.) ও ইমাম হান্নাদ (র.) কুফায় অবস্থান হাদীস শিক্ষার প্রচার প্রসারে নিজেদের নিবেদিত রাখেন। সিহাহ সিত্তার ছয়জন প্রণেতাই উল্লেখিত ইমামত্রয় থেকে হাদীস

১. আহমদ আমীন, দুহা আল-ইসলাম, (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-আরবী, ১৯৩৫), ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া মুহাদ্দিস হাফিয ওলিদ ইবনু ইসহাক আল-হামাদানী প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রবিদ কুফায় অবস্থান করে হাদীস শিক্ষাদানে রত ছিলেন।[১]

বসরা

ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বসরা একটি ঐতিহাসিক নগরী হিসেবে খ্যাত। হিজরী তৃতীয় শতকে বসরায় বিপুল সংখ্যক হাদীসের উস্তাদের সমাবেশ ঘটে। হাফিয আমর ইবনু আলী ফাল্লাস (র.) (মৃ. ২৪৯ হি.), ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনু বাশার ইবনি ওসমান আল-বসরী (র.) (মৃ. ১৫২ হি.), হাফিয মুহাম্মদ ইবনুল মুসন্না (র.), হাফিয মুহাম্মদ বুহরানী (র.), ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু মা'মর আল-বসরী (র.), হাফিয নসর ইবনু আলী আবু আমর আল-আযদী আল-বসরী (র.), এরা প্রত্যেকেই হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখেন। 'সিহাহ সিত্তাহ' এর সংকলকগণের সকলেই উল্লেখিত হাদীস বিশারদদের ছাত্র ছিলেন। এছাড়া হাফিয তাহ্‌হান হাসান ইবুন মুদরক (র.), ইবনু বশীর আস-সদুসী (র.), হাফিয যায়েদ ইবনু আখজাম (র.), আবু তালিব তা'য়ী আল-বসরী (র.), হাফিয আব্বাস আনবরী (র.), হাফিয বিদয়া আবদুল্লাহ ইবনু ইসহাক আবু মুহাম্মদ আল-জওহারী (র.), হাফিয আকাবা ইবনু মুকাররম ইবনি আফলাহ (র.), হাফিয ওমর ইবনু শিহাব ইবনি উবাইদাহ আল-বসরী (র.), হাফিয ইয়াহিয়া ইবনু হাকীম আবু সায়ীদ আল-বসরী (র.) প্রমুখ খ্যাতনামা হাদীস বিশারদগণ বসরায় অবস্থান করে হাদীসের খিদমতে আত্মোৎসর্গ করেন।

বাগদাদ

বাগদাদের শিক্ষায়তন থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে ধন্য হওয়ার অভিপ্রায়ে ইরাকের অন্যান্য অঞ্চল তথা বহুদেশের হাদীস শিক্ষার্থী বাগদাদে এসে সমবেত হয়। আব্বাসী খলীফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রী:) পৃষ্ঠপোষকতায় রাজপ্রাসাদের পাশে হাদীস শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ মিম্বর নির্মিত হয়। বাগদাদের প্রসিদ্ধ হাফিয-ই-হাদীস

---

১. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃষ্ঠা- ৪৬৯- ৪৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

সোলাইমান ইবনু হারব (র.) (মৃ. ২২৪ হি.) উক্ত মিম্বরে বসে হাদীসের দরস দিতেন। বাদশাহ ও রাজন্যবর্গ সহ অসংখ্য জনতা তথায় উপস্থিত থাকতেন।

বাগদাদে উল্লেখযোগ্য ভাবে হাদীস পঠন-পাঠন হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে অনেক হাদীস সংগ্রহকারী এই শহরে আগমন করেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (র.) (১৬৪ হি.- ২৪১ হি.), ইমাম আবু ছওর (র.) (মৃ. ২৪০ হি.), ইমাম দাউদ সাহেরী (র.) (মৃ. ২৭০ হি.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনু জরীর তাবারী (র.) (মৃ. ৩১০ হি.) বাগদাদেরই অধিবাসী ছিলেন।[১]

দামেশ্‌ক

ইমাম বুখারী (র.), ইমাম আবু দাউদ (র.), ইমাম ইবনু মাজা (র.), ও ইমাম নাসায়ী (র.) প্রমুখ সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ হাদীস অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এই শহর পরিভ্রমণ করেন। এখানে অবস্থান করে যারা হাদীস চর্চায় প্রভূত অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফিকহ শাস্ত্রবিদ ইমাম আবু আমর আবদূর রহমান আল-অওযায়ী (র.) (৮৮ হি./৭০৭ খ্রীঃ- ১৫৭ হি./৭৭৪ খ্রীঃ), হাদীস বিশারদ হিশাম (র.) ও হাফিয দহীম (র.) (মৃ. ২৪৫ হি.) অন্যতম।

মিসর

ইমাম হারমালা (র.) (মৃ. ২৪৩ হি.), হাফিয মুহাম্মদ ইবনু রিমাহ ইবনি মুহাজির (র.) এই দুইজন বিখ্যাত হাফিয-ই-হাদীস মিসরে অবস্থান করে হাদীস পাঠদানে রত ছিলেন। ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম নাসায়ী (র.) ও ইবনু মাজার উস্তাদ হাফেয-ই-হাদীস রবী মুরাদী (র.) (মৃ. ২৭০ হি.) এই শহরে অবস্থান করতেন। নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী হাফিয ইয়াহিয়া ইবনু উসমান ইবনি সালেহ আল কুরাশীও (র.) মিসরে বসবাস করে হাদীস পাঠদান করেন।

---

১. মুহাম্মদ আবু যাহু, আল হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিছুন, (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-আরবী, ১৯৮৪), পৃষ্ঠা- ৩৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসনদ প্রণয়ন

হিজরী তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগে বিভিন্ন হাদীস শাস্ত্রবিদ কর্তৃক মুসনদ নামে হাদীস সংকলন প্রণীত হয়। মুসনদের রীতি হল- সংকলক এক একজন সাহাবীর নামের অধীনে পৃথক পৃথক ভাবে সমস্ত হাদীস একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেন। এ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ও হাদীস সহীহ কি না এ দুটির কোনটিই সংকলকের বিবেচ্য বিষয় নয় বরং সংকলক একজন সাহাবী হতে সহীহ অথবা সহীহ নয় এমন হাদীস (তা যে বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হোক না কেন) যতটা পেয়েছেন সব এক জায়গায় ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন। সাহাবীদের নাম আরবী বর্ণমালা অনুসারে অথবা ইসলাম গ্রহণের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একের পর এক সাজানো হত। মুসনদ গ্রন্থে সহীহ ও সহীহ নয় এ ধরনের সব হাদীস অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণে মুসনদ দ্বারা মাসআলা সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা দূর্বলতায় পর্যবসিত হয়। তবে মুসনদ সমূহের এই সাধারণ বিবেচনা থেকে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের মুসনদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল।

এছাড়াও ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াই (র.) (১৬১ হি. - ২৬৮ হি.) এর মুসনদ উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি তাঁর যুগের একজন সুপ্রসিদ্ধ আলিম, প্রথম সারির হাদীসের উস্তাদ ও নামকরা হাফিয-ই-হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) (১৯৪ হি./৮০৯ খ্রী:- ২৫৬ হি./৮৬৯ খ্রী:), ইমাম মুসলিম (র.) (২০৪ হি./৮১৯ খ্রী:-২৬১ হি./৮৭৫ খ্রী:) ও ইমাম আবু দাউদ (র.) (২০২ হি./৮১৭ খ্রী:-২৭৫ হি./৮৮৮ খ্রী:) প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ মুসনদ আছে যা মুসনদে রাহওয়াইহ নামে পরিচিত।

এছাড়াও রয়েছে ইমাম আবু বকর আবী শাইবাহ (র.) (১৫৯ হি.-২৩৫ হি.) এর মুসনদ। তিনি একজন নামজাদা হাদীস বিশারদ হিসেবে আলিম সমাজের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) মুসলিম (র.) ও ইবনু মাজাহ (র.) তাঁর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁর সংকলিত মুসনদ হিজরী তৃতীয় শতকে সংকলিত মুসনদ সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত মুসনদত্রয় ছাড়া ইতিহাস সূত্রে প্রাপ্ত আরও কতিপয় মুসনদ প্রণেতাদের নাম এখানে বিধৃত হল। ইমাম উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা (র.) (মৃ. ২১৩ হি.), হুমাইদী (র.) (মৃ. ২১৯ হি.), মুসাদ্দাদ ইবনু মাসারহাদ (র.) (মৃ. ২২৮ হি.), ওসমান ইবনু আবী শাইবা (র.) (মৃ. ২৩৯ হি.), আবদ ইবনু হুমাইদ (র.) (মৃ. ২৪৯ হি.), ইয়াকুব ইবনু শাইবা (র.) (মৃ. ২৬২ হি.), মুহাম্মদ ইবনু মাহদী (র.) (মৃ. ২৭২ হি.), বাকী ইবনু মখলাদুল কুরতুবী (র.) (মৃ. ২৭৬ হি.), আবু দাউদ তায়ালীসী (র.) (মৃ. ২০৪ হি.), দারমী (র.) (মৃ. ২৫৫ হি.), আবু ইয়া'লা মু' ছেলী (র.) (মৃ. ৩০৭ হি.), ইবনু আবী উছামা আল- হারেছ ইবনু মুহাম্মদ (র.) (মৃ. ২৮২ হি.), ইবনু আবী আছেম আহমদ ইবনি আমর (র.) (মৃ. ২২৭ হি.), ইবনু আবী আমর মুহাম্মদ ইবনি ইয়াইয়া আল-আদনী(র.) (মৃ. ২৪৩ হি.), আবু হুরায়রা ইব্রাহীম ইবনু আল-আসকরী (র.) (মৃ. ২৮২ হি.), আলী ইবনু আহমদ ইবনি শুরাইব নাসায়ী (র.) (মৃ. ৩০৩ হি.), ইব্রাহীম ইবনু ইসমাইল (র.) (মৃ. ২৮০ হি.), ইব্রাহীম ইবনু ইউসুফ (র.) (মৃ. ৩০১ হি.), মালেক আহমদ ইবনু শুয়াইব নাসায়ী (র.) (মৃ. ৩০৩ হি.), আবু বকর-আল বাজার (র.) (মৃ. ২৯২ হি.), ইয়াকুব ইবনু শাইবা (র.) (মৃ. ২৬২ হি.), আলী ইবনু আল-মাদায়ীনী (র.) (মৃ. ২৩৪ হি.), আবু আযরাহ আহমদ ইবনু হাসেম (র.) (মৃ. ২৭৬ হি.)।

উল্লেখিত মুহাদ্দিস কর্তৃক সংকলিত মুসনদ ছাড়া আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ এযুগে সংকলিত হয়। যেমন এক্ষেত্রে ইবনু আবী শুআইবা সংকলিত মুছান্নাফ, সায়ীদ ইবনু মানছুর (র.) (মৃ. ২৬৭ হি.) সংকলিত মুছান্নাফ ও মুহাম্মদ ইবনু জরীর তাবারী (র.) (মৃ. ৩১০ হি.), এর কিতাব তাহযীবুল আছার এর নাম উল্লেখ করা যায়।[১]

সিহাহ সিত্তা প্রণয়ন

হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীস সংকলনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাজ হল সিহাহ সিত্তা প্রণয়ন। এসময় সংকলিত হাদীসের ছয়টি গ্রন্থ এতই প্রামাণ্য, পূর্ণাঙ্গ এবং সুবিন্যস্ত রূপ লাভ

১. তকী উদ্দীন নদভী, দরসে-ই-তিরমিযী, (করাচী : মকতবা দারুল উলুম, ১৯৮০), পৃষ্ঠা- ৪৭- ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

করে যে- এরপর নতুন করে হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। ইতোপূর্বেকার হাদীস সংকলন মুসনদ গ্রন্থাবলীতে সহীহ, হাসান যয়ীফ ইত্যাদি সকল প্রকার হাদীস অন্তর্ভূক্ত ছিল। একদল স্বনামধন্য হাদীস বিশারদ সংমিশ্রিত হাদীস থেকে নিখূত গবেষণার মাধ্যমে সহীহ হাদীস বাছাই করে নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য হাদীস সংকলন প্রস্তুত করার মহান ব্রত সামনে রেখে এগিয়ে এলেন। এঁদের অন্যতম হলেন- জগৎবিখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম বুখারী (র.) (১৯৪ হি.-২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (র.) (২০৪ হি.-২৬১ হি.), ইমাম আবু দাউদ (র.) (২০২ হি.-২৭৫ হি.), ইমাম তিরমিযী (র.) (২০৯ হি.-২৭৯ হি.), ইমাম নাসায়ী (র.) (২১৫ হি.-৩০৩ হি.) ও ইবনু মাজা (র.) (২০৯ হি.-২৭৩ হি.)। এ ছয়জন ইমাম সংকলিত ছয়টি হাদীস গ্রন্থ সিহাহ সিত্তা নামে অভিহিত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুহাদ্দিস ও ইলমে হাদীসে তাঁদের অবদান

ইমাম বুখারী (র.)

ইমাম বুখারী (র.) একজন যুগ শ্রেষ্ঠ হাদীস শাস্ত্রবিদ। আসহাব-ই-সিহাহ সিত্তার মধ্যে তিনিই প্রথম এবং তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থই শ্রেষ্ঠতম। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সকল শ্রেণীর মিশ্রিত হাদীসসমূহ থেকে শুধু সহীহ হাদীস তুলে এনে প্রামাণ্য হাদীস সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এক একটি হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য তিনি অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করে দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করেন। তাঁর রাসূল প্রেম, প্রজ্ঞা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠারই ফলশ্রুতি আল জামি' আল সহীহ, যা বুখারী শরীফ নামে পরিচিত। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের পর বুখারী শরীফই বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম- মুহাম্মদ, উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ। তাঁর বংশ তালিকা হল- মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল ইবনি ইবরাহীম ইবনি মুগীরা ইবনি বারদিজবাহ আল জু'ফী আল-বুখারী। তিনি আব্বাসী খলীফা প্রখ্যাত শাসক হারুন আর-রশীদ (মৃ. ১৯৩ হি.) এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৯৪ হিজরীরর ১৩ই শাওয়াল রোজ শুক্রবার বাদে জুমা খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন।[১]

শিক্ষাজীবন

শৈশবকালে তিনি পিতৃহারা হয়ে মাতার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। আল্লাহ ভীরু ও বিদ্যোৎসাহী মাতার দৃঢ়তার কারণে এতিম বালক বুখারীর পড়াশুনায় কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটেনি। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং অল্প বয়সে তিনি ইমাম ওয়াকি (র.) ও ইমাম ইবনু মুবারকের (র.) রচনাবলী আত্মস্থ করেন। পনর বৎসর বয়সে তিনি ফিকহ অধ্যয়ন ছেড়ে হাদীস শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁর বয়স যখন

১. ড. তকী উদ্দীন নদভী আল-মুযাহিরী, আল-ইমাম আল-বুখারী, (দামেশক: দারুল কলম, ১৯৮১), পৃষ্ঠা- ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

ষোল বৎসর তখন তাঁর মাতা তার বড় ভাই আহমদ ও তাকে নিয়ে হজ্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। হাদীস অধ্যয়নে ছিল ইমাম বুখারীর তীব্র ঝোক। এজন্য হজ্ব সম্পাদন শেষে তাঁর মাতা ও বড় ভাই বুখারা প্রত্যাবর্তন করলেও ইমাম বুখারী মক্কায় থেকে যান এবং দুই বৎসর মক্কায় অবস্থান করে হাদীস অধ্যয়ন করেন। আঠার বছর বয়সে তিনি মদীন গমন করেন। এখানে তিনি হাদীস শিক্ষার পাশাপাশি গ্রন্থ রচনায়ও মনোনিবেশ করেন। তিনি মহানবীর (সা.) রওজা মুবারকের পাশে অবস্থান করেন রাত জেগে চাঁদের আলোতে ক্বাযায়া আস-সাহাবা ওয়া আত-তাবিয়ীন ও আত-তারীখ আল কাবীর গ্রন্থ রচনা করেন।

শিক্ষা সফর

ইমাম বুখারী ২১০ হিজরীতে স্বীয় মাতা ও ভাইয়ের সাথে হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় আসা থেকে তাঁর শিক্ষা সফর শুরু। এ সময় তিনি দুই বৎসর অবস্থান করে তথাকার হাদীস বিশেষজ্ঞদের মজলিসে অংশগ্রহণ করেন। তখন মক্কায় যারা হাদীস শিক্ষাদান করতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ইমাম আবুল ওয়ালীদ আহমদ ইবনু আল-আরযাকী (র.), ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ (র.), ইমাম ইসমাঈল ইবনু সালেম আল-সায়িগ (র.), ইমাম আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (র.) ও আল্লাম হুমাইদী অন্যতম। হাদীস অধ্যয়ন করেন। আঠার বছর বয়সে তিনি মদীনা গমন করেন।

ইমাম বুখারী ২১২ হিজরীতে আঠার বৎসর বয়সে হাদীস শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করেন। এ সময় মদীনায় ইমাম ইবরাহীম ইবনুল মনযর (র.), ইমাম মাতরাফ ইবনু আবদিল্লাহ (র.), ইমাম ইবরাহীম ইবনু হামযা (র.), ইমাম আবু ছাবিত (র.), মুহাম্মদ ইবনু উবাইদুল্লাহ (র.) ও ইমাম আব্দুল আযীয ইবুন আবদিল্লাহ (র.) প্রমূখ হাদীস শাস্ত্রবিদ হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন।[১]

১. মুহাম্মদ আবদুস সালাম মুবারকপুরী, সীরাতুল বুখারী, (লাহোরঃ ফারুকী কুতুবখানা, ১৯৮৬), পৃষ্ঠা- ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

যৌবনকালের এ সময়ে ইমাম বুখারী হাদীস, ফিকহ ও সাহাবীদের ফতওয়া চর্চা তথা গ্রন্থ রচনায় এতই নিমগ্ন হন যে- বলতে গেলে পৃথিবীর আর কোন কিছুর সাথে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিলো না। এভাবে মদীনায় কিছুকাল অবস্থান করার পর ব্যাপকভাবে হাদীস সংগ্রহ, বিশেষত সহীহ হাদীস যাচাই বাছাইয়ের মহান উদ্দেশ্যে তিনি মদীনা ছেড়ে দুর-দুরান্তে সফর শুরু করেন। এ পর্যায়ে তিনি কুফা, বসরা, বাগদাদ, মিসর, সিরিয়া, মার্ভ, বলখ, হারাত, রায়, ওয়াসিত ও আসকালান প্রভৃতি নগরে গমন করেন। এছাড়াও তাঁর জন্মভূমি বুখারা ও তৎপার্শ্ববর্তী হাদীস শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র নীশাপুর, খোরাসান, সমরখন্দ ও তাশখন্দ প্রভৃতি নগরে এবং বাগদাদের হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মজলিসে আসা যাওয়া করেন। তিনি বসরায় চারবার গমন করেন এবং কোন কোন সময় একনাগাড়ে তথায় পাঁচ বছর অবস্থান করেন।[১] হাফিয ইবনু কাছীরের মতে তিনি আটবার বাগদাদে গমন করেন এবং প্রতিবার ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের সান্নিধ্য লাভ করেন। এতদসত্ত্বেও ইমাম বুখারী ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের নিকট থেকে খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন। কারণ তিনি ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের বহু উস্তাদের নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে হাদীস শিক্ষালাভ করেছেন।

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম বুখারী প্রথম জীবনে ফিকহ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে হাদীস পঠন-পাঠন ও হাদীস সংগ্রহ-সংরক্ষণ এবং সংকলন প্রস্তুত করণে সচেষ্ট হন। সুতরাং হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ে তার শিক্ষক সংখ্যা অনেক। তাঁর উস্তাদদেরকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়-

১. তাবি তাবিয়ীন,
২. তাবি তাবিয়ীনের শেষ পর্যায়ের শাইখবৃন্দ। তবে এ স্তরে ঐ সকল শাইখগণ অন্তর্ভূক্ত যারা কোন নির্ভরযোগ্য তাবিয়ী থেকে হাদীস রেওয়াত করেননি।

১. জিয়া উদ্দিন ইসলাহী, তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন, (আযমগড়: দারুল মতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৬৮), পৃষ্ঠা- ২০৫, ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ঐ সকল উস্তাদ যারা তাবি তাবিয়ীন থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মূলতঃ ইমাম বুখারীর এ পর্যায়ের শিক্ষক সংখ্যাই বেশী এবং তাঁর জীবনে অতিমাত্রায় প্রভাব বিস্তারকারী।

৪. সহপাঠিবৃন্দ।

জ্ঞানার্জনে তিনি ছিলেন খুবই বিনয়ী। তিনি সহপাঠী কিংবা নিজের ছাত্রের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

৫. সমকালীন বিজ্ঞজন।

হাদীসের জ্ঞানার্জনে ইমাম বুখারীর আগ্রহ এত বেশী ছিল যে, কুফা, বসরা, বাগদাদ, মিসর, সিরিয়া, হিজাজ, খোরাসানের এমন কোন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিল না যার নিকট থেকে তিনি কিছু না কিছু শিক্ষালাভ করেননি। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়- তাঁর সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ১০৮০ জন।[১]

উল্লেখিত পাঁচ স্তরে তিনি যে সকল শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাতনামাদের নাম তুলে ধরা হল।

বুখারা

এখানে তিনি যাদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনু সালাম বেকন্দী (র.), আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ মসুনাদী (র.), ইবরাহীম ইবনুল আশআস (র.), মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ বেকন্দী (র.) প্রমুখ খুবই খ্যাতনামা ছিলেন।

বসরা

তাঁর এখানকার শিক্ষকদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (র.), মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আস-সবাগ (র.), মুহাম্মদ ইবনু সায়িগ (র.), ও সারীজ ইবনু নুমান (র.) এর নিকট শিক্ষালাভ করেন।

---

১. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, তাহযীব আল-তাহযীব (হায়দারাবাদঃ ১৩২৫ হি.), পৃষ্ঠা- ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়া

সিরিয়ায় তিনি আল্লামা ইউসুফ ফরায়াবী (র.), আবু নসর ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (র.), আদম ইবনু আবী আয়াস (র.), আবুল য়ামান আল-হাকাম ইবনু নাফি (র.) ও হায়াত ইবনু শরীহ (র.) এর নিকট শিক্ষালাভ করেন।

মিসর

তাঁর এখানকার শিক্ষকদের মধ্যে উসমান ইবনু সায়িগ (র.), সায়িদ ইবনু আবী মরয়ম (র.), আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ (র.), আহমদ ইবনু সালেহ (র.), আহমদ ইবনু শুয়াইব (র.), আসবগ ইবনুল ফরজর (র.), সায়ীদ ইবনু আবী ঈসা (র.), সায়ীদ ইবনু কাছীর ইবনি আফীর (র.) ও ইয়াহয়া ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি বুকাইর (র.) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

নিশাপুর

এখানে তাঁর প্রখ্যাত শিক্ষকগণ হচ্ছেন, ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (র.), ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (র.), বশর ইবনুল হাকাম (র.) ও মুহাম্মদ ইবনু রাফি (র.)।

বলখ

এখানে তিনি মক্কি ইবনু ইবরাহীম (র.), ইয়াহইয়া ইবনু বশীর (র.), মুহাম্মদ ইবনু আব্বান (র.), হাসান ইবনু শজা (র.), ইয়াইয়া ইবনু মুসা (র.) ও কুতাইবা (র.) প্রমূখ উস্তাদের নিকট শিক্ষালাভ করেন।

ওয়াসিত

তিনি এখানে যাদের নিকট শিক্ষালাভ করেন তাঁদের মধ্যে হাসসান ইবনু হাসসান (র.), হাসসান ইবনু আবদিল্লাহ (র.) ও সায়ীদ ইবনু আবদিল্লাহ (র.) অন্যতম।[১]

---

১. মুহাম্মদ আবদুস সালাম মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬- ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিষ্যবৃন্দ

ইমাম বুখারী ছাত্র সংখ্যা অগণিত। জীবনীকারদের রচনা থেকে জানা যায় অন্তত নব্বই হাজার লোক তাঁর নিকট থেকে বুখারী শরীফের হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি কখনো মসজিদে আবার কখনো বাসগৃহে অবস্থান করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতেন। সাধারণ শিক্ষার্থী ছাড়া তৎকালীন বহু খ্যাতনামা আলিম ও মুহাদ্দিস তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম তিরমিযী (র.), ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম নাসায়ী (র.), ইমাম আবু যুরআ (র.), ইমাম আবু হাতেম (র.), ইমাম ইবনু খুজাইমা মুহাম্মদ ইবনি নমর মরুযী (র.), আবু আব্দুল্লাহ আল-ফারবারী (র.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

স্মৃতিশক্তি

হাদীস শ্রবণ করে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। প্রথম জীবনে তিনি শুধু মুখস্ত করতেন, কোন হাদীস লিখে রাখতেন না। পরবর্তীতে যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করা শুরু করেন। জানা যায় কৈশর কালেই তাঁর সত্তর হাজর হাদীস মুখস্ত ছিল। ইমাম বুখারী নিজে বলেছেন- আমার এক লক্ষ সহীহ হাদীস ও দুই লক্ষ সাধারণ হাদীস মুখস্থ আছে। একবার তিনি বাগদাদ গমন করেন এবং তথাকার কতিপয় মুহাদ্দিস তাঁর স্মৃতিশক্তি যাচাইয়ের জন্য বেশ কয়েকটি হাদীসের সনদ ও মতন গরমিল করে তাঁর নিকট পেশ করে বলেন- এ হাদীসগুলো কি আপনার জানা আছে? প্রত্যুত্তরে ইমাম বুখারী বলেন- আপনার পেশকৃত হাদীসের সনদ ও মতন শুদ্ধ নয় বরং এ সকল হাদীসের সনদ ও মতন এ রকম- এ কথা বলে তিনি শুদ্ধভাবে সকল হাদীসের সনদ ও মতন উচ্চারণ করে শুনিয়ে দেন। এতে বাগদাদের উল্লেখিত মুহাদ্দিসগণ খুবই বিস্মিত হন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন- তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি হযরত আবু হুরাইয়া (রা.) এর স্মৃতিশক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

---

১. ড. তকী উদ্দীন নদভী আল-মুযাহিরী, পৃষ্ঠা- ৪৩- ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইবনু আযহার সিজিস্তানী বলেন- আমি ইমাম বুখারীর সাথে প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা শাইখ সোলাইমান ইবনু হারব এর মজলিসে হাদীস শ্রবণ করার জন্য যেতাম। তথায় সকল শিক্ষার্থীই হাদীস লিখে রাখতেন শুধু ইমাম বুখারী ছাড়া। অন্যরা এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে আমি জবাব দিই তাঁর স্মৃতি এতই শক্তিশালী যে- তাঁর লিখে রাখার প্রয়োজন হয় না। মুহাম্মদ ইবনু হাতেম বলেন- শাইখ ফরইয়াবীর দরবারে ইমাম বুখারীসহ আমরা অনেক শিক্ষার্থী হাদীস শ্রবণ করছিলাম। শাইখ একটি হাদীসের সনদ বর্ণনা করার পর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শিষ্যদের বলেন আবু ওরওয়া, আবুল খাত্তাব ও আবু হামযার আসল নাম কি? তখন একমাত্র ইমাম বুখারী ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেনি। ইমাম বুখারী জবাব দেন- আবু ওরওয়ার নাম আমর ইবনু রাশেদ, আবুল খাত্তাবের নাম কাতাদা ইবনু দা'আমা এবং আবু হামযার নাম আনাস ইবনু মালিক।[১]

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান

অল্পবয়স থেকেই তিনি গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর সমগ্র জীবন সাধনা নিয়োজিত ছিল হাদীস শিক্ষাদান ও গ্রন্থ রচনায়। হাদীসগ্রন্থ সহীহ বুখারী শরীফের জন্যই তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিত, কিন্তু তাছাড়াও তাঁর আরও বহু গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো হলো:

১. قضايا الصحابة والتابعين

তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে এটি রচনা করেন। এটি তাঁর জীবনের প্রথম গ্রন্থ।

২. الأدب المفرد

এটি ইমাম বুখারীর সংকলিত একটি মূল্যবান হাদীস গ্রন্থ। এতে ৬৪৪টি শিরোনামের অধীনে ১৩২২টি হাদীস রয়েছে। নৈতিকতা ও শিষ্টাচার শিক্ষার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংকলন। এটির ১ম খণ্ড ১৯৮৪ সালে এবং ২য় খণ্ড ১৯৯৪ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

---

১. মুহাম্মদ হানিফ গংগুহী, যফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন, (করাচীঃ দারুল ইশআত, ১৩৮৯ হি.), পৃষ্ঠা- ১০৮-১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩. التاريخ الكبير

ইমাম বুখারী এ গ্রন্থটি মদীনায় মসজিদে নববীতে রওজা মুবারকের পাশে চাঁদের আলোতে রচনা করেন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াহ (র.) এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করে এটিকে যাদু নামে আখ্যায়িত করেন।

৪. خلق افعال العباد

খলকে কুরআন বিষয়ে ইমাম যুহলীর সাথে ইমাম বুখারীরর যে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয় এ গ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে এবং এতে খলকে কুরআনে মাসআলার সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে।

৫. كتاب العلل

এটি হাদীসের সূক্ষ্ম দোষত্রুটি নির্ধারণ সম্পর্কিত গ্রন্থ।

৬. كتاب الضعفأ الصغير

এতে কিছু সংখ্যক দুর্বল রাবী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. اسماء الصحابة

এতে রাসূলের (না.) কতিপয় সাহাবার জীবন ও কর্ম স্থান পেয়েছে।

৮. كتاب الوحدان

এতে ঐসব সাহাবা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যাদের নিকট থেকে মাত্র একটি বর্ণিত হয়েছে।

৯. بر الوالدين

এ গ্রন্থে মাতাপিতার প্রতি সন্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১০. كتاب الكنى

মুহাদ্দিসের প্রকৃত নাম, উপনাম, উপাধি এবং তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে এ গ্রন্থটি রচিত।

১১. قرأة الفاتحة خلف الامام

ইমামের পিছনে মুকতাদীদের সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কিত যে সকল হাদীস রয়েছে তা এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

১২. جزأ رفع اليدين

নামাজে তাকবীর বলার সময় হাত উঠানো সম্পর্কে মহানবীর (সা.) যে সব হাদীস রয়েছে এখানে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

১৩. بدأ المخلوقات

মানব জাতির সৃষ্টি সম্পর্কিত হাদীসুলো এতে স্থান পেয়েছে।

১৪. التاريخ الاوسط

১৫. التاريخ الصغير

১৬. كتاب الاشربة

১৭. كتاب الهبة

১৮. الجامع الكبير

১৯. الجامع الصغير

২০. كتاب المبسوط

২১. المسند الكبير

২২. كتاب الرقاق

২৩. التفسير الكبير

Dhaka University Institutional Repository

২৪. الجامع الصحيح [১]

আল জামি আল-সহীহ

ইমাম বুখারী রচিত অন্য সকল গ্রন্থ থেকে এ গ্রন্থ স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত। গ্রন্থটির পুরো নাম-

الجامع الصحيح المسند من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه

এ নাম বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায় এটি প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থের জন্য এর চেয়ে অধিক যুক্তিযুক্ত, অর্থপূর্ণ ও সুন্দর নাম আর হতে পারে না । কারো কারো মতে এ গ্রন্থের নাম-

الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه

তবে প্রথমোক্ত নামই সর্বাধিক প্রচলিত। ইমাম বুখারীর নামানুসারে জনসমাজে এটি বুখারী শরীফ নামে পরিচিত। সিহাহ্ সিত্তা সংকলনরে কাল বিচারে প্রথম ও বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতম হল এ হাদীসগ্রন্থ।

রচনাকাল

ঠিক কোন সময় থেকে ইমাম বুখারী এ গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন তার সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে হাদীস সংকলন প্রস্তুত করার পর গ্রন্থটি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ শাইখ ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (র.), ইমাম আলী ইবনু আল-মাদায়েন (র.) ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ীন এর নিকট পেশ করেন। যেহেতু ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ীন ২৩৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন আর ইমাম বুখারী এ গ্রন্থটি রচনাকর্ম সম্পন্ন করতে প্রায় ১৬ বছর অতিক্রান্ত হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে তিনি এ সংকলনের কাজ শুরু করেন ২১৭ হিজরীতে যখন তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছর।[২]

---

১. ড. তকী উদ্দীন নদভী আল-মুযাহিরী, পৃষ্ঠা- ৪৩- ৪৪।

২. ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান, (মিসরঃ মাতবাআ আল আমীরয়্যা, ১২৮৩ হি.), ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

সংকলনের কারণ

বুখারী শরীফের পূর্বের হাদীস গ্রন্থসমূহে মুসনদ ও মুসন্নাফসহ অনেক হাদীস সংকলন করা হয়। কিন্তু সেগুলোতে এককভাবে সহীহ হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়নি। বরং সহীহ ও যয়ীফ সহ সবধরণের হাদীস সংমিশ্রিত ছিল। ইমাম বুখারী পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি নিখূত গবেষণালব্ধ সহীহ হাদীস গ্রন্থ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। একদা তাঁর উস্তাদ ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াহ (র.) তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেন [১] :

لو جمعتم كتابا مختصر السنن النبي صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ যদি তোমরা সংক্ষিপ্তাকারে নবী করিমের (সা.) হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলন করতে। ইমাম বুখারী উস্তাদের এ কথা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন-[২]

فوقع ذلك في قلبي واخذت في جمع هذا الكتاب

অর্থাৎ সেটি (উস্তাদের কথা) আমার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া আরও একটি বিষয় জড়িত ছিল বলে ইতিহাস সূত্রে জানা যায়। এক রাতে ইমাম বুখারী সপ্নে দেখেন- রাসূল (সা.) আগমন করেছেন এবং তিনি পাখা দিয়ে বাতাস করে তার শরীর মুবারক থেকে মাছি তাড়িয়ে দিচ্ছেন। এ স্বপ্নের তাবীর করতে গিয়ে ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াহ (র.) বলেন- আপনি মহানবীর (সা.) হাদীস থেকে মিথ্যাগুলো দূরীভূত করবেন।[৩] এরপর ইমাম বুখারী সহীহ হাদীসের একটি নির্ভুল সংকলন প্রস্তুত করার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে এ কাজে আত্মোৎসর্গ করেন।

সংকলন পদ্ধতি

মূল সংকলনে হাদীস লিপিদ্ধ করার ব্যাপারে ইমাম বুখারীর নীতিমালা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তিনি গভীর অনুসন্ধান ও যাচাই বাছাই করার পর একটি হাদীসে মতন সনদ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়ে গোসল করে দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায়

---

১. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নু'মানী, ইমাম ইবন-এ-মাজা অওর ইলম-এ-হাদীস, (করাচীঃ আসহহুল মাতাবি' ওয়া কারখানা-এ-তিজারাত-এ-কুতুব, তা.বি.), পৃষ্ঠা- ২১১।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২১২।

৩. মুহাম্মদ যাকারিয়া, তাকরীর-ই-বুখারী শরীফ, (করাচীঃ দারুল এশা'আত, ১৯৮৮), পৃষ্ঠা- ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

করে এস্তেখারা করতেন। অতঃপর সেই হাদীসটির বিশুদ্ধতার উপর পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে তা লিপিবদ্ধ করতেন।

হাদীসের সংখ্যা

হাফিয ইবনু সালাহ এর গবেষণা মতে পূনরুল্লেখসহ বুখারী শরীফে মোট ৭২৭৫টি হাদীস রয়েছে। পূনরুল্লেখ বাদ দিয়ে এর হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০০।[১]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানীর মতে এর হাদীস সংখ্যা ৭৩৯৭। গ্রন্থটি ১৬০টি অধ্যায় ও ৩৪৫০টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

সহীহ আল-বুখারীর বৈশিষ্ট্য

এক: এ গ্রন্থে প্রতিটি পরিচ্ছেদে রয়েছে পরিচ্ছেদ শিরোনাম। আর সেই শিরোনামের বক্তব্য অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের আয়াত সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে পাঠক একই স্থানে হাদীসের সাথে কুরআনের বাণী মিলিয়ে দেখার সুযোগ পান।

দুই: ইমাম বুখারী কোন কারণে হাদীস লিখা স্থগিত রাখলে পুনরায় তা শরু করার সময় بسم الله الرحمن الرحيم লিখে শুরু করতেন। এজন্য হাদীস গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

তিন: তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে খুবই কঠোর শর্তাবলী আরোপ করেন। এজন্য কোন রাবী তাঁর শর্তমালায় উত্তীর্ণ না হলে তাঁর হাদীস তিনি قال فلان বলে রিওয়াত করেন। তাই বুখারী শরীফে কোথাও قال فلان আবার কোথাও حدثنا রয়েছে।

১. শামসুদ্দীন যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, (বৈরুতঃ দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরবী, ১৯৫৬), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

চারঃ যখন হাদীসে কোন দূর্বোধ্য শব্দ এসে যায় যার উপমা আল-কুরআনে রয়েছে তখন ঐ দূর্বোধ্য শব্দের অর্থ উন্মোচনের জন্য তিনি তথায় আল কুরআনের শব্দ ও মুফাসসিরদের উদ্ধৃতি পেশ করেন ।

পাঁচঃ বুখারী শরীফে ثلاثية বা তিন মাধ্যম বিশিষ্ট হাদীস অন্যসব হাদীসগ্রন্থ থেকে অনেক বেশী ।

ছয়ঃ হাদীসের বক্তব্য যাতে পাঠক সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন এদিকে লক্ষ্য রেখে ইমাম বুখারী হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক ঘটনা বিশেষত যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ।

সাতঃ ইতিহাস শাস্ত্রেও ইমাম বুখারীর অগাধ জ্ঞান ছিল । তিনি গ্রন্থের পর্বসমূহ শুরু করার সময় এর অবতরণকাল ও ইসলামী শরীয়তের বিধান হওয়ার সময়কাল ইঙ্গিত করেছেন ।

আটঃ ইমাম বুখারী এ গ্রন্থ রচনা ও হাদীস বিন্যাসে খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । তিনি এতে সচেতনভাবে মহানবীর (সা.) যুগের ভাষা ও শব্দালংকার প্রয়োগ করেছেন ।

নয়ঃ গ্রন্থটির সূচনা, ধারাবাহিকতা ও সমাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম বুখারীর সূক্ষ্ম চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন গ্রন্থটি শুরু হয়েছে নিয়ত বিষয়ক হাদীস দিয়ে । কেননা নিয়ত সকল কাজের মূল । আবার সমাপ্ত করা হয়েছে তাওহীদ বিষয়ক হাদীস দিয়ে । কেননা তাওহীদই হচ্ছে আখিরাতে মুক্তির অন্যতম মাপকাঠি ।[১]

গ্রহণযোগ্যতা

ইমাম বুখারীই প্রথম ব্যক্তি যিনি সুদীর্ঘকাল গবেষণা করে সহীহ হাদীসের এক প্রামাণ্য সংকলন প্রস্তুত করেন । এ কাজ ছিল খুবই কঠিন । তিনি এ গ্রন্থ তৈরীর পর ইমাম আহমদ

১. জিয়াউদ্দিন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২১৪, ২১৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনু হাম্বল (র.), ইমাম আলী ইবনু আল-মাদায়েন (র.) ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ীন প্রমূখ তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট পেশ করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১]

হাফিয ইবনু সালাহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন [২]-

كتابهما اصح الكتاب بعد كتاب الله العزيز ثم ان كتاب البخاري اصح الكتاب صحيحا واكثرها فائد.

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের পর এ দুটিই গ্রন্থই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। উপরন্তু গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে সহীহ ও অত্যাধিক কল্যাণকর বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হওয়ার নিরিখে তুলনামূলকভাবে বুখারী শরীফ অধিক মর্যাদার অধিকারী।

গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে হাদীস শিক্ষক আবু যায়েদ মারুযীর একটি বর্ণনা নিম্নরূপ: তিনি বলেন- আমি হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যখানে ঘুমাচ্ছিলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম, নবী করীম (সা.) এসে আমাকে বলছেন- ওহে আবু যায়েদ ইমাম শাফিয়ীর কিতাব আর কতদিন পড়বে? আমার গ্রন্থটি পড়ছনা কেন? আমি জানতে চাইলাম আপনার গ্রন্থ কোনটি? তিনি বললেন- মুহামম্মদ ইবনু ইসমাঈলের আল-জামি' আল-সাহীহ।[৩]

ইসলামের গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ হল সহীহ আল-বুখারী। এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়[৪] -

اصح الكتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হল সহীহ আল বুখারী।

---

১. বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, (বৈরুতঃ দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরবী, তা.বি.), পৃষ্ঠা- ৫।

২. মুফতি আমিমুল এহসান, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, শরীফ মুহাম্মদ ইউসুফ অনূদিত, (ঢাকাঃ কুতুবখানা-এ-রাশীদিয়া, ১৪১১ হি.), পৃষ্ঠা- ৪৯।

৩. মুহাম্মদ হানিফ গংগুহী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১১১।

৪. মুহাম্মদ করম শাহ, আল-আযহারী, সুন্নাত-ই-খায়রুন আনাম, (লাহোরঃ জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, ১৩৭৩ হি.), পৃষ্ঠা- ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু

ইমাম বুখারী ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল সোমরা রাতে এশার নামায শেষে মৃত্যুবরণ করেন। ইদুল ফিতরের দিন জোহরের নামাযের পর খরতংগ গ্রামেই তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।[১]

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৩- ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মুসলিম (র.)

প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম মুসলিম (র.)। তিনি ইমাম বুখারীর একজন অন্যতম ছাত্র, তবে স্ববৈশিষ্টে সমুজ্জ্বল। তিনি ইমাম বুখারীর সংকলনরীতি অনুসরণ না করে স্বতন্ত্র স্টাইলে সহীহ হাদীসের এক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রস্তুতকল্পে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। আসমাউর রিজাল বিষয়ে তাঁর দক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি, সর্বোপরী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিই হলো সহীহ মুসলিম।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম মুসলিম, উপনাম আবুল হোসানি, উপাধি আসকিরুদ্দীন, পুরো বংশ তালিকা হলো- মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ ইবনি মুসলিম ইবনি ওয়ারদ ইবনি কুশাদ। বংশগত দিক দিয়ে তিনি বনু কুরাইশের সাথে সম্পৃক্ত।

তাঁর জন্মস্থান প্রাচীন খোরাসানের প্রসিদ্ধ নগর নিশাপুরে। খোরাসান পরবর্তীকালে ইরান, আফগানিস্তান ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এ শহরটি একাধারে হাদীস-তাফসীরশাস্ত্রবিদ ও কবি সাহিত্যিক পরিবেষ্টিত ছিল। বিশেষত এ শহরটি হাদীস চর্চার জন্য ছিল প্রসিদ্ধ। ইমাম মুসলিমের জন্ম সন নিয়ে কিছু মত পার্থক্য বিদ্যমান। ইবনু খাল্লিকানের মতে তাঁর জন্মসন ২০৬ হিজরী। ইবনুল আসিরও তাঁর জামি' আল-উসুল গ্রন্থে ইমাম মুসলিমের জন্মসন ২০৬ হিজরী বলে উল্লেখ করেন।[১] কিন্তু ইতিহাস সূত্রে জানা যায় ইমাম শাফিয়ী (র.) যেদিন ইন্তেকাল করেন সেদিনই ইমাম মুসলিমের জন্ম হয়। আর ইমাম শাফিয়ী (র.) ২০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[২] সুতরাং এটি প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মুসলিম ২০৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

---

১. শাইখ আব্দুল আযীয দেহলভী, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন (করাচীঃ আদব মনজিল, ১৯৮৪), পৃষ্ঠা- ১৬৬।

২. মুহাম্মদ আবু যাহরা, তারিখ আল-মাযাহিব আল-ইসলামিয়া, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর আল-আরাবী, ১৯৮৯), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন

নিজ পিতামাতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে বালক মুসলিম বার বছর বয়সে হাদীস শিক্ষার মজলিসে যোগদান করেন। তৎকালে নিশাপুরে হাদীস শিক্ষার আসরে অল্প বয়স্ক বালকদের অংশগ্রহণ করার রেওয়াজ ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর পিতার সিদ্ধান্ত ছিল যে, বালক মুসলিমের ধীশক্তি বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত হাদীস হাদীস শিক্ষার মজলিসে যোগ দেয়া ঠিক হবে না। এজন্য যেখানে নিশাপুরের অন্যান্য বালক ৯ বছরে হাদীস শিক্ষার আসরে অংশগ্রহণ করত, সেখানে তিনি যোগদান করেন ১২ বছর বয়সে। আল্লামা যাহাবীর মতে, ইমাম মুসলিম ২১৮ হিজরীতে হাদীস শ্রবণ শুরু করেন। অর্থাৎ তাঁর বয়স তখন চৌদ্দ। শুরুতে তিনি নিশাপুরের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহইয়া যুহলীর মজলিসে যোগদান করেন। স্বীয় প্রখর মেধা, অনন্য স্মৃতি শক্তি ও হাদীস শিক্ষায় গভীর আগ্রহের কারণে তিনি অল্প সময়েই ইমাম যুহলীর অন্যতম স্নেহভাজন ছাত্রে পরিণত হন। ইমাম মুসলিম মহানবীর (সা.) হাদীস ইমাম যুহলীর নিকট শ্রবণ করতেন ও লিখে রাখতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সহপাঠী ছাত্রদের সাথে তা পুনরালোচনা করতেন।[১]

শিক্ষাসফর

ব্যাপকভাবে হাদীস সংগ্রহ তথা আসমাউর রিজাল ও হাদীস শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ইমাম মুসলিম বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেন। এজন্য তিনি মক্কা, মদীনা, ইরাক, সিরিয়া ও মিসরে বহুবার গমন করেন। তাঁর শিক্ষাসফরের মধ্যে বাগদাদ ভ্রমণই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কেননা তিনি এখানে একাধিকবার গমন করেন এবং দীর্ঘকাল অবস্থান করে এখানকার খ্যাতনামা শাইখদের নিকট হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করেন।

---

১. ড. মুহাম্মদ মুজীবর রহমান, ইমাম মুসলিম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম মুসলিমের শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় নিশাপুরে। এখানে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (র.), ইমাম হাফিয ইবনু ইয়াহইয়া যুহলী (র.) ও ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (র.) নিশাপুরীরর নিকট হাদীস শিক্ষালাভ করেন। বাগদাদ ও ইরাকের অন্যান্য শহরে তাঁর উস্তাদদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (র.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনু মাহরান (র.), ইমাম আবু গসসান (র.) ও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম কা'নবী (র.)। এছাড়াও হিজাজের ইমাম সায়ীদ ইবনু মনসুর (র.) ও ইমাম আবু মুসআব (র.), মিসরের ইমাম আমর ইবনু সওয়াদ (র.), হারমালা ইবনি ইয়াহইয়া (র.)।[১] এছাড়া যখন ইমাম বুখারী নিশাপুরে আগমন করেন তিনি তাঁর নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন।

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম মুসলিমের সান্নিধ্যে এসে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রতিনিয়ত বহু ছাত্র ভীড় জমাত। যে সকল ছাত্র তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ইমাম তিরমিযী (র.), ইমাম আবু হাতিম রাযী (র.), ইমাম আবু বকর ইবনু খুযাইমা (র.), আবু আওয়ানা (র.), ইয়াহইয়া ইবনু সায়েদা মূসা ইবনি হারুন (র.), আহমদ ইবনু সালমা (র.), মুহাম্মদ ইবনু মুখাল্লাদ (র.), আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতেম (র.), আবু হামেদ ইবনু আল-শরকী, আবু হামেদ আহমদ ইবনু হামাদান ইবরাহীম ইবনি মুহাম্মদ ইবনি সুফিয়ান এবং মক্কী ইবনু আবদানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২]

---

১. ড. সুবহী আল-সালেহ, উলুম আল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, (বৈরুতঃ দারুল ইলম, ১৯৮৪), পৃষ্ঠা- ৩৯৮।

২. মুহাম্মদ তাহের রহীমী, উমদাতুল মুফহিম ফী হাল্লে মুকাদ্দামায়ে মুসলিশ, (ঢাকাঃ কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, ১৯৭৯), পৃষ্ঠা- ১০।

Dhaka University Institutional Repository

মাযহাব

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরর মতে ইমাম মুসলিম কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা স্পষ্টভাবে বলা কঠিন। তিনি বলেন-

فلا اعلم مذهبه بالتحقيق

অর্থাৎ তাঁর মাযহাব সম্পর্কে আমার সঠিক জানা নেই। মওলানা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের মতে ইমাম মুসলিম শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শাইখ আবদুল লতীফ সিন্দী বলেন- সাধারণত এটা ধারণা করা হয় যে- ইমাম মুসলিম শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ। অবশ্য বহু মাসআলার ক্ষেত্রে তিনি ইমাম শাফেয়ীর মতামত গ্রহণ করেন।

তবে মাওলানা রশীদ বলেন- ইমাম মুসলিম ছিলেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী। কাশফ আল-যুনুন গ্রন্থাকার হাজী খলীফা ইমাম মুসলিমের সাথে শাফিয়ী শব্দ জুড়ে দেন। তিনি বলেন الجامع الصحيح لامام مسلم الشافعي। ফিকহ শাস্ত্রের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে ইমাম মুসলিমের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ইমাম শাফিয়ীর অনুরূপ। ইমাম মুসলিম ছিলেন ইমাম বুখারীর একজন ভক্ত শিষ্য। ইমাম যুহলীর সাথে ইমাম বুখারীর যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, সে সময় তিনি প্রকাশ্যভাবে ইমাম বুখারীর সমর্থন করে তাঁর উস্তাদ যুহলীর মজলিস ত্যাগ করেন। ইমাম বুখারী ছিলেন একজন খ্যাতনামা মুজতাহিদ তবে তিনিও কোন কোন সময় ইমাম শাফিয়ীর মতামত অনুসরণ করেছেন। অনুরূপ ইমাম মুসলিমও ছিলেন মুজতাহিদ পর্যায়ের। সুতরাং তিনি অন্ধভাবে নির্দিষ্ট কোন মাযহাব অনুসরণ করেছেন একথা বলা যাবে না।[১]

---

১. তকী উদ্দীন নদভী, মুহাদ্দেসীন-ই-এযাম অওর উনকি ইলমী কারনামে, (করাচী : মজলিস-ই-নসরিয়াত-ই-ইসলাম, ১৯৬৬), পৃষ্ঠা- ৬১।

মৃত্যু

ইমাম মুসলিম (র.) ২৬১ হিজরীর ২৫শে রজব রবিবার সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেন। পরদিন সোমবার তাঁর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং নিশাপুরের বাইরে নাসিরাবাদে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইমাম মুসলিম হাদীস বিষয়ক বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী নিম্নরূপ:

১. كتاب الجامع الصحيح
২. المسند الكبير على الترتيب اسماء الرجال
৩. كتاب الاسماء والكنى
৪. كتاب العلل
৫. كتاب التمييز
৬. كتاب الوحدان
৭. كتاب الاقران
৮. كتاب الحديث عمرو ابن شعيب
৯. كتاب الانتفاع باهب السباع
১০. كتاب مشائخ مالك
১১. كتاب مشائخ الثوري
১২. كتاب مشائخ شعبة
১৩. كتاب اوهام المحدثين
১৪. كتاب المخضرمين
১৫. كتاب اولاد الصحابة
১৬. كتاب طبقات التابعين
১৭. كتاب افراد الشاميين

Dhaka University Institutional Repository

১৮. كتاب رواة الاعتبار

১৯. كتاب السوالات لاحمد

২০. كتاب ما ليس له الا راو واحد [১]

সহীহ আল মুসলিম

ইমাম মুসলিমের লিখিত ও সম্পাদিত সকল গ্রন্থের মধ্যে হাদীস সংকলন সহীহ আল-মুসলিম সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এ সংকলনে সর্বমোট ৭২৭৫টি হাদীস অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পুনরুল্লেখ বাদ দিয়ে এ গ্রন্থের হাদীস সংখ্যা ৪০০০।[২]

নামকরণ

ইমাম মুসলিমের হাদীস সংকলনকে জামি' বলা যাবে কিনা এ প্রসঙ্গে শাহ আবদুল আজীজের অভিমত হলে- যে হাদীস গ্রন্থে আটটি বিষয়ের অধীনে হাদীস থাকে তাকে জামি' বলা হয়। এ আটটি বিষয় হলো, ১. সিয়র (মহানবীর (সা.) জীবন চরিত), ২. আদাব, ৩. তাফসীর, ৪. আকাঈদ, ৫. ফিতন (আল্লাহর পক্ষে থেকে নিপতিত বিপদসমূহ), ৬. আহকাম, ৭. আশরাত (কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ), ৮. মনাকিব (সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ও জীবনচরিত)। এ আটটি বিষয়ের মধ্যে সহীহ আল-মুসলিমে তাফসীর বিষয়ক হাদীস খুবই কম থাকায় ওলামায়ে মুকাদ্দিমীনগণ এ গ্রন্থটিকে আল-জামি' বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তবে ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনগণ এর মতে সংখ্যায় কম হলেও যেহেতু তাফসীর বিষয়ক হাদীস বিদ্যমান সেহেতু এটিকে আল-জামি' বলে অভিহিত করা যায়।[৩]

---

১. সৈয়দ সিদ্দীক হাসান আল-কনুহী, আল হিত্তা ফী যিকর আল-সিহাহ আস-সিত্তা, (বৈরুতঃ ১৯৮৫), পৃষ্ঠা- ২৪৮।

২. আবদুল আযীয আল খওলী, মিফতাহুস সুন্নাহ, (মিসরঃ মাতবাআ আল আরাবিয়্যা, ১৯২৮), পৃষ্ঠা- ৪৭।

৩. নোমান আহমদ, ফয়জ আল-মুলহিম ফী শরহি মুকাদ্দামা মুসলিম, (ঢাকাঃ শিবলী প্রকাশনী, ১৪১৪ হি.), পৃষ্ঠা- ২৪-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সংকলনের উদ্দেশ্য

ইমাম মুসলিম তাঁর হাদীসগ্রন্থ প্রস্তুত করার পূর্বে ইমাম বুখারীর প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইমাম মুসলিম উপলব্ধি করেন যে, ইমাম বুখারী তাঁর হাদীসগ্রন্থে সহীহ হাদীসের মূলপাঠ লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে একই সাতে তিনি হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট সীরাত, সমসাময়িক ঘটনাবলী, ফিকহ ও তাফসীর বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন এবং কোন কোন স্থানে সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতামতও বিবৃত করেছেন। এছাড়া কোন কোন জায়গায় স্বীয় ইজতিহাদ তুলে ধরেছেন। যদ্দরুন মহানবীর (সা.) হাদীসের বিশেষত্ব কিছুটা ক্ষুণ্ন হয় এবং হাদীসগুলো টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে।[১] তাই ইমাম মুসলিম কেবল সহীহ হাদীস ধারাবাহিকভাবে লিখে একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ প্রস্তুত করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

তাঁর চিন্তাধারা ছিল তিনি এমন একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করবেন যাতে শুধু সনদসহ হাদীসের মূলপাঠ সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে। এজন্য তিনি অধ্যায় ও শিরোনাম লিপিববদ্ধ করেননি। বর্তমানে সহীহ মুসলিম গ্রন্থে যে অধ্যায় ও শিরোনাম রয়েছে তা সংযোজন করেছেন এ গ্রন্থের অন্যতম ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী।

সংকলন পদ্ধতি

ইমাম মুসলিম তাঁর সংগৃহীত সমস্ত হাদীস একত্রিত করার পর এগুলিকে গুরুত্বানুসারে নিম্নোক্ত তিনভাগে বিভক্ত করেন।

এক: সন্দেহাতীত নির্ভরযোগ্য হাফেয-ই হাদীস হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

দুই: মধ্যম স্তরের নির্ভরযোগ্য হাফেয-ই হাদীস হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

তিন: দূর্বলতা দৃশ্যমান এমন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ।

---

১. ড. এ. কিউ.এম. শামসুল আলম ও আ.ক.ম. আব্দুল কাদের, হাদীস সংকলনের ইতিকথা, (চট্টগ্রাম: নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, ১৯৯৩), পৃষ্ঠা- ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সকল হাদীস তাঁর সংকলনে স্থান দেন। তৃতীয় প্রকারের হাদীস থেকে যাচাই বাছাই করে যেটি প্রয়োজন মনে করেছেন সেটি তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১] ইমাম মুসলিম হাদীস সংকলনে তাঁর নীতিমালা সম্পর্কে বলেন- যে হাদীস আমার নিকট সহীহ বলে বিবেচিত আমি সে হাদীসই আমার সংকলনে স্থান দিয়েছি এমন নয়, বরং যে হাদীসের উপর ইমামগণের ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়েছে আমি সে হাদীসই আমার সংকলনে স্থান দিয়েছি।[২]

এ নীতিমালা সামনে রেখে দীর্ঘ পনর বছরব্যাপী কাজ করার পর ইমাম মুসলিম তাঁর সর্বজন স্বীকৃত সহীহ হাদীস সংকলন সহীহ মুসলিম প্রণয়ন করেন।

সহীহ আল-মুসলিম এর বৈশিষ্ট্য

সহীহ বুখারী প্রণীত হওয়ার অল্প কিছুকাল পরে সহীহ আল-মুসলিম প্রণীত হয়। এ হাদীস গ্রন্থটিও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যেমন:

এক: মুসলিম শরীফে হাদীস সমূহ এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে- এ গ্রন্থ অধ্যয়নে কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি হয় না বরং অধ্যয়ন অধিকতর সহজ।

দুই: এ গ্রন্থ থেকে বিষয় ভিত্তিক হাদীস অনুসন্ধানের বেলায়ও কোনরূপ জটিতায় পড়তে হয় না।

তিন: ইমাম মুসলিম একই বিষয়ের বিভিন্ন হাদীসকে এক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সনদ ও বাক্যে উপস্থাপন করেছেন।

চার: এ সংকলনে حدثنا ও اخبرنا এর মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করা হয়েছে।

---

১. হাকীম সৈয়দ আহমাদুল্লাহ নদভী, তারিখ-ই-হাদীস ওয়া মুহাদ্দিসুন, (করাচী: আনজুমান-ই-এশাআত কুরআন-ই-আযীম, ১৯৭৪), পৃষ্ঠা- ৬৫।

২. সহীহ মুসলিম শরীফ, মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা অনূদিত (ঢাকা : মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৩), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ: ইমাম মুসলিম সনদের যে স্থানে প্রয়োজন মনে করেছেন তথায় يعني (অর্থাৎ) ও هو (তিনি হলেন) ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে রাবীর মূল পরিচয় তুলে ধরেছেন।

ছয়: এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম হাদীসের বিভিন্ন সূত্র ও সনদের تحويل স্পষ্ট করে সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

সাত: এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর ভূমিকা। এতে جرح , تعديل ও اصول حديث সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আট: এ সংকলনের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাস অত্যন্ত সুন্দর। এ কারণে পাঠক তার কাঙ্খিত হাদীস খুব সহজেই বের করে নিতে পারে।

নয়: এতে বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দগত মতভেদ গভীর নিরীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

দশ: ইমাম মুসলিম প্রতিটি হাদীসের মতন পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করেছেন। কোন মতনের সাথে সাহাবীদেরকে জুড়ে দেয়া হয়নি।[১]

---

১. ড. তকী উদ্দীন নদভী আল-মুযাহিরী, পৃষ্ঠা- ১৭৬- ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু দাউদ (র.)

খোরাসানের সিজিস্তান নিবাসী ইমাম আবু দাউদ (র.) হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রবিদ হিসেবে অনন্য খ্যাতির অধিকারী। তিনি ইমাম মুসলিম (র.) এর সমসাময়িক। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থের নাম সুনানু আবী দাউদ, যা আবু দাউদ নামে পরিচিত। এ গ্রন্থ সহীহ হাদীস ও ফিকহী মাসআলার যথার্থ সমাধানে সমৃদ্ধ। ইমাম আবু দাউদ ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত হাদীস অন্বেষণে ও ইমামগণের মতামত সংগ্রহে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের পর পরই সুনানু আবী দাউদের স্থান।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম সুলাইমান, উপনাম আবু দাউদ, পিতার নাম আশআস। পুরো বংশ তালিকা হল- আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু আশআস ইবনি ইসহাক ইবনি বশীর ইবনি শাদ্দাদ ইবনি আমর ইবনি ইমরান আল আযদী আল-সিজিস্তানী। তাঁর উর্ধতন পিতা ইমরান বনু আযদ গোত্রের বংশধর ছিলেন। তিনি হযরত আলী এর পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় সিফফীন প্রান্তরে শহীদ হন।[১]

ইমাম আবু দাউদের জন্মস্থান সিজিস্তান কোন দেশে অবস্থিত এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। শাহ আবদুল আযীয (র.) এর মতে সিজিস্তান হচ্ছে হারাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি শহরের নাম। কিন্তু ইবনু খল্লিকান মনে করেন সিজিস্তান বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ইয়াকূত হামাভী ও আল্লামা সামআনী এর মতে সিজিস্তান খুরাসানে অবস্থিত। এ স্থানটি সানজার নামেও পরিচিত।[২]

---

১. আবদুল করিম ইবনু মুহাম্মদ ইবনি মনসুর আল সাম'আনী, কিতাব আল আনসাব, (হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ আল উসমানিয়া, তা.বি.), পৃষ্ঠা- ২৯২।

২. আহমদ ইবনু আলী আল খাতীব, তারীখু বাগদাদ, (কায়রোঃ মাকতাবা-আল-খাঞ্জী, ১৯৩১), ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৫- ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন

ইমাম আবুদ দাউদ যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তখন চারিদিকে ইসলামী জ্ঞান চর্চার ব্যাপকতা ছিল অপরিসীম। এ সময় ছিল হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ। তাঁর শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক সময় অতিবাহিত হয় নিজ গ্রামে। তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি নিশাপুরের একটি মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনু আসলাম এর সাথে অধ্যয়ন করেন। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তিনি হাদীস শ্রবণ, হাদীসের সনদ সংক্রান্ত গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

শিক্ষাসফর

তিনি খুরাসানের বিভিন্ন মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করার পর অন্যান্য প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। তখনকার দিনে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে খ্যাতনামা উস্তাদদের সান্নিধ্যে অবস্থান করে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপক রেওয়াজ ছিল। ইমাম আবু দাউদ ২২৪ হিজরীতে কুফা সফর করে তথাকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর তিনি হাদীস সংগ্রহ ও এ বিষয়ে আরও অধিকতর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সিরিয়া, হিজায, মিসর, ইরাক, মার্ভ ও ইসফাহান সহ প্রভৃতি স্থানে গমন করেন।[১]

ইমাম আবু দাউদ হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সে সকল দেশে গমন করেছেন তন্মধ্যে বাগদাদ ভ্রমণ খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বাগদাদে কাটিয়েছেন এবং এখানেই তাঁর বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ কিতাব আল-সুনান প্রস্তুত করেন।

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম আবু দাউদ বহু হাদীসবিশারদের সান্নিধ্য অর্জন করেন। হাফিয ইবনু হাজার অনুমান করেন যে- তাঁর শিক্ষক সংখ্যা ৩০০ জন। তিনি ইমাম বুখারীর (র.) অনেক শাইখ থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ হলেন- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

১. ড. তকী উদ্দীন নদভী আল-মুযাহিরী, পৃষ্ঠা- ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

(র.), ইমাম আবুল ওয়ালীদ আত-তায়লিসী (র.), ইমাম আবু আমর আয-যারীর (র.), ইমাম মুসলিম ইবনু ইবরাহীম (র.), আল কা'নাবী (র.), ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ীন (র.), ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু রাজা (র.), ইমাম আহমদ ইবনু ইউনুস (র.), ইমাম আবু জাফর আন-নুফায়লী (র.), ইমাম সুলাইমান ইবনু হারব প্রমুখ।[১]

শিষ্যবৃন্দ

ইমাম বুখারীর (র.) পর ইমাম মুসলিম (র.) ও ইমাম আবু দাউদই ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ। ইমাম তিরমিযী (র.) ও ইমাম নাসাঈ (র.) এর মত বিখ্যাত হাদীস বিশারদও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অন্যান্য ছাত্রের মধ্যে আবু তৈয়ব আহমদ ইবনু ইবরাহীম আশনায়ী, আবু আলী মুহাম্মদ ইবনু আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি জিয়া আরবী, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনু আবদির রাজ্জাক ইবনি দাসসাহ, আবু উসামা মুহাম্মদ ইবনু আবদিল মালিক ইবনি ইয়াজিদ রুয়াস, আবু ঈসা ইসহাক ইবনু মুসা ইবনি সায়ীদ রামালী এর নাম উল্লেখযোগ্য।[২]

স্মৃতি ও অনুধাবন শক্তি

ইমাম আবু দাউদের স্মরণ শক্তি ও অনুধাবন ক্ষমতা দুটিই ছিল অত্যন্ত প্রখর। শাইখ মুহাম্মদ ইবনু শাইখ আবু হাতিম, শাইখ মুহাম্মদ ইবনু মুখলদ ও ইমাম নববী প্রত্যেকেই ইমাম আবু দাউদের স্মৃতিশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৩] স্মৃতিশক্তির পাশাপাশি তাঁর অনুধাবন শক্তিও ছিল বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। হাদীসের রাবীগণের নাম, উপনাম ও উপাধি চিতি করণ, সনদের বিশুদ্ধতা ও দূর্বলতা পরীক্ষণ, রাবীর নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ সম্পর্কে তাঁর অনুধাবন শক্তি যেমন নিখুঁত ছিল তেমনি তাঁর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল প্রশংসনীয়।

---

১. ইবনু হাজার আল আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১২৬-১২৮।

২. জিয়াউদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮৬-২৮৭।

৩. ইবুন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

ফিকহ ও ইজতিহাদ

একজন দক্ষ হাদীসশাস্ত্রবিদ হিসেবে যদিও আবু দাউদ প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন কিন্তু ফিকহ শাস্ত্রেও তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে তার ব্যাপক জ্ঞান ও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি তৎকালে একজন মুজতাহিদ পর্যায়ের আলিম হিসবে পরিচিতি লাভ করেন। ইমাম আবু হাতেম তাকে ফিকহশাস্ত্রে ইমাম হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি তাঁর হাদীস গ্রন্থে কেবল ইসলামী শরীয়তের আহকাম সম্পর্কিত হাদীসই লিপিবদ্ধ করেন। যা তাঁর ফিকহ শাস্ত্রে পারদর্শিতার পরিচায়ক।

মৃত্যু

ইমাম আবু দাউদ বসরায় গমন করার চার বছর পর ২৭৫ হিজরীর ১৬ই শাওয়াল শুক্রবার ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযা নামাযে ইমামতি করেন শাইখ আব্বাস ইবনু আব্দুল ওয়াহেদ।[১]

রচনাবলী

হাদীস, ফিকহ তথা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম আবু দাউদের উল্লেখযোগ্য রচনাকর্ম রয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ নিম্নরূপ:

১. مسند ملك بن انس
২. كتاب الرد على اهل القدرية
৩. كتاب فضائل الانصار
৪. كتاب فضائل القران
৫. كتاب التفسير
৬. كتاب نظم القران

১. জিয়াউদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

৭. كتاب الناسخ والمنسوخ

৮. كتاب المراسيل

৯. كتاب المصابيح

১০. كتاب المحاحف

১১. كتاب المسائل

১২. كتاب البعث النشور

১৩. ما تفرد به اهل الامصار

১৪. كتاب شرائط الفسير

১৫. كتاب شرائط القاري

১৬. دلائل النبوة

১৭. كتاب معرفة الاوقات

১৮. كتاب بدأ الوحي

১৯. كتاب السنن

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান

কিতাব আল-সুনান

ইমাম আবু দাউদ ছিলেন মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী হাদীস শাস্ত্রবিদ। তিনি এমন একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, যে গ্রন্থে ফিকহ শাস্ত্রের ইমামগণ কর্তৃক ইসলামী শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ স্বরূপ পেশকৃত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হবে। এ মর্মে তিনি ইমাম মালিক (র.), ইমাম শাফিয়ী (র.), ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র.) প্রমুখ ফকীহ কর্তৃক বিভিন্ন মাসআলার পক্ষে- বিপক্ষে পেশকৃত সকল হাদীস সংগ্রহ করেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস একত্রিত করেন। অতঃপর এ সকল হাদীসের

Dhaka University Institutional Repository

উপর নিখুঁত গবেষণা চালিয়ে ৪৮০০ হাদীস নির্বাচন করে তাঁর আল-সুনান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ।[১]

সুনানী আবী দাউদ এর বৈশিষ্ট্য

সিহাহ সিত্তার মধ্যে সুনানী আবী দাউদ অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল । এ গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. ইমাম আবু দাউদ একই সনদের অধীনে একাধিক শব্দ সংযোজিত সনদ এবং একটি হাদীসের মূল পাঠে কয়েক প্রকার মত একত্রে লিপিবদ্ধ করেন ।

২. যে স্থানে রাবীর নামের সাথে অতিরিক্ত পরিচিতিমূলক কথা বা প্রয়োজনের তুলনায় কম কথা কিংবা কোন রদবদল দেখা যেত এবং রাবীর কোন বিশেষণ উল্লেখ করার প্রয়োজন হত সে স্থানে তা মূল বর্ণনা থেকে পৃথক করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ।

৩. ফিকহ শাস্ত্রীয় মাসআলার কারণে কোন হাদীসের পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে তিনি পুনরুল্লেখ করেছেন । আবার দীর্ঘ হাদীস পুরোটা পুনরুল্লেখ না করে যতটুকু দরকার ততটুকু তুলে ধরা হয়েছে ।

৪. এ হাদীস গ্রন্থের কোন কোন অধ্যায়ে শুধু দুই বা তিনটি হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ।

৫. এ গ্রন্থে একই শিরোনামের অধীনে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা লিপিব্দ্ধ করা হয়েছে ।

৬. এতে ফিকহ বিষয় ও ফিকহ দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য বেশী ।

৭. ইমাম আবু দাউদ এ গ্রন্থের শিরোনাম এমনভাবে রচনা করেছেন যাতে পাঠক প্রথমে শিরোনাম পড়েই বুঝতে পারে যে হাদীসে বর্ণিত ফিকহী মাসআলার সমাধান কী হতে পারে । যেমন একটি শিরোনাম এরূপ:

باب المواضع التي نهى عن البول فيها

---

১. মুহাম্মদ গাংগুহী, ফলাহ ওয়া বাহবুদ কালা আবু দাউদ, পৃষ্ঠা- ২২ ।

অর্থাৎ এ অধ্যায় যে সকল স্থানে প্রশ্রাব করা নিষেধ সে সম্পর্কে।

৮. এতে ثلاثي হাদীস রয়েছে ১টি।

৯. এ গ্রন্থে এমন চারটি মূল্যবান অর্থবহ হাদীস অতি গুরুত্বের সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা মানুষের জন্য ইসলামের পথে চলার জন্য যথেষ্ঠ। এ চারটি হাদীস হল-

এক: انما الاعمال بالنيات

অর্থাৎ সকল কাজের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

দুই: من حسن الاسلام المرء تركه ما لايعنيه

অর্থাৎ মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হল-অপ্রয়োজনীয় কার্যাবলী ত্যাগ করা।

তিন: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করলে সে মুমিন হতে পারবে না।

চার: الحلال بين والحرام بين

অর্থাৎ হালালও সুস্পষ্ট হারামও সুস্পষ্ট।

১০. এ গ্রন্থের অধ্যায়ের অধীনে প্রথমে পূর্ণ সনদসহ হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর যেখানে প্রয়োজন সেখানে হাদীসের মতনের শেষে কিছু মন্তব্য জুড়ে দেয়া হয়েছে।

১১. পাঠক যেন সহজেই তার কাংখিত হাদীসটি খুঁজে পায় সেজন্য এ গ্রন্থে পরিচ্ছেদের আয়তন যথাসম্ভব ছোট রাখা হয়েছে।

১২. حدثنا ও عنعنة বিশিষ্ট দুটি সনদ একজন রাবীতে এসে একত্রিত হলে সেক্ষেত্রে এ গ্রন্থে প্রথমে حدثنا ও পরে عنعنة বিশিষ্ট সনদ উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম তিরমিযী (র.)

ইসলামী শিক্ষার বিকাশে খোরাসানবাসীদের অবদান খুবই ব্যাপক। হাদীস ও ফিকহ শিক্ষার বিকাশে যারা অম্লান অবদান রেখে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের অন্যতম ইমাম তিরমিযী (র.)। তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি উস্তাদ ইমাম বুখারী। তিরমিযী শরীফ নামে পরিচিত তাঁর সংকলন একটি উঁচু স্তরের হাদীসগ্রন্থ।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইমাম তিরমিযীর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু ঈসা, পিতার নাম ঈসা। তাঁর পুরো বংশ তালিকা হল- আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা ইবনি সাওরা ইবনি মূসা ইবনি দাহহাক আল-সুলাশী আল তিরমিযী আল-বূগী। আল্লামা সামআনী তাঁর বংশ তালিকায় বুগী এর স্থলে শাদ্দাদ লিখেছেন।[১] তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ হলেও তিনি লেখালেখির ক্ষেত্রে নিজের নাম হিসেবে আবু ঈসা লিখেছেন।[২] যেমন জামি' তিরমিযী শরীফে যেখানে নিজের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেছেন সেখানে তিনি 'আবু ঈসা' ব্যবহার করেছেন।

তাঁর জন্মস্থান তিরমিয এর উচ্চারণ নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যেমন তরময, তরমিয, তুরমুয ও তিরমিয। এগুলোর মধ্যে তিরমিযই বহুল প্রচলিত। এ শহরটি উত্তর ইরানের খোরাসানে অবস্থিত।

শিক্ষাজীবন

বালক তিরমিযীর শৈশব, কৈশর অতিবাহিত হয় নিজ গ্রামে। এখানে তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তবে তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষকদের নাম জানা যায় না। তখন ছিল মুহাদ্দিসদের হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ। ইতোমধ্যে আবির্ভাব ঘটেছে ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম মুসলিমের মত যুগান্তকারী মুহাদ্দিসদের।

---

১. কিতাব আল আনসাব, পৃষ্ঠা- ১০৬

২. ড. তকী উসমানী, দরস-ই-তিরমিযী, (করাচীঃ মকতবা দারুল উলুম, ১৯৮০), পৃষ্ঠা- ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাসফর

হাদীস সংগ্রহ ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের মানসে ইমাম তিরমিযী ব্যাপক সফর শুরু করেন। তাঁর সফর সম্পর্কে ইবনু হাজার আসকালানী বলেন [১]-

طاف البلاد وسمع خلقا من الخرسانيين والعرقيين والحجازيين.

অর্থাৎ তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং খোরাসান, ইরাক ও হিজাজের আলিমদের শিক্ষা মজলিসে হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম নাসায়ী তাঁর অন্যতম সহপাঠি ছিলেন। তিনি ইমাম তিরমিযীর সাথে বিভিন্ন শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন এবং পরস্পর হাদীস চর্চা করেন।[২] হাদীস শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল স্থান সফর করেন তন্মধ্যে কুফা, বসরা ও বাগদাদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম তিরমিযী সে সকল প্রসিদ্ধ শাইখদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন তাঁদের নাম স্থানভিত্তিক তুলে ধরা হলো:

কুফা- এখানে তিনি ইমাম আবুসসারী হান্নাদ ইবনু সারি তামীম (র.), ইমাম আবু কুরাইব মুহাম্মদ ইবনু আল-আলা (র.) ও আবু মুহাম্মদ ইসমাঈল ইবনু মুসা ফাযারীর প্রমুখ শাইখদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।

বসরা- এখানে তাঁর খ্যাতনামা উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনু বশশার আবদালী (র.) ও ইমাম আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনি মুআবিয়া (র.)।

---

১. ইবনু হাজার আল আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৮৮।

২. ড. মুহাম্মদ সিকান্দার আলী, আল-ইমাম নাসায়ী ওয়া খিদমাতুহু ফী ইলম আল হাদীস, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাগদাদ: এখানে তিনি আবু ইসহাক ইবনু আবদির রহমান (র.) ও ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ আবদিল মালিক (র.) এর নিকট হাদীস শিক্ষালাভ করেন।

মদীনা: এখানে যাদের নিকট শিক্ষালাভ করেন তন্মধ্যে ইমাম আবু মাসআব আহমদ ইবনু আবু বকর যাহরী (র.) এর নাম উল্লেখযোগ্য।

খোরাসান: এখানে তিনি ইমাম আবু রিজা কুতাইবা ইবনু সায়ীদ বলখী (র.) এর নিকট হাদীস শিক্ষালাভ করেন।

সমরখন্দ: এখানে তাঁর খ্যাতনামা উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন- আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান তামীমী, আবুল হাসান আলী ইবনু হাজার ইবনি আয়াস আসআদী মারুফী।[১]

শিষ্যবৃন্দ

ইমাম তিরমিযী ছিলেন ইমাম বুখারীর প্রতিভাবান ছাত্রদের অন্যতম। ইমাম বুখারীর ইন্তিকালের পর ২৩ বছর বেঁচে ছিলেন ইমাম তিরমিযী। এ সময় খোরাসান ও তুর্কিস্থান সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র তাঁর শিক্ষার মজলিসে আগমন করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে- আবু হামেদ আহমদ ইবনু আবদ মারুযী, হাইসাম ইবনু কুলাইব শাশী, আদব ইবনু মুহাম্মদ নফসী, আবুল আব্বাস আহমদ মুহাম্মদ ইবনু মাহবুব আল মারুযী, মুহাম্মদ ইবনু মাহবুব, দাউদ ইবনু নছর বযদুবী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২]

---

১. জিয়াউদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৬-৩১৯।

২. তকী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২২১।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান

১. শামায়িল আল তিরমিযী

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দৈনন্দিন জীবন যাত্রা, তাঁর শারীরিক কাঠামো, পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাব-পত্র, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ক অসংখ্য হাদীসের মধ্যে ইমাম তিরমিযী খুঁজে বিশ্লেষণপূর্বক একত্রিক করে যে হাদীসগ্রন্থ রচনা করেছেন, তা শামায়িল আল তিরমিযী নামে পরিচিত। ইমাম তিরমিযীই প্রথম যিনি এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থে ৫৬টি পরিচ্ছেদের অধীনে চার শতাধিক হাদীস রয়েছে।

২. জামি' আল তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী হাদীস শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করার পর নিজে একখানা নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলন প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যদিও ইতোপূর্বে সহীহ আল-বুখারী, সহীহ আল-মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ ও সুনানু ইবনি মাজার মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জনসমাজে সমাদৃত হয়েছিল। তথাপি কিছুটা ভিন্ন রীতিতে ইমাম তিরমিযী একখানা হাদীস সংকলন প্রস্তুতকরণে হাত দেন। ইমাম তিরমিযী আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ের হাদীস তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। একই সাথে এতে ফকীহগণের মাযহাব ও তাঁদের পেশকৃত যুক্তিপ্রমাণও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে সন্নিবেশিত হাদীস সংখ্যা ৩৯৫৬ টি।[১]

বৈশিষ্ট্য

১. এ গ্রন্থে হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর সেই হাদীসের মর্মার্থ সম্পর্কে সাহাবী ও ইমামদের মতামত ও তাঁদের মতবিরোধ তুলে ধরা হয়েছে।

২. কোন হাদীসের সনদ কিংবা মতনের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযীর কোনরূপ সন্দেহ হলে তা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

১. গোলাম রাসূল সায়ীদী, তাযকিরাতুর মুহাদ্দিসীন, (লাহোর: ফরিদ বুক স্টর, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা- ২৬৮।

৩. হাদীসের অনেক রাবী, যাদের মূল নামের চেয়ে কুনিয়াত বা কোন সম্পর্ক দ্বারা অধিক পরিচিত। সেক্ষেত্রে তিনি রাবীর নাম ও কুনিয়াত বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

৪. প্রত্যেকটি রাবীর অবস্থা অর্থাৎ ضعيف (দূর্বল), قوي (সবল) ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫. এতে রিওয়াতের পুনরাবৃত্তি খুবই কম। কোন হাদীস একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত থাকলে, একবার হাদীসটি উল্লেখ করে তারপর বলা হয়েছে, এ হাদীসটি অমুক অমুক রাবী থেকেও বর্ণিত আছে

৬. হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর সে হাদীসটি صحيح , حسن ও ضعيف ইত্যাদি কোন শ্রেণীর তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. কোন একটি হাদীস অন্য একটি হাদীসের বিপরীত হলে, ইমাম তিরমিযী তা নিরসনে স্বীয় ব্যাখ্যা প্রদান করে জটিলতা নিরসন করেছেন।

৮. কোন কোন দীর্ঘ হাদীসকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং হাদীসটি দীর্ঘতা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে- وفي الحديث قصة طويلة অর্থাৎ হাদীসটি অতি দীর্ঘ।[১]

১. ড. তকী উসমানী, দরস-ই-তিরমিযী, পৃষ্ঠা- ১৩০- ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম নাসায়ী (র.)

হাদীস শাস্ত্রে অনন্য প্রতিভার অধিকারী খোরাসানের নাসা নিবাসী ইমাম নাসায়ী। তিনি মিসরে অবস্থান করে হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। আসমাউর রিজাল বিষয়ে তাঁর পড়াশুনা ছিল যেমন গভীর তেমনি হাদীসের সূক্ষ্ম দোষ-গুণ বিশ্লেষণেও তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবু আবদির রহমান। পুরো বংশ তালিকা হল- আহমদ ইবনু শোয়াইব ইবনি আলী ইবনি বাহার ইবনি দীনার আল খোরাসানী আল-নাসায়ী।[১]

তাঁর জন্মসন সম্পর্কে শিষ্যদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলে প্রতি উত্তরে বলেন- সম্ভবত আমার জন্মসন ২১৫ হিজরী।[২] তাঁর জন্মস্থানের নাম নাসা। এটি খোরাসানের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম।

শিক্ষাজীবন

ইমাম নাসায়ী শৈশব ও কৈশরকালে নাসা শহরের আলিমদের নিকট পড়াশুনা করেন। তিনি আট বছর বয়সে কুরআন হিফয করেন। ইমাম নাসায়ী ইসলাম ও জ্ঞান চর্চার এক সুন্দর পরিবেশে বেড়ে উঠেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি উস্তাদদের তাত্ত্বিক আলোচনা গভীরভাবে আত্মস্থ করার চেষ্টা করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জটিল প্রশ্ন করতেন, এতে তাঁর উস্তাদগণ অল্প বয়স থেকেই তাঁর সম্পর্কে আলাদা ধারণা পোষণ করতে শুরু করেন।

---

১. শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনু আহমদ ইবনি উসমান আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, ১৪শ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১২৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাসফর

তাঁর বয়স পনর হতে না হতে তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে নাসা ত্যাগ করার মনস্থ করেন। তিনি প্রথমে বলখে গমন কনে। সেখানে প্রসিদ্ধ শাইখ কুতাইবা ইবনু সায়ীদ এর নিকট কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন।[১] অতঃপর সেখান থেকে নিশাপুর গমন করেন। সেখানে তিনি অনেক খ্যাতনামা শাইখের নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণের পর বসরা, মিসর, কুফা, বাগদাদ, সিরিয়া, হিজাজ, মার্ভ ইত্যাদি স্থানে গমন করেন।[২]

শিক্ষকবৃন্দ

বিভিন্ন শহরে তাঁর খ্যাতনামা শিক্ষকগণ হচ্ছেন-

নিশাপুরঃ ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (র.), ইমাম হোসাইন ইবনু মনসুর আস-সুল্লামী (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনু রাফি (র.)।

বসরাঃ ইমাম আব্বাস ইবনু আব্দুর আজীম আল আম্বরঅ (র.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র.), মুহাম্মদ ইবনুল বাশশার (র.)।

মিসরঃ শাইখ ইউনুস ইবনু আবদিল আ'লা আল মিসরী (র.)। ইমাম নাসায়ী এ শিক্ষকের নিকটই সর্বাধিককাল অবস্থান করেন। এছাড়াও ইমাম আহমদ ইবুন আবদির রহমান (র.), ইমাম ঈসা ইবনু হাম্মাদ (র.), ইমাম আবু তাহের ইবুন আসসরাহ (র.), ইমাম আব্দুর রহমান (র.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুফাঃ ইমাম আবু কুরাইব মুহাম্মদ ইবনু আলা (র.), ইমাম আলী ইবনু আল হাসান (র.) ও ইমাম ওবদা ইবনু আবদিল্লাহ কুফী (র.)।

---

১. ইমাম তাহাভীর জীবন ও কর্ম, পৃষ্ঠা- ৫৩।

২. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

বাগদাদঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক সাগানী (র.), ইমাম আব্বাস ইবনু মুহাম্মদ হাতিম ইবনি ওয়াকিফ আদ দওরী (র.), ইমাম আহমদ ইবনু মানী (র.) ও ইমাম মুজাহিদ ইবনু মুসা আল-খাওয়ারিজমী (র.) ।[১]

শিষ্যবৃন্দঃ

ইমাম নাসায়ীর যে সকল ছাত্রবৃন্দ পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে তাঁদের মধ্যে- মিসরের আবয়য ইবনু মুহাম্মদ ইবনি আসওয়াদ, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনু আল হাসান, আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনু হাশেম, মনসুর ইবনু ইসমাঈল, ইয়াকুব ইবনু আল মুবারক, আবু ঈসা আব্দুর রহমান ইবনু ইসমাইল ।[২]

মৃত্যুঃ

ইমাম নাসায়ী ৩০৩ হিজরীর ১৩ই সফর মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন ।[৩]

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইমাম নাসায়ীর সমগ্র জীবন সাধনা ছিল হাদীস ও ফিকহ চর্চা এবং গ্রন্থ প্রণয়নে নিবেদিত। তিনি হাদীসের বিভিন্ন দিক নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে সাথে ফিকহ ও তাফসীর বিষয়েও তাঁর গ্রন্থ রয়েছে। যেমনঃ

১. السنن الكبرى
২. السنن الصغرى
৩. كتاب عمل اليوم والليلة
৪. كتاب الخصائص في فضل علي ابن ابي طالب
৫. مسند علي ابن ابي طالب

---

১. ড. মুহাম্মদ সিকান্দর আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৬- ৭৭ ।

২. ড. মুহাম্মদ সিকান্দর আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৮-১৭২ ।

৩. ড. যুবায়ের সিদ্দীকী, হাদীস সাহিত্য, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১), পৃষ্ঠা- ১১২ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. كتاب الضعفا والمتروكين

৭. مسند حديث الزهرى

৮. مسند حديث سفيان ابن سعيد الثوي

৯. مسند حديث مالك بن انس

১০. الاغراب

১১. مسند حديث ابن جريج

১২. مسند حديث يحى بن سعيد القطان

১৩. مسند حديث فضيل بن عياض وداود الطائي ومفضل بن مهلهل الضبي

১৪. كتاب فضائل القران

১৫. كتاب التفسير

১৬. كتاب الجمعة

১৭. كتاب الكنى

১৮. كتاب الاخوة والاخوات

১৯. كتاب المناسك

২০. تسمية فقها الامصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من اهل المدينة

২১. مسند بن زادان

২২. غوائب الزهري

২৩. اسماء الرواة والتمييز بينهم

Dhaka University Institutional Repository

১. কিতাব আল খাসায়িস ফী ফযলি আলী ইবনু আবী তালিব

এ গ্রন্থে হযরত আলী ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ বর্ণিত বেশ কিছু হাদীস, যা তিনি ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। হযরত আলী ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ বর্ণিত হাদীসসমূহ একত্রিত করে গ্রন্থ প্রণয়নের নেপথ্য কারণ ছিল এই যে- ইমাম নাসায়ী যখন দামেশক গমন করেন তখন দেখতে পান যে দামেশকের বহু অধিবাসী হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে নানারূপ ভুল ধারণা পোষণ করছেন। এটি ছিল হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও হযরত আলী (রা.) এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফল। কেননা দামেশকের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর পক্ষে। সুতরাং রাজনৈতিক স্বার্থেই অনেকেই হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে নানা ধরণের অপবাদ ছড়ায়। এ গ্রন্থটি প্রস্তুত হওয়ার পর দামেস্কের প্রভাবশালী আলিম সমাজ ইমাম নাসায়ীকে শিয়া মতাবলম্বী হিসেবে অভিযুক্ত করে।

২. কিতাব আদ দু'আফা ওয়াল মাতরুকীন

এটি আসমাউর রিজাল বিষয়ক গ্রন্থ। ইমাম নাসায়ীর দৃষ্টিতে সে সকল রাবী যয়ীফ এবং যাদের বর্ণনা গ্রহণ করা উচিত নয়; তাদের নাম ও পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ নামগুলি সাজানো হয়েছে আরবী বর্ণমালার ক্রম অনুসারে। এখানে ৬৭৫ জন রাবী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. আল সুনান

ইমাম নাসায়ীর প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আল-সুনান সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি দেশ - দেশান্তর পরিভ্রমণ করে বহু হাদীস সংগ্রহ করেন এবং তাঁর সংগৃহীত সমুদয় হাদীস একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এর নামকরণ করা হয় আল-সুনান আল কুবরা।[১] এ গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত সকল হাদীস সহীহ নয়। এজন্য তিনি 'আল-সুনান আল কুবরা' থেকে বাছাই করে শুধু সহীহ হাদীস তুলে এমন আরেকটি হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, এর নামকরণ করা হয় আল-

১. মুজিবর রহমান, ইমাম নাসাঈ (রহঃ), পৃষ্ঠা- ৩৯-৪০

মুস্তফা, যার অর্থ নির্বাচিত।[১] তবে এ নামের চেয়েও গ্রন্থটি আল সুনান আল-সুগরা নামে সমধিক পরিচিত। এতে ৫১ টি অধ্যায় ও ২১৩৮ টি পরিচ্ছেদ এর অধীনে সর্বমোট ৪৪৮২টি হাদীস রয়েছে।

আল মুস্তফা বা আল সুনান আল-সুগরা গ্রন্থটি যে ইমাম নাসায়ীর আল-সুনান আল কুবরা থেকে সংকলিত এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে এ সংকলন কাজটি ইমাম নাসায়ী না অন্য কেউ সমাধা করেছেন এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, আল মুজতবা গ্রন্থটি ইমাম নাসায়ীর বিশিষ্ট ছাত্র আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি সিন্নী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। ইমাম যাহাবীর মতে ইবনু সিন্নী কর্তৃক তা সংকলিত হয়নি। ইমাম নাসায়ী নিজেই আল-সুনান আল কুবরা থেকে আল-মুজতবা গ্রন্থটি সংকলিত করেন এবং এ কাজে তাঁকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন তাঁরই স্নেহভাজন ছাত্র ইবনু সিন্নী।[২]

হাদীস গ্রহণে শর্তাবলী

হাদীস গ্রহণে ইমাম নাসায়ী খুবই সচেতন ছিলেন। এতে তাঁর শর্তাবলী ছিল অত্যন্ত কঠোর। এমন কি তা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের চেয়েও কঠোর। হাফিয আবু আলী নিশাপুরী বলেন [৩] -

للنسائي شرط في الرجال اشد من شرط مسلم

অর্থাৎ রাবীর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ইমাম নাসায়ীর শর্ত ইমাম মুসলিমের চেয়েও কঠিন। এজন্য তাঁর আরোপিত শর্তকে গুরুত্ব দিয়ে অনেকেই ইমাম নাসায়ীকে ইমাম মুসলিমের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

আবুল ফযল ইবনু তাহের মুকাদ্দেসী বর্ণনা করেন- একবার আমি ইমাম সা'দ ইবুন আলী আল-যুযজানীর নিকট একজন রাবীর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি

---

১. হাদীস সংকলনের ইতিকথা, পৃষ্ঠা- ১০৩।

২. গোলাম রাসূল সায়ীদী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯৯- ৩০০।

৩. সিদ্দীক হাসান আল-কনুজী, আল হিত্তা ফী যিকর আল-সিহাহ আল-সিত্তা, পৃষ্ঠা- ২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

বললেন উক্ত রাবী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। তখন আমি পুনরায় তাঁকে বললাম তাহলে এরকম রাবী ইমাম নাসায়ী দূর্বল মনে করেন কেন? তখন আবুল ফযল জবাব দিলেন [১]-

يا بني ان لابي عبد الرحمن شرطا في الرجال اشد من شرط البخاري ومسلم

অর্থাৎ হে বৎস রাবীর ব্যাপারে ইমাম নাসায়ীর শর্ত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের চেয়েও অধিক কঠোর।

ড. সিকান্দর আলী বলেন [২]-

كان امامنا النسائي متفوقا على اقرانه في معرفة الحديث الصحيح من السقيم وكان حاذقا وماهرا في علم الرجال

অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য ইমাম নাসায়ী দূর্বল হাদীস থেকে সহীহ হাদীস চিহ্নিত করণে সহপাঠিদের চেয়ে অধিক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং রিজাল শাস্ত্রে তিনি ছিলেন দক্ষ ও বিজ্ঞ।

আল সুনান এর বৈশিষ্ট্য

১. এতে রাবীদের প্রকৃত নাম ও উপনাম বা রাবী যে নামে পরিচিত তা তুলে ধরা হয়েছে।

২. ইমাম নাসায়ী তাঁর এ হাদীস গ্রন্থে ইলালে হাদীস বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন এবং এক্ষেত্রে নিজের মতামতও স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন।

৩. রাবীর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা প্রসংগও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

৪. ইমাম নাসায়ী ইমাম বুখারী দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন। তাঁর সংকলন রীতিতে সহীহ আল-বুখারীর সংকল রীতির ছাপ দৃশ্যমান।

৫. কোন কোন রাবী একটি হাদীসের মতন অন্য হাদীসের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এক্ষেত্রে ইমাম নাসায়ী স্পষ্টভাবে হাদীসের মূল মতন নির্ধারণ করেছেন।

৬. এতে ফিকহ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাস করা হয়েছে।

---

১. তকী উদ্দিন নদভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫৩।

২. ড. সিকান্দর আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

৭. এখানে যয়ীফ হাদীস চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যয়ীফ হওয়ার কারণও তুলে ধরা হয়েছে।

৮. ইমাম নাসায়ী অন্যান্য হাদীসশাস্ত্রবিদ কর্তৃক পরিত্যক্ত কোন দূর্বল রাবীর বর্ণনা স্বীয় গ্রন্থে স্থান দেননি।[১]

১. জিয়া উদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৮৫- ৩৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ইবনু মাজা

ইমাম ইবনু মাজা ইরাকের কাযবীন নগরীর অন্যতম সেরা প্রতিভা। হাদীসের ইমাম হিসেবে তিনি ছিলেন ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তাঁর সংকলিত আল-সুনান সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ। পুরো বংশ তালিকা হল- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনি আবদিল্লাহ আল রব'য়ী আল কাযবীনী। তবে তিনি ইবনু মাজা নামেই পরিচিত। তিনি উত্তর পশ্চিম ইরানের কাযবীন নাম প্রসিদ্ধ শহরে ২০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

ইমাম ইবুন মাজা কাযভীর শহরে ২১/২২ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করে তথাকার বিখ্যাত আলিম, হাদীস বিশারদ ও ফকিহদের নিকট থেকে জ্ঞান অন্বেষণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তখন ছিল আব্বাসী খিলাফতের প্রশংসিত খলীফা জ্ঞানবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক আল মামুনের শাসনামল। ইমাম ইবনু মাজাও হাদীস সহ বহুমুখী জ্ঞান অন্বেষণে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

শিক্ষাসফর

ইমাম ইবনু মাজা হাদীসশাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জনের মানসে ২৩০ হিজরীতে কাযবীন হতে দুরদেমে শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। এ লক্ষ্যে তিনি ইরাক, মিসর, সিরিয়া, হিজাজ ও খোরাসান প্রভৃতি দেশে গমন করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন [১] -

سمع بخرسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها.

১. তকী উদ্দিন নদভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ তিনি হাদীস খোরাসান, ইরাক, হিজাজ, মিসর ও সিরিয়া ইত্যাদি দেশের উস্তাদদের নিকট থেকে শ্রবণ করেন।

শিক্ষকবৃন্দ

বিভিন্ন শহরে তাঁর খ্যাতনামা শিক্ষকগণ হচ্ছেন-

কাযবীন: এখানে তিনি ইমাম আবুল হাসান ইবনু মুহাম্মদ ইবনি তানাফেসী (র.), আবুল হাজর আমর ইবনু রাফি বাজালী (র.), আবু মুসা হারুন ইবনু মুসা তামীমী (র.), ও আবু বকর মুহাম্মদ ইবনু আবী খালিদ কাযবীনী প্রমুখ আলেমগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন।

দামেস্ক: শাইখ হিশাম ইবনু আম্মার (র.), আব্বাস ইবনু ওয়ালিদ খাল্লাল (র.), আবদুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনি বশীর ইবনি যাকওয়ান (র.), মাহমুদ ইবনু খালিদ (র.), আব্বাস ইবনু ওসমান (র.)।

মিসর: শাইখ ইউনুস ইবনু আবদিল আ'লা আল মিসরী (র.), ইমাম আহমদ ইবুন আবদির রহমান (র.), ইমাম ঈসা ইবনু হাম্মাদ (র.), ইমাম আবু তাহের ইবুন আসসরাহ (র.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাগদাদ: আবু বকর আবী শাইবা (র.), আহমদ ইবনু ওবদা ইসমাইল ইবনি আবু মুসা ফকরী (র.), আবু খায়সামা যুহারি ইবনু হারব (র.)।

এছাড়াও ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি নুমাইর (রঃ), ইমাম ইবরাহীম ইবনু মুনযির হিযাযী (রঃ), ইমাম হামদুন ইবনু ওমরা বাগদাদী (রঃ), ইমাম দাউদ ইবনু রশীদ (রঃ),

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম জুববাহ ইবনু মুফলিস (রঃ), ইমাম হিশাম ইবনু ওমারাহ (রঃ), ইমাম মুহাম্মদ ইবনু মুসান্না (রঃ), এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [১]

শিষ্যবৃন্দঃ

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর 'তাহযীব আল-তাহযীব' গ্রন্থে ইমাম ইবনু মাজার ছাত্র সম্পর্কে যে আলোচনা পেশ করেছেন তাতে দেখা যায় তাঁর ছাত্র সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে যে সকল ছাত্রবৃন্দ পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন তাঁরা হলেনঃ আলী ইবনু সায়ীদ ইবনি আবদুল্লাহ আল-গদানী, ইবরাহীম ইবনু দীবার আল হাওশবী, আল হামাযানী, আহমদ ইবনু ইবরাহীম আল কাযবানী, আবু তৈয়ব আহমদ ইবনু রাওহ আশশারানী, ইসহাক ইবনু মুহাম্মদ আল কাযবানী, সুলাইমান ইবনু ইয়াযিদ আল কাযবানী, মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আল সফফার, আবুল হাসান আলী ইবনু ইবরাহীম ইবনি সালমা আল কাযবানী প্রমুখ।[২]

মৃত্যুঃ

ইমাম ইবনু মাজা ৬৪ বছর বয়সে ২৭৩ হিজরীর ২২শে রামাযান সোমবার মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়।[৩]

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান

আল সুনান

আল সুনান ইমাম ইবনু মাজা সংকলিত একটি অনন্য হাদীস গ্রন্থ। এ সংকলনে ৩২টি অধ্যায় ও ১৫শ পরিচ্ছেদের অধীনে সর্বমোট ৪৩৪১টি হাদীস বিদ্যমান। তন্মধ্যে ১৩৩৯টি হাদীস ইবনু মাজার সুনান ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।[১]

---

১. মুহাম্মদ রশীদ নোমানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৩।

৩. হাদীস সংকলনের ইতিকথা, পৃষ্ঠা- ২৭২-২৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

স্বীয় গ্রন্থ সম্পর্কে ইমাম ইবনু মাজা বলেন- গ্রন্থটির রচনাকর্ম সম্পন্ন হওয়ার পর আমি এর মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে শাইখ আবু যুরআর নিকট পেশ করলাম। তিনি গ্রন্থটি দেখার পর এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন- এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাদীস গ্রন্থ। লোকেরা এ গ্রন্থ পেলে এতই উপকৃত হবে যে- তারা অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না।[২]

সুনানু ইবনি মাজার বৈশিষ্ট্য

সুনানু ইবনি মাজা গ্রন্থের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন এ গ্রন্থে এমন কিছু দুর্লভ হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা সিহা সিত্তার অন্য পাঁচটি গ্রন্থে পাওয়া যায়না। ইমাম ইবনু মাজা শহর কেন্দ্রিক বিশেষ কিছু হাদীসের আলাদা বিবরণ দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি কোন কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করার পর উল্লেখ করেছেন যে- এ হাদীস অমুক শহরে প্রচলিত যা অন্য শহরে পাওয়া যায় না। যেমন তিনি বলেন- هذا حديث المصريين অর্থাৎ এ হাদীস মিসরবাসী থেকে নেয়া।

এ সংকলনের বিভিন্ন হাদীসের অধীনে এমন কিছু ঘটনার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যার দ্বারা উল্লেখিত হাদীসে নির্দেশিত বিষয়ের সাথে তৎকালের মুসলমানদের সম্পর্ক কি ছিল তা সহজে অনুধাবন করা যায়।

ইবনু মাজার সুনান গ্রন্থে পাঁচটি ثلاثي হাদীস রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সহীহ মুসলিম শরীফ ও সুনানু নাসায়ীতে একটিও ثلاثي হাদীস নেই। অবশ্য সহীহ বুখারী শরীফে বাইশটি ও সুনানু আবী দাউদ ও জামি' তিরমিযীতে একটি করে ثلاثي হাদীস রয়েছে।

সুনানু ইবনি মাজা অন্যান্য সুনান গ্রন্থের চেয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত। এদসত্ত্বেও এ গ্রন্থে সকল প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং আহকাম সম্পর্কিত হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৩।

২. মুহাম্মদ রশীদ নোমানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৬-১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

সুনানু ইবনি মাজা গ্রন্থে কোন পুনরুল্লেখ হাদীস নেই ।[১]

সুনানু ইবনি মাজার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ

সুনানু ইবনি মাজা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগ্রন্থ। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। এ গ্রন্থ অবলম্বনে যে সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

১. হাফিয আলাউদ্দীন মুগলতায়ী হানফী : শরহু সুনানি ইবনি মাজা;
২. শাইখ সিরাজুদ্দীন ওমর ইবুন আলী : মা তামুসসু ইলাইহি আল হাজা আলা সুনানি ইবনি মাজা;
৩. শাইখ কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু মূসা : আল দীবাজ আলা সুনানি ইবনি মাজা;
৪. হাফিয বুরহানুদ্দীন হালবী : শরহু ইবনি মাজা;
৫. হাফিয জালালুদ্দীন সয়ূতী : মিসবাহ আল-যুজাযা;
৬. হাফিয আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনু আবদিল হাদী সিন্ধী : শরহু সুনানি ইবনি মাজা;
৭. আবদুল গণী ইবনু আবী সায়ীদ হানফী : ইনজাহ আল-হাজা
৮. শাইখ মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নুমানী : আল ইমাম ইবনু মাজা ওয়া কিতাবহু আল সুনান ।

এছাড়াও হাফিয শিহাবুদ্দীন, আলী ইবনু আবদুল্লাহ ইবনি নিমত আল আন্দালুসী ও ইবনু আহমদ আল ইরাকী প্রমুখ মনীষীও ইবনু মাজা'র আল-সুনানের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন ।[২]

---

১. জিয়া উদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭২- ২৭৩ ।

২. গোলাম রাসূল সায়ীদী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২৪- ৩২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালিক (র.)

হিজরী দ্বিতীয় শতকে ইমাম আবু হানিফা (র.) এর পর যিনি হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছেন তিনি মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মদীনা নিবাসী ইমাম মালিক। তাঁর সময় থেকে হাদীস সংকলনে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। হিজরী তৃতীয় শতকে ইমাম বুখারী সহ যারা হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থ প্রণয়নে বিপুল অবদান রাখতে সক্ষম হন তাঁদের পথিকৃত ছিলেন ইমাম মালিক। তাঁর সংকলিত 'আল-মুয়াত্তা' ফিকহগ্রন্থ হিসেবে যেমন খুবই নির্ভরযোগ্য তেমনি হাদীসগ্রন্থ হিসেবেও এর মান উচ্চ পর্যায়ের। ফলতঃ অনেকেই গ্রন্থটিকে সিহাহ সিত্তার মাঝে অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম মালিক, উপনাম আবু আবদিল্লাহ, উপাধি ইমামু দার আল-হিজরা, পিতার নাম আনাস। তাঁর বংশ তালিকা হল- মালিক ইবনু আনাস ইবনি মালিক ইবনি আবী আমীর নাফি ইবনি আমর ইবনিল হারিস ইবনি উসমান ইবনি জুসাইল ইবনি আমর ইবনিল হারিস যিল আসাবাহ আল আসবাহী।[১] তিনি মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী ওয়াদী আল-কুরার যুল মারওয়া নামক পল্লীতে এক দরিদ্র ও আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশগত দিক দিয়ে ইমাম মালিক ছিলেন একজন খাঁটি আরব। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন ইয়ামেনের রাজ পরিবারের সন্তান। তাঁর প্রপিতামহ আবু আমির ২য় হিজরীতে সপরিবারে ইয়ামেন থেকে মদীনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

১. ইবনু হাযম আল আন্দুলুসী, আলী ইবনু আহমদ, জমহারাতু আনসাব আল-আরব, পৃষ্ঠা- ৪৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন

ইমাম মালিক প্রথমে মদীনায় খ্যাতনামা ক্বারী নাফি' ইবনু আবদির রহমান এর নিকট কুরআন শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) এর মুক্ত করে দেয়া ক্রীতদাস।[১] ইমাম মালিক তাঁর নিকট ইলমে কিরাআত, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর নিকট আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) এর ফতওয়া সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করেন। ইবনু উমরের ফতওয়া বিষয়ক জ্ঞান অর্জনই ইমাম মালিকের ফিকহ চর্চায় হাতেখড়ি ছিল। নাফি' যতদিন জীবিত ছিলেন ইমাম মালিক ততদিন তাঁর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি মদীনায় হযরত আয়েশা (রা.) এর মাওলা আলকমা ইবনু আবী আলকামা এর নিকট আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[২]

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম মালিক নাফি' ও আলকমার নিকট লেখাপড়া করার পর হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে বহু শাইখ এর নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। এদের মধ্যে মদীনার খ্যাতনামা তাবেয়ী, বিশিষ্ট ফকীহ রবীয়া ইবুন আবী আবদির রহমান আল-রায় (র.), ফিকহ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আলিম মদীনার আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ ইবনি হরমুয (র.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনু মুসলিম ইবনি শিহাব আল যুহরী (র.), শাইখ মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (র.), শাইখ ইমাম কাসেম ইবনু মুহাম্মদ ইবনি আবী বকর (র.), শাইখ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম ইবনি মুহাম্মদ (র.), শাইখ আবুয যানাস আবদুল্লাহ ইবনু যাকওয়ান (র.), শাইখ আবু সায়ীদ ইয়াহইয়া ইবনু সায়ীদ আল-আনসারী (র.), শাইখ শাইখ আব্দুল মুনযির হিশাম ইবনু উরউরা (র.) ও শাইখ আবু আবদিল্লাহ জাফর আল-সাদিক প্রমুখ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

১. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৭।

২. জিয়া উদ্দিন ইসলাহী, তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা- ৪, ৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোল্লিখিত শাইখগণ ছাড়াও মদীনার বাইরে মক্কা, বসরা ও খোরাসান ইত্যাদি অঞ্চলের শাইখ যখন হজ্জ কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করতেন তখন ইমাম মালিক তাঁদের নিকটও হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মদীনার বাইরে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে মক্কার মুহাম্মদ ইবনু মুসলিম (র.), সিরিয়ার ইবরাহীম ইবনু আবী আবলাহ (র.), বসরার আইয়ুব আল-সখতিয়ানী (র.) ও খুরাসানের আতা আল-খুরসানীর নাম উল্লেখ করা যায়।[১]

শিক্ষাদান

ইমাম মালিক তাঁর যুগে মদীনায় সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ও ফকীহ হিসেবে আবির্ভূত হন। মদীনা নগরী তথা দূরদূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট আগমন করেন। তিনি এ সকল অনুরাগী ছাত্রদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীতে শিক্ষার মজলিশ চালু করেন।[২]

ইমাম মালিক হাদীস পাঠদানে খুবই আগ্রহবোধ করতেন এবং এটাকে তিনি ইসলাম প্রচারের একটি অংশ হিসেবে মনে করতেন। তিনি রাসূলের (সা.) হাদীস পাঠদান করতেন গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে। পাঠদানের প্রারম্ভে গোসল করা, পরিস্কার জামা কাপড় পরিধান করা ও খোশবু ব্যবহার ইত্যাদি ছিল তাঁর নৈমিত্তিক অভ্যাস। হাদীসের দরস চলাকালে তিনি অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, হাসাহাসি করা ইত্যাদি করা থেকে বিরত থাকতেন।[৩]

শিষ্যবৃন্দ

ইমাম মালিক মসজিদে নববীতে দীর্ঘকাল শিক্ষার মজলিস পরিচালনা করেন। এছাড়া বার্ধক্যকালে প্রথম দিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ এর বাসগৃহে ও পরে নিজের বাসগৃহে

---

১. ড. আবুল কাসেম মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩- ৪৭।

২. মান্না খলীল আল-কততান, তারীখ আত-তাশরী আল ইসলামী, পৃষ্ঠা- ২৮৫।

৩. মুহাম্মদ আবু যাহরা, তারীখ আল-মাযাহিব আল-ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা- ৪০২, ৪০৩।

Dhaka University Institutional Repository

অসংখ্য শিষ্যদের হাদীস শিক্ষা দান করেন। মদীনা ও মদীনার বাইরে বহু ছাত্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে ধন্য হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. আবু তাম্মাম আবদুল আযীয ইবনু আবী হাশিম;

২. উসমান ইবনু ঈসা ইবনি কানান;

৩. মুগীরা ইবনু আবদির রহমান আল-মাখযুমী;

৪. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল শায়বানী;

৫. আবু আবদিল্লাহ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম আল উতাকী;

৬. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনু ওহাব;

৭. আশহাব ইবনু আবদিল আযীম;

৮. আবদুল্লাহ ইবনু নাফি আল সায়িগ;

৯. আবুল হাসান আলী ইবনু যিয়াদ আল-তিউনিসী;

১০. মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস আল-শাফিয়ী;

১১. আবু মুহাম্মদ বিশর ইবনু উমর আল-যাহরানী;

১২. আবদুল মালিক ইবনু আবদিল আযীয আল-মাজিসুন;

১৩. আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল হাকাম ইবনি আ'য়ুন;

১৪. আবু মুছয়াব মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ;

১৫. আসাদ ইবুন ফুরাত;

১৬. আবু হিশাম মুহাম্মদ ইবনু মুসলিমা

১৭. আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু নাফি আল-যুবাইরি

১৮. আবু আবদির রহমান আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিমা ইবনি কা'নাব আল কা'নাবী;

১৯. আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া ইবনু ইয়াহইয়া ইবনি বকর আল তামীমী;

২০. আবু মুহাম্মদ যাহুরা ইবনু যাহরা আল লাইসী আল মাসমুদী;

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

২১. আবু মুসআব আহমদ ইবন আবী বকর আল-যুহরী ।[১]

মৃত্যু

ইমাম মালিক বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন । পূর্ব থেকেই তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন । ক্রমে এ রোগ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায় । অতঃপর তিনি ১৭৯ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন । তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয় ।

রচনাবলী

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ আল মুয়াত্তা ছাড়াও ইমাম মালিক বিভিন্ন বিষয়ে আরো কিছু গ্রন্থ রচনা করেন । এগুলো হল:

১. تفسير غريب القران

465878

২. كتاب الجالسات عن مالك

৩. رسالة مالك إلى ابن وهاب

৪. رسالة مالك إلى الليث في اجماع اهل المدينة

৫. كتاب النجوم وحساب مداد الزمان ومنازل القمر

৬. كتاب الاقضية

৭. رسالة مالك إلى بن مطرف

৮. كتاب المناسك

৯. رسالة إلى الرشيد في الاداب والمواعظ

১০. كتاب السر

১১. احكام القران

১২. كتاب المسائل واجواباتها

১. ড. আবুল কাসেম মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫২, ৫৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. المدونة الكبرى

১৪. الموطا [১]

আল-মুয়াত্তা

ইমাম মালিকের উল্লেখিত রচনাকর্মের মধ্যে আল-মুয়াত্তা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। আল-মুয়াত্তা শব্দের আভিধানিক অর্থ পদদলিত ও প্রস্তুতকৃত। আরবে মুয়াত্তা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হত। তা হলো যে পথ দিয়ে কোনরূপ কষ্ট ছাড়া অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। এ অর্থকে সামনে রেখেই আল-মুয়াত্তা নামকরণ করা হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল-মুয়াত্তার হাদীস অধ্যয়ন করে তদানুযায়ী আমল করবে সে সমজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে। ইমাম মালিক তাঁর হাদীস গ্রন্থের নামকরণে স্বীয় প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।

আল-মুয়াত্তা সংকলনের পটভূমি

আব্বাসী খিলাফতের প্রারম্ভে মদীনা, মক্কা ও ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু মুসলমান কুরআন ও হাদীসের নানারূপ ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। এর কারণ ছিল সাহাবীগণ বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ সময় ধর্মীয় প্রতিপত্তি, নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক স্বার্থে অনেকেই মাওদু হাদীসকে সহীহ হাদীস বলে চালিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়। এমতাবস্থায় আব্বাসী খলীফা আবু জাফর আল মানসুর মদীনায় এসে ইমাম মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করে এ মর্মে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন মদীনার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকজনের নিকট বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত ইসলামী আইন বিষয়ক রাসূলের (সা.) হাদীস ও সাহাবীগণের ফতওয়াসমূহ একত্রিত করেন। ইমাম মালিক নিজেও সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফতওয়া সংগ্রহে খুবই আগ্রহী ছিলেন। এ সময় খলীফা আবু জাফর আল মানসুরের অনুরোধও তাঁর মনঃপুত হয়। তিনি সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফতওয়াসমূহ উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন।[২]

---

১. ড. আবুল কাসেম মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৮, ৮২।

২. জিয়া উদ্দিন ইসলাহী, তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা- ৪৫, ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

রিওয়ায়ত সংখ্যা

আল-মুয়াত্তা সংকলনের প্রথম দিকে এর রিওয়ায়ত সংখ্যা ছিল দশ হাজার। ইমাম মালিক আরো যাচাই বাছাই করে এর রিওয়ায়ত সংখ্যা কমিয়ে আনেন। শেষ পর্যন্ত এর রিওয়ায়ত সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭২০টি। তন্মধ্যে মুসনদ ও মারফু ৬০০, মুরসাল ২২২. মওকুফ ৬১৩ এবং তাবেয়ীদের বর্ণনা ২৮৫ টি।[১]

আল মুয়াত্তার বৈশিষ্ট্য

১. ইমাম মালিক রাবীদের যাচাই বাছাই করে হাদীস রিওয়ায়ত করেন। অন্যদিকে হাদীস গ্রহণে তাঁর শর্তাবলীও ছিল কঠোর।

২. এতে আল-কুরআন ও সুন্না কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহকামের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, সুন্নার পারস্পরিক মূল্যায়ন, সাহাবীদের ইজমা, তাবিয়ীদের ফতওয়া, মদীনাবাসীদের ইজমা এবং ইমাম মালিকের রায় ও চিন্তামূলক বর্ণনা স্থান লাভ করে।

৩. গ্রন্থটির অধ্যায়সমূহ ফিকহী ধারা অনুসরণে বিন্যস্ত এবং এর বিষয়বস্তু ফিকহী আহকাম সম্বলিত।

৪. ইমাম মালিক এতে মাসআলার প্রসঙ্গে কোনটি উত্তম, কোনটি সুন্দর, কোনটি কল্যাণকর কোনটি উচিৎ নয় তা নির্দেশ করে গ্রন্থটিকে পাঠকের নিকট গ্রহণীয় করে তুলেছেন।

৫. আল মুয়াত্তা এমন একটি হাদীস সংকলন যাতে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহ ব্যবহারিক জীবনের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।[২]

---

১. তকী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৪।

২. মুহাম্মদ করম শাহ, সুন্নাত-ই-খাইরুল আনাম, পৃষ্ঠা- ১৫৭- ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি হাম্বল (র.)

বাগদাদের খ্যাতনামা আলিম আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি হাম্বলের পরিচয় বহুমুখী। তিনি একাধারে নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ, ফিকহ শাস্ত্রবিদ, লেখক এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রধানতঃ ফিকহ শাস্ত্রের ইমাম হিসেবে পরিচিত হলেও হাদীস পঠন-পাঠনসহ হাদীস সংকলনের ইতিহাসেও তাঁর অবদান অপরিসীম।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, উপাধি শাইখুল ইসলাম ও ইমামুসসুন্না, বংশগত পরিচয় শায়বানী। তাঁর বংশ তালিকা হল- ইমাম আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনি হাম্বল ইবনি হেলাল ইবনি ইদরীস ইবনি আবদুল্লাহ ইবনি হায়য়ান ইবনি আবদুল্লাহ ইবনি আনাস ইবনি আওফ ইবনি কাসিত ইবনি মাযিন ইবনি শাইবান। বংশগত ভাবে তিনি আরব। তাঁর দাদা হাম্বল উমাইয়া শাসনামলে খোরাসানের সারখাস অঞ্চলের আমীর ছিলেন। তাঁর পিতা মুহাম্মদ একজন বীর সৈনিক ছিলেন।[১]

শিক্ষা জীবন

বালক আহমদ ইবনু হাম্বলের বয়স যখন তিন বছর তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এতিম বালক আহমদ ইবনু হাম্বলের লালন পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব তাঁর মাতার উপর আবর্তিত হয়। তিনি মাতার তত্ত্বাবধানে থেকে শৈশবেই পবিত্র কুরআন হিফয করেন। ৭ বছর বয়স থেকেই তিনি হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি কৈশোরোত্তীর্ণ হতে না হতেই আরবী ভাষা ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনে হয়ে উঠেন নিবেদিত প্রাণ।[২]

---

১. আবদুল গনী আদ-দকর, আহমদ ইবনু হাম্বল, (দামেশক: দারুল কলম, ১৯৮৮), পৃষ্ঠা- ১৬- ১৮।

২. মান্না খলীল আল-কত্তান, তারীখ আত-তাশরী আল ইসলামী, পৃষ্ঠা- ৩১৫, ৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস শিক্ষার প্রারম্ভে তিনি বাগদাদের প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ হাফিয হুশাইম ইবনু বশীর ওয়াসিতী এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বালক আহমদ ইবনু হাম্বল একাগ্রচিত্তে চার বছর তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। হাফিয হুশাইমের মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদ ছেড়ে ইয়ামান, কুফা, বসরা, রায়, মক্কা, মদীনা ও সিরিয়া ইত্যাদি দেশে গমন পূর্বক খ্যাতনামা ওস্তাদদের নিকট লেখাপড়া করেন।

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের শাইখদের মধ্যে ইমাম ওয়াকী ইবনুল জবরাহ (র.), ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম (র.), ইমাম বিশর ইবনুল মুফাদদাল আল-বসরী (র.), ইমাম মুতামির ইবনু সুলাইমান (র.), ইমাম সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না (র.), ইমাম আববাদ ইবনু আববাদ (র.), ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু আবী যায়ীদা (র.), ইমাম ইবরাহীম ইবনু সাদ আল-আসলামী (র.), ইমাম য়াযীদ ইবনু হারুন (র.), ইমাম ইসমাঈল ইবনু উলাইয়া (র.), ইমাম আবদুর রহমান ইবনু মাহদী (র.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস আল-শাফেয়ী (র.), ইমাম আবু দাউদ আল-তায়ালীসী (র.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

শিষ্যবৃন্দ

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল পরিণত বয়সে তিনি একাধারে মুহাদ্দিস, ও ফিকহ শাস্ত্রবিদ হিসেবে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। চল্লিশ বছর বয়স থেকেই তিনি নিয়মিত শিক্ষা মজলিসে পাঠদান আরম্ভ করেন। সিহাহ সিত্তার প্রথম দুই সংকলক বিশ্ব বরেণ্য হাদীসবিদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের সমসাময়িক হয়েও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যের মধ্যে রয়েছেন আবু বকর আল আসরাম, আল কিরামানী, আবদুল মালিক আল-মায়মুনী, আবু যুরআ আল-দামিশকী, বাকী ইবনুল মুখাল্লাদ, শাহীন

১. আবদুল গনী আদ-দকর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুস সামীদ, আবুল কাসিম আল-বগরী, ইসহাক ইবনু মনসুর আল-কাওসাজ, মুসন্না ইবনু জামি আল-আনবরী, আলী ইবনু সায়ীদ, আহমদ ইবনুল হাসান আল-তিরমিযী, আহমদ ইবনু আবী উবাইদা, আহমদ ইবনু নসর, আহমদ ইবনু ওয়াসিল আল-মুকরী, আহমদ ইবনু হিশাম আল-ইন্তাকী, আহমদ ইবনু ইয়াহয়া ও আহমদ ইবনু মুহাম্মদ আল-সায়িহ ।[১]

মৃত্যু

২৪১ হিজরীর ২রা রবিউল আউয়াল বুধবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। দিন দিনান্তে তাঁর রোগ বাড়তে থাকে। অবশেষে ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তিকাল করেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁর জানাযায় আট লাখের অধিক পুরুষ ও ষাট হাজারেরও বেশী মহিলা অংশগ্রহণ করেছিল। বাবে হারব নামক কবরাস্থানে তাকে দাফন করা হয়।[২]

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল একজন দক্ষ ফিকহ শাস্ত্রবিদ এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁর জীবন ও সাধনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই তিনি ফিকহ চর্চার চেয়ে হাদীস চর্চায় অধিক ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর শিক্ষার মজলিস ছিল প্রধানত হাদীস কেন্দ্রিক। অশুদ্ধ ও শুদ্ধ হাদীসের পার্থক্য বিচারেও তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন। হাদীসের সূক্ষ্ম দোষ-গুণ বিচার শক্তি, রিজাল বা রাবীদের নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি ছিল তাঁর নখদর্পনে। হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জনে তিনি রাবী হিসেবেও বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য ছিলেন। ইমাম নাসায়ী, হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী এঁরা সবাই এক বাক্যে তাঁর বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। খ্যাতনামা লেখক আল-তাবারী তাঁকে ফিকহ শাস্ত্রবিদ হওয়ার তুলনায় হাদীস

---

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩০।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯৫, ৩০০।

শাস্ত্রবিদ হিসেবে অধিক মূল্যায়ন করেন। তিনি বলেন, انما هو رجل حديث لا رجل فقه অর্থাৎ তিনি হাদীসবিদ ফিকহ শাস্ত্রবিদ নন।[১]

রচনাবলী

শিক্ষা মজলিসে হাদীস ও ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল গ্রন্থ রচনায়ও মনোনিবেশ করেন। তাঁর গ্রন্থ সমূহের নাম নিম্নরূপ:

১. كتاب التفسير
২. كتاب الناسخ والمنسوخ
৩. كتاب العلل
৪. كتاب الايمان
৫. كتاب الزهد
৬. كبات طاعة الرسول
৭. كتاب الفضائل
৮. كتاب الفرائض
৯. كتاب المسائل
১০. كتاب الاشربة
১১. كتاب الرد على الجمهية
১২. كتاب المسند[২]

---

১. জিয়া উদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৭

২. ইবনু নাদীম, আল-ফিরহিস্ত, (বৈরুত: মাকতাবাতু খায়্যাত, ১৯৭২), পৃষ্ঠা- ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল মুসনাদ

তাঁর রচনাকর্মের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আল-মুসনদ। এতে সাতশত সাহাবীর হাদীস স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটি ১৭২টি খণ্ডে বিভক্ত। এর সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ৩০ হাজার। অন্য বর্ণনা মতে এর হাদীস সংখ্যা ৪০ হাজারেরও অধিক। শাহ আবদুল আযীয বলেন- এ গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল কর্তৃক সন্নিবেশিত হাদীস সংখ্যা ৩০ হাজার। বাকী ১০ হাজারেরও অধিক হাদীস তাঁরই প্রখ্যাত পুত্র মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ কর্তৃক সংযোজিত। এতে মুসনদের প্রচলিত রচনা-রীতি অনুসরণপূর্বক সাহাবীদের নামভিত্তিক হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সাহাবীগণের নামের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে প্রথম হিসেবে। তবে সর্বক্ষেত্রে এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।[১]

রচনাকাল

যখন থেকে ইমাম আহমদ হাদীস শিক্ষায় মনোযোগ দেন তখন থেকেই তিনি আল-মুসনদ তৈরী করার কাজও শুরু করেন। তিনি ১৮০ হিজরীতে মুসনদ প্রস্তুতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সারা জীবনই এ গ্রন্থ কাট-ছাট তথা সম্পাদনায় নিয়োজিত ছিলেন। তবে তিনি মুসনদ রীতিতে সাজিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রূপ দেয়ার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। অতঃপর তাঁর পুত্র বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবু বকর পিতার লিখিত হাদীসের পাণ্ডুলিপি মুসনাদ রীতি অনুযায়ী সাজিয়ে এবং খণ্ড ভিত্তিক বিন্যস্ত করে তথায় আরো কিছু হাদীস সংযুক্ত করে তা গ্রন্থাকারে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।[২]

---

১. তকী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১২৫।

২. আবদুল গনী আদ-দকর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস গ্রন্থ হিসেবে আল-মুসনাদের স্থান

যদিও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে মুসনদের মর্যাদা আল-সুনান এর নীচে তথাপি ইমাম আহমদের মুসনদকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইমাম আহমদের মুসনদকে সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসায়ী ও জামি' তিরমিযীর পরপরই স্থান দিয়েছেন এবং সিহাহ সিত্তা ছাড়া অন্যান্য সকল মুসনদ হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী প্রমূখ লেখকগণের দৃষ্টিতে ইমাম আহমদের মুসনাদ অন্যান্য মুসনাদের তুলনায় অধিকতর সহীহ ও নির্ভরযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গে হাদীস চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাহাবীদের আগমন

বঙ্গে হাদীস আগমনের প্রেক্ষাপট

হিজরী ২৩ (৬৪৩ খ্রিঃ) সনে দিগ্বিজয়ী আরবগণ ভারতীয় উপমহাদেশ জয় করার জন্যে স্থল ও নৌপথে আক্রমণ পরিচালনা করেন। যদি সে সময় হযরত উমর (রা.) এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি না করতেন, তবে হয়তো উপমহাদেশে হাদীস চর্চার সূচনা সাহাবায়ে কিরামের হাতেই হয়ে যেত। কিন্তু উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালেক (৮৬- ৯৬ হিঃ / ৭০৫- ৭১৫ খ্রিঃ) এর শাসনামলে সিন্ধু বিজয় হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের ওপর আরবদের প্রথম আক্রমণ হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে হয়েছিল। ২৩ হিঃ / ৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে হাকাম ইবন আর তাগলিবীর নেতৃত্বে একদল সৈন্য সিন্ধু নদ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত উমর (রা.) এর নির্দেশে এসব হামলা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বিজয়ের এ অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া হলেও এতে আরবদের উপমহাদেশের সাথে মুকরান উপকূল হয়ে গমনাগমনের একটি স্থলপথ আবিস্কৃত হয়ে যায়।

হযরত উমর (রা.) সাহাবী উতবা ইবন গাযওয়ানকে[১] ১৪ হিঃ / ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে উবুল্লার (অধুনা বসরার) উপর সৈন্যাভিযানের নির্দেশ দিতে যেয়ে বলেছিলেনঃ ইসলামের আধিপত্য "আরদুল হিন্দের" ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[২] "আরদুল হিন্দ" বলতে হযরত উমর সম্ভবত "উবুল্লা" কে বুঝিয়েছেন। কেননা সেকালে একে "আল-হিন্দ" বলা হত।[৩] অতঃপর আরবদের অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকে এবং ২৩ হিঃ / ৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তারা সিন্ধু উপত্যকায় পৌঁছে।

---

১. যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস সাহাবা, (হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩১৫ হিঃ), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৯৯।

২. ইয়াকুত, মুজামূল বুলদান, সম্পাদনাঃ Western Feild (Leipzig : ১৮৬৬), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬৪১।

৩. তাবারী, তারিখুর রুসূল ওয়াল মুলুক, সম্পাদনাঃ Degoeje (Leyden : ১৮৯৩), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৭৮, ২৩৮২।

Dhaka University Institutional Repository

ফুতুহুল বুলদান থেকে জানা যায় যে, উপমহাদেশের উপর এসব আক্রমণ ১৪ হিঃ / ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বাহরাইন ও ওমানে উসমান সাকাফীর গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাঁর ইঙ্গিতে করা হয়ে ছিল[১] আবু মিখনাফ ও তাঁর শিষ্য আল মাদায়েনী এই তারিখ ১৫ হিঃ / ৬৩৭ খ্রিঃ লিখেছেন।

তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী উসমান সাকাফী বাহরাইন ও দূরবর্তী প্রদেশসমূহ অর্থাৎ ওমান ও ইয়ামামার গভর্ণর ২৩ হিঃ / ৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে নিযুক্ত হন।[২]

১. বালাযুরী, পৃষ্ঠা- ৮১- ৮২।

২. তাবারী, পৃষ্ঠা- ২৭৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলের যুগে আগমন

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণ ছিলেন হাদীস চর্চা ও প্রচারের প্রথম মাধ্যম। তাঁদের মাধ্যমেই রাসূল (সা)-এর আমলে এবং তৎপরবর্তীতে সারাবিশ্বে হাদীস প্রচার এবং চর্চা প্রসারতা লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে রাসূল (সা)-এর আমলে আগমনকারী সাহাবাদের নাম এবং তাঁদের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্যাবলী জানা সম্ভব হয়নি। মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে বঙ্গদেশ তথা আজকের বাংলাদেশসহ যে সকল স্থানে সাহাবাদের আগমন ঘটেছে বলে কিঞ্চিত জানা যায় তার বিবরণ উপস্থাপন করা হল।

প্রাক ইসলাম যুগ থেকেই আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দর গুলোতে আসা-যাওয়া করতেন। আরব দেশের বণিকেরা বঙ্গদেশে তথা আজকের বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতীর দাঁত, মসলা এবং সূতী কাপড় ক্রয় করতেন এবং জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন। ভারতের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক সাইয়েদ সুলাইমান নদবী তাঁর লিখিত গ্রন্থ **"আরবোঁ কি জাহাজরাণী"**-তে লিখেন-'মিশর' থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত দীর্ঘ নৌপথে আরবগণ যাতায়াত করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তাঁরা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন"।[১]

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর রচিত "মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেন "আরব বণিকগণ এই পথ ধরেই বাংলাদেশ ও কামরূপ (আসাম) হয়ে চীনে যাতায়াত করতেন। মালাবার ছিলো মধ্য পথের প্রধান বন্দর"। বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের পূর্বে তাঁরা মাদ্রাজ উপকূলে ও নোঙর করতেন বলে মনে হয়। দীর্ঘপথে পালে টানা জাহাজের একটানা সফর সম্ভবপর ছিলো না পথে যেইসব মঞ্জিল ছিলো সেই

১. বাংলাদেশে ইসলাম,কয়েকটি তথ্য সূত্র,মুহিউদ্দীন খান, মাসিক মদীনা-জানুয়ারী ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

গুলিতে আবশ্যিকভাবে থেমে জাহাজ মেরামত ও পরবর্তী মানযিলের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে হতো।

মুহাদ্দিস ইমাম আবদান মারওয়াযীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা) নবুওয়াতের পঞ্চম সনে (৬১৫ খ্রীঃ) হাবসায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন। নবুওয়াতের সপ্তম সনে (৬১৭ খ্রীঃ) তিনি কায়েস ইবনু হুযাইফা (রা), উরওয়াহ ইবনু আছাছা (রা), আবু কায়িস ইবনুল হারিস (রা) এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ দু'টি হাজাজে করে চিনের পথে সমুদ্রে পাড়ি দেন। শায়খ যাইনুদ্দিন তাঁর রচিত গ্রন্থ "তুহফাতুল মুজাহিদীন"-এ লিখেন যে ভারতের তামিল ভাষার প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, একদল আরব জাহাজে চড়ে মালাবার এসেছিলেন। তাঁদের প্রভাবে রাজা চেরুমল পেরুমল ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর মক্কায় গিয়ে তিনি কিছুকাল রাসূল (সা)-এর সান্নিধ্যে থাকেন।

আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা) দীর্ঘ নয় বছর সফরে থেকে বঙ্গদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও হাদীস শিক্ষা প্রদান করেন। মালাবার রাজা চেরুমল পেরুমল তাঁর কাছেই ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। চীন যাবার পথে তাঁকে বঙ্গের বিভিন্ন বন্দরে জাহাজ নোঙর করতে হয়েছে। আর তাঁর পবিত্র সাহচর্যে এসে এতদঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ নিশ্চিয়ই ইসলাম গ্রহণসহ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষালাভে তাঁদের জীবন ধন্য করেন। তবে কারা ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তা আমাদের নিকটে তথ্য সহকারে পৌছেনি।

চীনের মুসলিমদের বই পুস্তক থেকে জানা যায় যে, আবু ওয়াক্‌কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে খ্রীঃ ৬২৬ সনে চীনে পৌঁছেন। আবু ওয়াক্‌কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা) ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। সমুদ্র তীরের কোয়াংটা মসজিদ তিনিই নির্মাণ করেন। মসজিদের নিকটে তাঁর কবর রয়েছে। দুইজন সাহাবীর কবর রয়েছে চুয়ান-চু

Dhaka University Institutional Repository

বন্দরের নিকটবর্তী লিং পাহাড়ের ওপর। চতুর্থজন দেশের অভ্যন্তর ভাগে চলে যান। এইসব তথ্য প্রমাণ করে যে, রাসূল (সা)-এর যুগেই চীনে সর্বপ্রথম ইসলাম পৌঁছে এবং তা পৌছে একদল খাঁটি আরব মুসলিমের নেতৃত্বে। যারা বর্তমান বাংলাদেশ তথা তৎকালীন বঙ্গ দেশের বিভিন্ন বন্দরগুলোতে নোঙর করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে চীন অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তাঁরা বঙ্গেও অবশ্যই ইসলাম প্রচার তথা কুরআন হাদীস চর্চা ও অধ্যয়ন করেছেন। আর যদি তা হয়ে থাকে তাহলে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকেই বঙ্গদেশে প্রথম ইসলামের আগমনের মধ্য দিয়ে হাদীস চর্চা শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামলে আগমন

ইসলামের অন্যতম ২য় উৎস তথা রাসূল (সা)-এর পবিত্র হাদীসের আবশ্যকতা থাকায় শুধু আরবদেশে নয় বরং সারা পৃথিবীতেই পবিত্র হাদীস শাস্ত্রের বিস্তৃতি ও চর্চা হতে থাকে। এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, এই উপমহাদেশের সাথে আরব দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক অতিশয় প্রাচীন, কাজেই ষষ্ঠ ঈসায়ী শতকে আরব সাগরের পশ্চিম উপকূলে আরব দেশে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই উপমহাদেশে তার প্রথম তরঙ্গাভিঘাত এসে পৌঁছা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে নবুয়্যাত ও প্রথম খলিফার আমলে না হলেও দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর খেলাফতকালে বিশ্বনবীর সাহাবীগণের কেউ কেউ এই উপমহাদেশে আগমনের মাধ্যমে হাদীসের প্রচার ও চর্চা শুরু করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর শাসনামলে যে সকল সাহাবা (রা) ভারত তথা বঙ্গদেশে আগমন করে হাদীস চর্চায় ব্রত হন তাঁদের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবান, হযরত আসেম ইবনে আমর আততামীমী, হযরত সুহার ইবনে আল আবদী, হযরত সুহাইব ইবনে আদী ও হযরত আল হাকাম ইবনে আবিল আস সাকাফী (রা)-এর নাম নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে পাওয়া যায়।[১]

অতপর হযরত উসমান, হযরত আলী ও আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনামলেও ভারতে সাহাবীদের আগমন অব্যাহত থাকে। কিন্তু এ যুগে ভারত আগমনকারী মাত্র ০৩ জন সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যায়। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) এর খিলাফত কালে যে দুইজন সাহাবী ভারতবর্ষে আগমন করেন তাঁরা হলেন (১) হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে মা'মর আততামীমী ও (২) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা ইবনে হাবীর ইবনে আবদে শামস। আর হযরত আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে আসেন হযরত সিনান ইবনে সালমাহ ইবনে আল মুহাব্বিক আল হুযামী। তদানীন্তন ইরাক শাসনকর্তা যিয়াদ তাঁকে ভারত সীমান্তের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। সাহাবীগণের পর বহু সংখ্যক তাবিঈ ভারতে আগমন

১. সিয়ারুস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

করে ইলমে হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভারত উপমহাদেশে সাহাবীগণ ছিলেন ইলমে হাদীস প্রচারের সর্ব প্রথম মাধ্যম। তাঁরা ছিলেন দ্বীন ইসলাম প্রচারে নিবেদিত প্রাণ ও অগ্রদূত। তাঁরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন ও হাদীস প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদেরকে অনুসরণ করেছেন তাবেঈগণ। সে সময়ে আরবীয় বণিকগণের মাধ্যমেও ভারতের বিভিন্ন বন্দর ও ব্যবসা কেন্দ্রে ইসলাম প্রচারের সাথে কুরআন-হাদীসের ব্যাপক চর্চা সাধিত হতে থাকে। তাঁদের ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে মাত্র ৭০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা এতবৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ৯৩/৭১১ সনে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম (৯৩-৯৬/৭১১-৭১৪) যখন সিন্ধু বিজয় করেন তখন মুসলিম জনগণের নিরাপত্তার জন্য কেবল মুলতানেই পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বহর নিয়োগ করতে হয়।[১]

খলিফা ও আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামল

খোলাফায়ে রাশেদা ও আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে বঙ্গদেশে হাদীস চর্চায় যে সকল সাহাবী (রা) অসামান্য অবদান রেখে আজো ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে নাম অঙ্কিত করে চির- স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন এখানে তাঁদের সে অবদান সর্ম্পকে সম্যক আলোকপাত করার প্রয়াস চালানো হলো।

হযরত উমরের (রা) খেলাফতকাল

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, আরব বণিকগণ বাণিজ্যিক প্রয়োজনে নৌ ও স্থলপথে উপমহাদেশে উপণীত হয়েছিলেন। এটা ছিল সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ। সে সময়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন ধর্মীয় উপাসনা যথাঃ শীয়া কিংবা খারেজী, উমাইয়া কিংবা হাশেমী কোন গোত্রীয় ভেদাভেদ দেখা দেয়নি। মূলত; রাসূল (সা) কলহপ্রিয় আরব জাহানের সকল যুদ্ধ বিগ্রহ ও ভেদাভেদ খতম করে সুদৃঢ় ঐক্যের মাধ্যমে ইসলামের সোনালী ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে কোন ধরণের ফাটল সৃষ্টি হয়নি। রাসূল করীম (সা)-এর অনুসরণে

---

১. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিবঃ আহলে হাদীস আন্দোলন-পৃঃ ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবায়ে কেরামগণ ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য একযুগে সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। সারা বিশ্বে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ও ধ্যান ছিল। সেমতে রাসূল (সা)-এর ওফাতের বার বছরের মধ্যে একদিকে নীল নদের অপর পার এবং অন্য দিকে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এই উপমহাদেশে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে যে ক'জন সাহাবী অংশ গ্রহণ করেন নিম্নে তাঁদের সম্পর্কে কিঞ্চিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইতবান

তিনি মদীনার আনসারদের একটি গোত্র বনুল হুবলার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ও আনসারদের মাঝে তিনি ছিলেন অন্যতম নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তিত্ব।[১]

তিনি ২১ হি/৬৪১ খ্রীঃ সালে ইবনে আবি ওয়াক্কাসের স্থলে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে সে বছরর শেষ ভাগে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত হন।[২]

এরপর তিনি পূর্ব ইরান ও উপমহাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের সূচনা করেন। তাঁর ইন্তেকালের তারিখ সম্পর্কে ইতিহাসে কিছু পাওয়া যায়নি।[৩]

হযরত আসেম ইবনে আমর তামীমী

তিনি হলেন রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম একজন, যিনি ছিলেন খ্যাতিমান একজন সৈনিক।[৪] ইরাক বিজয়ে তিনি বিশ্ব বিশ্রুত জেনারেল হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের সাথে শরীক থেকে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[৫] তিনিই প্রথম আরব

---

১. তাবারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৬৩৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৬০৮- ২৬০৯

৩. আসকালানী, এসাবা, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৮১৭, যাহাবী, তাজরীদ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৫। ইবনে আসীর, উসদুল গাবা ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯৯।

৪. তাবারী পৃষ্ঠা- ২৫৬৯।

৫. তাবারী, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ২০২৭-২০৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল, যিনি হিলমন্দের পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন এবং সিন্ধু উপত্যকার বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন।[১]

হযরত সুহার ইবন আবদী

তিনি আব্দুল কায়েস গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। ৮/৬৩১ সালে তিনি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে হুজর থেকে মদীনায় আগমন করতঃ ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উমরের (রা) খেলাফত কালে তিনি বসরায় গমন করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধসমূহে অংশ নেন। সিন্ধু নদের পূর্বাঞ্চলের যে বিবরণ তিনি প্রদান করেছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, এখানকার ভৌগলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি খুবই ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং অধিবাসীদের সাথেও গভীর যোগাযোগ রাখতেন। হযরত সুহার একজন "নাসেবী" অর্থাৎ ওসমান (রা)-এর সমর্থক ছিলেন। সম্ভবত আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলের শেষ ভাগে তিনি বসরায় ইন্তেকাল করেন।[২]

হযরত সুহায়ল ইবন আদী

তিনি আযদ গোত্রের লোক ছিলেন এবং বনুল আশহালের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সাহাবী ছিলেন কি না এ বিষয়ে সরাসরি কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না (১) তবে ১৭ হি./৬৩৭ খ্রী: তিনি আল জযীরার বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানের নেতা ছিলেন।

হাকাম ইবনে আবুল আস সাকাফী

তিনি বসরায় হিজরতকারীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি নিজে রাসূল (সা)-এর প্রমুখাৎ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং মুয়াবিয়া ইবনু কুররা আল মুযানী (মৃত্যু ১১৩ হি.) তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

১. ইবন আবদিল বার, আল ইস্তিআব, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১২২৬ হিঃ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫০০, আস কালানী এসাবা ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬১৪।

২. ইবন সা'দ তাবাকাত ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৬১; ইবন আবদিল বার, ইস্তিহাব ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সকীফ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই গোত্রের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক লোক ১১ হিজরীর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বিদায় হজ্জে রাসূল (সা)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। সেমতে হাকাম যে সাহাবী এবং তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ যে মারফু, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তদুপরি যাহাবীও তাঁর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি হি. ৪৪ সালে ইন্তেকাল করেন।

হযরত উসমান (রা)-এর আমলে বঙ্গে হাদীস চর্চা

মুকরান থেকে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় আরবগণ বিজয়ী হলে সেখানকার অধিবাসীরা খিরাজ দিতে সম্মত হয় এবং আরবগণ স্বদেশে ফিরে যান। কিন্তু বর্বর, দুর্ধর্ষ,পার্বত্য উপজাতি মনে প্রাণে বশ্যতা স্বীকার করেনি। ফলে আরবগণ দেশে প্রত্যাবর্তন করতেই তারা বিদ্রোহের পথ বেছে নেয় এবং খিরাজ বন্ধ করে দেয়। এ অবস্থায় কয়েকজন সাহাবী অত্রাঞ্চলে আগমন করেন, তাঁদের মাঝে অন্যতম কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ;

উবায়দুল্লাহ ইবনু মা'মার তামিমী

এসব বিদ্রোহী উপজাতিকে দমন করার জন্য পরবর্তী খলিফা হযরত উসমান (রা) সাহাবী উবায়দুল্লাহ ইবন মা'মার তামিমীকে প্রেরণ করেন, তিনি ছিলেন মদীনার ধনাঢ্য বাসিন্দা। তিনি বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারীও ছিলেন।[১] তাঁর এই নিয়োগের সঠিক তারিখ/সন অজ্ঞাত। কিন্তু তাবারীর বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, হযরত উসমান ২৩ হিজরীতে খলিফা হওয়ার পরেই তাঁকে মুকরান অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন।[২] মুকরানে পৌঁছে হযরত উবায়দুল্লাহ শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের শক্ত হাতে দমন করেই ক্ষান্ত হননি বরং সিন্ধু নদ

---

১. ইবন আবদিল বার, ইস্তিআব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫০৪, ইবুনল আসীর, উসদুল গাবা, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৫, যাহাবী, তাজরীদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৯১, আসকালানী, এসাবা, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৩।

২. তাবারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৮২৮-২৮২৯।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাও করতলগত করেছিলেন।[১] এভাবে আরবদের ক্ষমতা স্থায়ী হয়ে যায় এবং অত্রাঞ্চলে হাদীস চর্চা প্রসারতা লাভ করতে থাকে।

আব্দুর রহমান ইবন সামুরা

আব্দুর রহমান ইবন সামুরা ইবন হাবীব ইবন আবদ শামস্ ইবন আবদ মানাফ ছিলেন পরবর্তী সাহাবী, যাঁর উল্লেখ হযরত উসমানের খিলাফত কালে ভারতীয় উপমহাদেশের বিরুদ্ধে অভিযানের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তিনি কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল (সা) তাঁর নাম রাখেন আব্দুর রহমান। ইতোপূর্বে তাঁর নাম ছিল আবদ কিলাল অথবা আব্দুল কাবা। ৯ম হি./ ৬৩০ খ্রীঃ আব্দুর রহমান তাবুক যুদ্ধে রাসূল (সা)-এর সাথে শরীক হন। তিনি রাসূল (সা) প্রমুখাৎ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবন আব্বাস, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব, ইবন সিরীন, আব্দুর রহমান ইবন আবী লায়লা এবং হাসান বসরীর ওস্তাদ হওয়ার ও গৌরব অর্জন করেন, তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহের মধ্যে একটি বুখারী ও মুসলিমে এবং দু'টি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।[২]

৩১ হি./৬৫০ খ্রীঃ রবী ইবন যিয়াদের স্থলে আব্দুর রহমান সীস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন।[৩] তিনি অত্যন্ত সাহসী ও কর্মঠ জেনারেল ছিলেন। কার্যভার গ্রহণের পরই তিনি যরঞ্জ থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা অধিকার ভূক্ত করে নেন। হেলমন্দ নদীর নিম্নাঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হয়ে রুদবারের নিকটে ভারতীয়দের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এ স্থানটি বর্তমানে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত।[৪] তিনি বিজয়ী বেশে বুসত পর্যন্ত পৌঁছে যান। বুসত থেকে তিন মঞ্জিল দূরে একটি পাহাড়ে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮২৯।

২. ইবন সাদ তাবাকাত ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা- ১০১। ইবন আবদিল বার ইস্তিয়াব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৩৯৩-৯৪। ইবনুল আসীর, উসদুল গাবা ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা- ২৯৭-৯৮। আস কালানী, এসাবা ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৯৬৩-৬৪, আসকালানী তাহযীবুত্তাহযীব, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩২৫ হি. ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা- ১৯০, সাফিয়ুদ্দিন, খুলাসা, পৃষ্ঠা- ১৯৩।

৩. ইলিয়ট, প্রাগুক্ত ১ম খন্ড।

৪. মজুমদার প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সূর্যদেবের মন্দির ছিল, যাকে আরবরা "যুর" বলত। তার মূর্তি ছিল স্বর্ণ নির্মিত এবং চক্ষুর স্থলে দু'টি পদ্ম রাগমণি সংযুক্ত ছিল। আল-যুর নামে খ্যাত এই পাহাড়টি তখন সিন্ধুর অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১] ইবন সামুরা মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তির এক হাত কেটে ফেলেন এবং পদ্মরাগমণি দু'টো বের করে নেন। অতপর এই স্বর্ণ ও পদ্মরাগমণি সেই অঞ্চলের শাসনকর্তার হাতে ফেরত দিয়ে বললেন; আমি কেবল প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে, এই মূর্তি কোন ক্ষতি কিংবা কোন উপকার করতে পারে না। বলা বাহুল্য, শাসনকর্তা তখন নিকটে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে ব্যাপারটি অবলোকন করছিল।[২] সিন্ধু এলাকায় সাফল্যের সাথে প্রবেশ করার পর আব্দুর রহমান যরঞ্জ প্রতিগমন করেন। ৫০হি./৬৭০খ্রী: সালে তিনি বসরায় ইন্তিকাল করেন। বসরায় তাঁর নামে সড়কের নাম রাখা হয়েছিল "সিক্কা ইবন সামুরা"।[৩]

---

১. য়াকুত, মুজামুল বুলদান, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৫৫৬ লেস্টেঞ্জ পৃষ্ঠা- ৩৪৫।

২. বালাযুরী, ফুতুহ পৃষ্ঠা- ৩৯৪।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উমাইয়া শাসনামলে আগমন

উমাইয়া শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চায় যে সকল মনীষী ও হাদীস বিশারদগণ অত্রাঞ্চলে আগমন করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের বর্ণনা নিম্নরূপ।

সিনান ইবনু সালামা আল-হুযালী

ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনকারী সর্বশেষ সাহাবী ছিলেন সিনান ইবনু সালামা মুহাব্বিক আল-হুযালী (৮-৫৩ হি/৬২৯-৬৭৩ খ্রীঃ) তাঁর জন্মের পর স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁর এ নাম রেখেছিলেন। তিনি প্রকৃতই একজন সাহাবী ছিলেন। কেননা রাসূল (সা) তাঁকে শৈশব কালে দেখেছিলেন। ইবন হাজার তাঁকে কম বয়সী সাহাবী গণ্যকরে ইসবা গ্রন্থে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সেমতে রাসূল (সা) থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীস সমূহকে "মুরসাল" গণ্য করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবন মাজা ও নাসাঈ-তে সংরক্ষিত আছে।

ইরাকের গভর্ণর ৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সিনানকে উপমহাদেশীয় অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন।[১] তিনি মুকরান জয় করেন। মুকরান শহরের ভিত্তিস্থাপন করে সেটাকে স্বীয় বাসস্থান হিসাবে নির্বাচিত করেন এবং রাজস্ব ব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি একজন পারদর্শী ও সুযোগ্য জেনারেল হিসাবে তাঁর কর্মদক্ষতা প্রমাণ করেন। তবে অজ্ঞাত কারণে তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে রশীদ ইবন আমর জুদায়দীকে গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। আযদ গোত্রের সাথে সম্পর্কশীল এই গভর্ণর মেদীদের সাথে লড়াইয়ে নিহত হলে পূনরায় ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিনানকে ডেকে এনে সাবেক পদে বহাল করা হয়।[২] তিনি কায়কানন ও বুধ জয় করেন এবং তথায় দু'বছর পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুসদারে শাহাদাত বরণ করেন। কুসদারের বর্তমান নাম খুযদার, ইহা বেলুচিস্তানে অবস্থিত।

---

১. ইবনুল ইমাদ শাযারাতুজ যাহাব, (মিশর পৃষ্ঠা- ১৩৫১-৫৩), প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৫।

২. চাচনামা, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সিনানের মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে কিছুটা জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। ইবন সা'য়াদের বর্ণনা[১] অনুযায়ী সিনানের ইন্তিকাল হাজ্জাজের শাসনামলের শেষ ভাগে হয়েছিল। রেজাল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ এ বর্ণনাই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এটা অনুমানের বাইরে, কেননা ফতহুল বুলদান ও চাচনামায় লিখিত আছে যে, সিনানের ইন্তিকাল ভারতীয় সীমান্তে তাঁর সামরিক অভিযানকালে হয়েছিল।

মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরা

মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরা আযদি (৬২৯-৭০২ খ্রী:) আমীর মুয়াবিয়ার খেলাফত কালে ভারতে আগমন করে হাদীস চর্চায় নিয়োজিত থেকে অত্রাঞ্চলে এ কাজের প্রসারতা ঘটান। তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ তাবেঈ। তাঁর নাম ইস্তিআব, উসদুল গাবা, তাজরীদ, ইসাবা গ্রন্থে বিদ্যমান আছে বিধায় তাঁকে সাহাবী মনে করা হয়। কিন্তু রেজাল শাস্ত্রের সমালোচকগণ একমত যে, মুহাল্লাব একজন প্রবীণ তাবেঈ ছিলেন, সাহাবী নন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবন উমর, আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস,সামুরা ইবন জুনদুব ও বারা ইবন আজেব প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। অপর দিকে আবু ইসহাক সাবিয়ী, মিসাক ইবন হারব ও উমর ইবন সাইফ বসরী মুহাল্লাবের বরাত দিয়ে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি ছিলেন একজন "সিক্বা" (নির্ভরযোগ্য রাবী)। তিনি ৮হি./৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খোরাসানের জেলা মারভ আর-রুযের রাগুল নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।[২] মুহাল্লাব থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও মুসনাদ আহমদ ইবন হাম্বলে লিপিবদ্ধ আছে।

মুহাল্লাব আব্দুর রহমান ইবন সামুরার একজন অধীনস্ত জেনারেল হিসাবে ৪৩হি/৬৬৩ খ্রী: সালে সিজিস্তান আগমন করেন। মূল সেনাবাহিনী থেকে আলাদা হয়ে তিনি একদল সৈন্য

---

১. ইবন সায়াদ, তাবাকাত ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৪।

২. তাবারী ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা- ১০৮২। তিনি রাগুল এর স্থলে যাগুল লিখেছেন। ইবন সা'দ তাবাকাত, ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৯৪, নবভী, তাহযিবু আসমায়ির রিজাল, কৃত উষ্টেন ফিল্ড গুটেনজন ১৮৪২-৪৭ খ্রীঃ পৃষ্ঠা- ৫৮২।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এ দলের সৈন্যরা ছিল তাঁর নিজ গোত্র আযদের লোক। তিনি ৪৪হি/৬৬৪ খ্রীঃ সালে কাবুল এলাকা অতিক্রম করে লাহোর পর্যন্ত পৌছেন এবং বান্নু ও লাহোরের মধ্যবর্তী এলাকায় হানাদেন। বিগ্রস "তারিখ-ই-ফেরিস্তা" অনুবাদে লিখেন, মুহাল্লাব মুলতান পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এ মুদ্রিত মূলগ্রন্থে এ কথা লিখিত নেই। সম্ভবত অনুবাদক আরবী বাক্যটির সঠিক অর্থ বুঝতে সক্ষম হননি।

"ফেরিশতা" একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লিখেছেন, যদ্দারা রেজাল শাস্ত্রে একটি জরুরী বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। ঘটনা এই যে, মুহাল্লাব তাঁর সাথে বার হাজার ভারতীয় বন্দী নিয়ে যান এবং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান হয়ে যায়। খাতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, খালাফ ইবন সালিম সিন্ধী (মৃঃ ২৩১ হি.) মুহাল্লাব পরিবারের "মওলা" (মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম) এবং একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বংশোদভূত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একাধিক সাহাবী ভারতে আগমন করেছিলেন। তাঁরা রাসূল (সা)-এর সাহাবী ছিলেন বিধায় হাদীস বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান রাখতেন, নিজেরা চর্চাও করতেন কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশ, কোন স্থানে স্বল্পকাল অবস্থান অথবা হাদীস শিখানো যায়- এমন কোন মুসলমান স্থায়ী বাসিন্দা না পাওয়ায় এ দেশে তাঁরা যথাযথভাবে হাদীস প্রচার করতে পারেননি। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ জানানেই, তবে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, সেকালে পরিস্থিতি এমন ছিল, যার মধ্যে হাদীস প্রচারের কাজ পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব ছিল না। এ কাজের সূচনা তখনই করা হয় যখন হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ দশকে সিন্ধুতে মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম হয়।[১]

আমরা এ পর্যায়ে উমাইয়া যুগের যে সকল খলিফার আমলে অত্রাঞ্চলে তথা বঙ্গ দেশে হাদীস চর্চায় যে প্রসারতা লাভ করে মূলতঃ সে দিকে দৃষ্টি রেখে সম্যক আলোকপাত করার প্রয়াস চালাব। বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের এ উপমহাদেশে তথা তদানীন্তন বঙ্গদেশে

১. ড. মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃষ্ঠা- ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসকগোষ্ঠী কুরআন হাদীস তথা ইসলাম প্রচারকদেরকে এ মহতকাজে যে ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তাতে করে এ সকল মনীষীদের পক্ষে এটা আঞ্জাম দেওয়া খুবই সহজ লভ্য ব্যাপার না হলে ও অনুকূল পরিবেশের কারণে তা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়নি। আমরা জানি ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বঙ্গদেশে আরব শাসনামলে হাদীসের আগমন ও প্রচার শুরু হয় সিন্ধু উপনিবেশ দিয়ে। আরব শাসকগণের প্রথমে সিন্ধুতে আগমনের মধ্য দিয়ে অত্রাঞ্চলে হাদীস চর্চা শুরু হয়। হিজরী প্রথম শতকের শেষ দশকে সিন্ধুতে আরব শাসন প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এর ফলে এ রাজ্যের দ্বার আরবদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়।[১] সমুদ্র পথে বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে আরবদের পরিচয় আগেই ঘটেছিল।[২] এবার বসরার সাথে শীরায, কিরমান এবং মুকরান উপকূল দিয়ে সিন্ধুর সঙ্গে স্থল পথেও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো।[৩] সুতরাং জল ও স্থল উভয় পথেই আরব দেশের সঙ্গে সিন্ধুর যোগাযোগ স্থাপিত হলো এবং দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যাতায়াত সহজতর হলো। হি. ৯৩/৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর থেকে এসব পথেই বহুসংখ্যক আরবের সিন্ধুতে আগমন ঘটে।[৪]

তারা মুকরান থেকে দেবল পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে।[৫] দক্ষিণ ভারতে বসবাসকারী তাঁদের স্বদেশীয়দের মত তারাও ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে সিন্ধু তার প্রতিবেশী দেশসমূহের এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিণত হয়।[৬] এ ছাড়া ও কিছু সংখ্যক আরব সৈন্য সিন্ধুতে বসতি স্থাপন করে এবং এভাবে সেখানে আরবদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। একটি মাত্র

---

১. প্রাগুক্ত।

২. A literary History of the Arabs, Nicholson, ১৯৩৮ খ্রিঃ, পৃষ্ঠা- ৫৭৪ Der Islam is morgen and Muller.

৩. মজুমদার গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪৫।

৪. বালাযুরী, পৃষ্ঠা- ৪৩৭, মর্গটন, পৃষ্ঠা- ২১৮।

৫. নাদাভী, উল্লেখিত কিতাব, পৃষ্ঠা- ৩০৪, ইলিয়ট History of India পৃষ্ঠা- ৪৬৮।

৬. Arnold, The Preacting of islam, লন্ডন ১৯৩৫ খ্রিঃ, পৃষ্ঠা- ২৭৩, ইলিয়ট ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় থেকে তাঁদের সংখ্যাধিক্যের প্রমাণ পাওয়া যায় আর তা হচ্ছে কেবল মুহাম্মদ বিন কাসিমেরই ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) অশ্বারোহী বাহিনী ছিল যাদের সকলেই ছিলেন নিয়মিত সৈন্য।[১] সামরিক গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু স্থান যেমন মানসুরা, আলোর প্রভৃতি স্থানে আরব সৈন্যদের স্থায়ী ছাউনি গড়ে তোলা হয়েছিল। এমনিভাবে আরব সাম্রাজ্যের এই দূর প্রাচ্যে কিছু সংখ্যক আরব উপনিবেশ গড়ে ওঠে, যেমন মানসুরা, মুলতান, দেবল, সিনদান, কুসদার ও কানদাবিল।[২] কালক্রমে এসব স্থানে এ আমলে গড়ে ওঠে সিন্ধুর ইসলামী জ্ঞানের আদি পাদপীঠ আর এতে করে রাসূল (সা.)-এর পবিত্র হাদীস প্রচার ও চর্চা প্রসারিত হতে থাকে।

খলিফা ওয়ালিদ ইবন আবদিল মালিকের শাসনামল

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বঙ্গে হাদীস চর্চার প্রসারতা ঘটে মূলতঃ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পর থেকেই। এখানে এ বিষয়ে সম্যক আলোকপাত করা দরকার যে, সিন্ধু নদের পশ্চিমাঞ্চলে এর পূর্বাঞ্চলের আগেই ইসলামী ভাবধারার প্রসার ঘটেছিল। কেননা হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত কালে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আরবরা মুকরান, তুরান ও বুদাহাসহ সিন্ধু নদের পশ্চিম উপকূলের রাজ্যসমূহ জয় করে এবং দু'দশকের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে এসব স্থান আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হয়। অথচ সিন্ধুর পূর্বাঞ্চল বিজিত হয় আরো অনেক পরে অর্থাৎ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবন আবদিল মালিকের সময়ে ৮৬-৯৬/৭০৫-৭১৫ সালে। ইতোপূর্বে মহানবী (সা)-এর বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবী সিন্ধুর পশ্চিমাঞ্চলে আগমন করে কুরআন-হাদীস চর্চার কাজে নিয়োজিত থাকলেও তাঁরা পূর্বাঞ্চলে আগমন করতে পারেননি। এ পর্যায়ে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় যে, এ সময়ে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা কুরআন-হাদীস চর্চার ব্যাপক প্রসার না হলেও আমগন ঘটেছিল। সিন্ধুতে ইসলামী বিজ্ঞানের আগমন ও প্রসারের সর্ব প্রথম যে লিপিবদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হল ; মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পরবর্তীকালের ঘটনা। আমরা জানতে পারি আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকে ছিলেন

১. চাচনামা, পৃষ্ঠা- ১৯২।

২. নাদাভী, উল্লেখিত কিতাব, পৃষ্ঠা- ৩০০, ইলিয়ট ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন পাঠক (কুররা) যাঁদের ওপর আল হাজ্জাজের নির্দেশ ছিল কুরআন পাঠে নিয়োজিত থাকার।[১] কেবল তাই নয়, কুরআন ও সুন্নায় শিক্ষিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ও মুহম্মদ বিন কাসিমের সংগে সিন্ধুতে আগমন করেন।[২] তারপর থেকে আরবদের বিপুল সংখ্যায় আগমনের সাথে সাথে কিছু বিদ্বান ব্যক্তি ও সিন্ধুতে এসে বসতি স্থাপন করেন যাঁদের পরিশ্রম ও জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসার ফলেই সম্ভবত আরব উপনিবেশসমূহ ইসলামী শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে গড়ে ওঠে।

এ আমলে যারা সিন্ধুতে আগমন করে এলমে হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মাঝে অন্যতম ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে আলোচনা ও তাঁদের অবদান উপস্থাপন করা হলো।

মূসা ইবন ইয়াকুব আস সাকাফী

তিনি মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমের সংগে সিন্ধুতে আসেন এবং আলোরের কাযী নিযুক্ত হন। তিনি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন, তিনি রাসূল (সা.)-এর হাদীসের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[৩]

বিদ্যা ও পান্ডিত্যের জন্য "উচু" এটা তাঁর পরিবারের খ্যাতি ছিল দীর্ঘদিনের। ৬১৩/১২১৬ সনে তাঁর একজন বংশধর ইসমাঈল ইবন আলী আস-সাকাফী "বিদ্যার খনি" এবং প্রতিদ্বন্দ্বিহীন জ্ঞানের জীবনী শক্তি নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং এ থেকেই তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪]

---

১. চাচনামা, পৃষ্ঠা- ৭৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯।

৩. চাচনামা, পৃষ্ঠা- ১৮৬-১৮৭, ইলিয়ট ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৪-২০২।

৪. চাচনামা, পৃষ্ঠা- ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

সুলায়মান ইবন আবদিল মালিকের শাসনামল

উমাইয়া খলিফা সুলায়মান ইবন আবদিল মালিকের শাসনামলে বঙ্গ দেশে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার বেশ কিছু ইতিহাস জানা যায়। তাঁর শাসনকালে এ অঞ্চলে যিনি সর্বাধিক হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণালী অক্ষরে নাম লিখাতে সক্ষম হয়েছিলেন; তিনি হলেন ইয়াযিদ ইবন আবি কাবশা আস সাকাফী-আদ-দামেশকী, সুলায়মান বিন আবদিল মালিক খলিফা নিযুক্ত হয়ে সিন্ধু থেকে মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর স্থলে ইয়াযিদ ইবন আবি কাবশাকে নিয়োগ করেন। তিনি অবশ্য সিন্ধুতে মাত্র ১৮ দিন অবস্থানের পর ইন্তেকাল করেন।[১]

ইয়াযিদ ছিলেন একজন তাবেঈ। তিনি হযরতের সাহাবী আবুদ-দারদা [২], শুরাহবীল ইবন আওস [৩], এবং মারওয়ান ইবনুল হাকামের [৪] কাছ থেকে বেশ কিছু হাদীস গ্রহণ করেছিলেন। হাদীস সমালোচকরা তাঁকে "সিক্বা" অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য রাবী (হাদীসের বর্ণনাকারী) বলে গণ্য করেছেন। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে আবু বিশর, আল হাকাম ইবনুল ওতায়বা, আলী ইবনুল আকমার, মুয়াবিয়া ইবন কুররা আল-মুযানী এবং ইবরাহিম আস সাক সাকী ছিলেন[৫] হাদীসের প্রখ্যাত রাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীস সমূহ আল বুখারীর [৬] সাহীহ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানীর কিতাবুল আসার এবং আল হাকেম আন-নায়সাবুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।[৭]

---

১. বালাযুরী পৃষ্ঠা- ৪৪২, মর্গটিন, পৃষ্ঠা- ২২৫, ইবনুল আসীর ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৮২।

২. যাহাবী, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ১৭৫।

৩. যাহাবী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৭৩।

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৫।

৫. আসকালানী, তাহযীব, ১১শ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৪-৩৫৫, তাহযীব নওল কিশোর প্রেস লক্ষ্ণৌ, পৃষ্ঠা- ৩৯৯।

৬. সফিউদ্দীন, খুলাসা, পৃষ্ঠা- ৩৭৩, জামে সহীহ্ কিতাবুল জিহাদ পৃষ্ঠা- ১১১।

৭. আসকালানী, পৃষ্ঠা- ৩৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওমর ইবন আব্দুল আজিজ-এর আমলে বঙ্গে হাদীস চর্চা

উমাইয়া শাসনামলের প্রখ্যাত খলিফা দ্বিতীয় ওমর অর্থাৎ ওমর ইবন আব্দুল আজিজ এর সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বঙ্গ দেশে হাদীস অনুশীলন ও প্রচারের কিছু ইতিহাস জানা যায়। এতদাঞ্চলে হযরত আমর ইবন মুসলিম বাহেলী নামক একজন প্রসিদ্ধ হাদীসবীদ এ মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। হযরত বাহেলী মূলতঃ ইয়ালা বিন ওবাইদের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি এ সময়ে সিন্ধু এলাকার শাসনর্কতা নিযুক্ত হয়ে হাদীস চর্চা ও প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ঐ পদে বহাল থাকেন। তাঁরই শাসনামলে খলীফার আহবানে সাড়া দিয়ে অনেক রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। একজন সৈনিকের জীবন ঝুকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাদীস চর্চা করতেন আর আবু তাহির স্বয়ং তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় ইয়াযিদ ইবন আব্দুল মালিকের শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা

বঙ্গদেশে হাদীস চর্চায় উমাইয়া আমলের হাদীস বেত্তাদের মাঝে অন্যতম হলেনঃ আল-মুফাদ্দাল ইবনুল মুহাল্লাব ইবন আবি সুফরা (মৃঃ ১০২ হি.)। খলিফা ২য় ইয়াযিদ ইবন আব্দুল মালিকের খেলাফতকালে খোরাসানের একজন প্রাক্তন গভর্ণর ইয়াযিদ ইবন মুহাল্লাবের নেতৃত্বে আল ইরাকে একটি অভ্যুত্থান ঘটে। তাঁর উমাইয়া বিরোধী মনোভাবের ফলে ইয়াযিদ ইবন মুহাল্লাব আল-কুফা ও আল বসরার সমর্থন লাভে সক্ষম হন। প্রথম দিকে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্যও লাভ করেছিলেন। কারণ ফারিস আল-আহওয়ায, কিরমান এবং কান্দাবিল (সিন্ধুর অংশ বিশেষ) প্রদেশ তথা সিন্ধুর তীর পর্যন্ত খলীফার শাসন পর্যুদস্ত করে। ২য় ইয়াযিদ এসকল স্থানে তাঁর নিজের লোক নিয়োগ করেন।[১] বিদ্রোহ দমনের জন্য খলীফা স্বীয় ভ্রাতা মাসলামা ইবন আব্দুল মালিককে প্রেরণ করেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইয়াযিদ ইবনুল মুহাল্লাব পরাজিত এবং পুত্রগণসহ নিহত হন। তাঁর পরিবারের সদস্যদের মাঝে যাঁরা প্রাণে বাঁচেন,[২]

---

১. ইলিয়ট, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৪৪০।

২. ইবন আসীর, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা নৌকাযোগে কান্দাবিল (আধুনিক গান্দাতা) পালিয়ে যান ।[১] তখন ইহা সিন্ধুর একটি প্রদেশ ছিল[২] কিন্তু সেখানেও তাঁরা মৃত্যুকে এড়াতে সক্ষম হননি । কান্দাবিলের গভর্ণর ওয়াদ্দা ইবন হামিদ যিনি মুহাল্লাবের বদৌলতে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তিনি বিশ্বাস ঘাতকতা করলেন । খলীফার চর হিলাল ইবনুত তামীমী যখন তাঁদের পশ্চাদধাবন করে কান্দাবিলে উপস্থিত হন, ওয়াদ্দা ইবন হামিদ তাঁদের সন্ধান বলে দেন । তবে আল মুহাল্লাবের সাহসী সন্তানেরা আত্মসমর্পন না করে বীরের মত যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করেন ।[৩]

সিন্ধুর কান্দাবিলে নিহত আল মুহাল্লাবের পুত্রদের মধ্যে আল মুফাদ্দালকে হাদীসের রাবী হিসাবে অভিহিত করা হয় । তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ী [৪] এবং হযরতের সাহাবী আন-নুমান ইবন বাশীরের [৫] প্রমুখাৎ হাদীস বর্ণনা করতেন । তাঁর পুত্র হাজিব, সাবিত আল-বুনানী এবং জারীর ইবন হাযিম আল-মুফাদ্দালের প্রমুখাৎ হাদীস বর্ণনা করতেন ।[৬]

ইবন হিব্বান ও অন্যান্য হাদীস বেত্তাগণ আল মুফাদ্দাল কে ''সাদুক'' বা বিশ্বাসযোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন ।[৭]

১. বালাযুরী পৃষ্ঠা- ৪৪১; মর্গটন, পৃষ্ঠা- ২২৬ ।

২. বালাযুরী পৃষ্ঠা- ৪৩৪; মর্গটন পৃষ্ঠা- ২১৩ ।

৩. ইবন আসীর, প্রাগুক্ত ।

৪. তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস আবু দাউদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত আছে; সফীউদ্দীন, পৃষ্ঠা- ৩৭৩ ।

৫. যাহাবী,২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৬ ।

৬. আসকালানী, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৭৫ ।

৭. প্রাগুক্ত; আসকালানী তাকরীব, পৃষ্ঠা- ৩৬২ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বঙ্গে হাদীস চর্চায় তাবেয়ীদের আগমন

সাহাবাদের পর বহু সংখ্যক তাবেয়ী ভারতে আগমন করেছেন, ইতিহাস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমীর মুয়াবিয়ার যুগে সর্বপ্রথম যে তাবেয়ী ভারতে আগমন করেন, তিনি হচ্ছেন মুলহাব ইবনে আবূ সফরা। তিনি ৪৪ হিজরী সনে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা সাহাবীর সঙ্গে একজন সেনাধ্যক্ষ হিসেবে এখানে পদার্পণ করেন। তিনি সিজিস্তান ও কাবুল সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোরে এসে উপনীত হন। এছাড়াও অন্যান্য তাবেয়ীগণ যারা এখানে আগমন করেছিলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো।

সিনান ইবনে সালামাহ ইবনে মোহাব্বাক হুজাইলী (মৃ: ৫৩ হি:)। রেজাল শাস্ত্রবিদ ইবনে সা'আদ তাঁকে প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ী এবং ইবনে হাজার শেষ শ্রেণীর সাহাবী বলেছেন। তিনি হযরত মুআবিয়ার আমলে ইরাকের শাসনকর্তা জিয়াদ কর্তৃক সেনাপতি নিযুক্ত হলে সিন্ধুর কিকান প্রভৃতি বহু স্থান ইসলামী রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন।[১]

মোহাল্লাব ইবনে আবু সোফারাহ (মৃ: ৮৩ হি:) তিনি হযরত মুআবিয়ার আমলে সিস্তানের শাসনকর্তা আব্দুর রহমান সামুরার আদেশে পাঞ্জাবের লাহোর ও বান্না আক্রমণ করেন।[২]

মূসা ইবনে ইয়াকুব সাকফী সেনাপতি মোহাম্মদ ইবনে কাসেম কর্তৃক আলোরের কাজী নিযুক্ত হন এবং তথায় বসতি স্থাপন করেন।

ইয়াজীদ ইবনে আবু কাবশাহ দেমাশকী (মৃ: ৯৭ হি:)। উমাইয়া খলীফা সুলাইমান সেনাপতি মোহাম্মদ ইবনে কাসেমকে বরখাস্ত করে তাঁর স্থলে ইয়াজীদকে পাঠান।

---

১. আসকালানী, এসাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩২২-২৩।

২. ড. মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃষ্ঠা- ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আমর ইবনে মুসলিম বাহেলী (মৃঃ ১২৩ হিঃ) খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের আমলে (৯৯- ১০১ হিঃ) সিন্ধু এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

মোফাজ্জল ইবনে মোহল্লাব ইবনে আবু সোফরাহ (মৃঃ ১০২ হিঃ)। খোরাসানের শাসনকর্তা ইয়াজীদ ইবনে মোহল্লাব (তার ভাই) খলীফা ইয়াজীদ ইবনে আব্দুল মালেকের আমলে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং রাজকীয় সৈন্যের হাতে পরাজিত হন। মোফাজ্জল তাঁর পরামর্শক্রমে ১০২ হিঃ কান্দাবিলের (পাঞ্জাবের) আমীর ওদ্দা ইবনে হামীদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আবু মূসা ইসরাঈল ইবনে মূসা বসরী (মৃঃ ১৫৫ হিঃ)। তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী হজরত হাসান বসরী ও আবু মূসা আশজায়ী এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে সিন্ধু আগমন করেন এবং সিন্ধুতে বসবাসের ইচ্ছাপোষণ করেন।[১]

আবু বকর রবী ইবনে বসরী (মৃঃ ১৬০ হিঃ)। তিনি হজরত হাসান বসরী এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি খলিফা মাহদীর আমলে এক নৌবাহিনীর সাথে সিন্ধু আগমন করেন এবং তথাকার এক দ্বীপে ইন্তেকাল করেন।

আবু মা'শার নজীহ সিন্ধী (মৃঃ ১৭০ হিঃ) তিনি সম্ভবতঃ প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি যিনি হাদীস শাস্ত্রে বিশেষতঃ মাগাজীতে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি যুদ্ধবন্দী হিসেবে আরবে নীত হন এবং তথায় বিখ্যাত তাবেয়ীনগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।

আবু জা'ফর মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম দায়বলী (মৃঃ ৩২২ হিঃ)। তিনি হাদীস অন্বেষণে বসরা, কুফা, বাগদাদ, মক্কা, মিসর, দামেশক, বৈরুত, হাররান প্রভৃতি পরিভ্রমণ

১. যাহাবী, মীযান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৭; আসকালানী, তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

করেন এবং বড় বড় মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। অবশেষে নিশাপুরে বসতি স্থাপন করেন।[১]

আলী ইবনে মূসা দায়বলী। তিনি খালাফ দায়বলীর ওস্তাদ ছিলেন।

ইবরাহীম ইবনে মোহাম্মদ দায়বলী (মৃ: ৩৪৫ হি:)। তিনি বাগদাদের হাফেজে হাদীস মূসা ইবনে হারূন ও মক্কার বিখ্যাত মুহাদ্দিস আলী ইবনে সায়েল কবীর এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।

মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ দায়বলী (মৃ: ৩৪৬ হি:)। তিনি বসরার কাজী আবু খলীফা ও বাগদাদের মুহাদ্দিস জা'ফর ইবনে মোহাম্মদ ফারয়াবী প্রমুখ বহু মনীষীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।

খালাফ ইবনে মোহাম্মদ দায়বলী (মৃ: ৩৬০ হি:)। তিনি দেবলে শায়খ আলী ইবনে মূসা দেবলীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।

আবু বকর আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হারুন দেবলী (মৃ: ৩৭০ হি:)। তিনি প্রথমে রায়, পরে বাগদাদে গমণ করেন এবং তথাকার মুহাদ্দিস জা'ফর ইবনে মোহাম্মদ ফারয়াবী ও আহমদ ইবনে শরীফ কুফীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।

আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মোহাম্মদ মানসুরী। তিনি পারস্যের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবুল আব্বাস ইবনে আসরাম ও বসরার আবু রাওয়াক আহমাদুল হিজানীল প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।

আবু মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ জা'ফর মানসুরী (মৃ: ৩৯০ হি:)। তিনি হাসান ইবনে মোকাররাম প্রমূখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।

---

১. ইবন মুকরী, মাসআনী, আনসাব পত্র, ২৬৬ খ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আব্বাসী শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা

উমাইয়া শাসনামলের সমাপ্তির পর মুসলিম জাহানে আব্বাসীয় খলিফাগণ শাসন পরিচালনা করেন। মূলতঃ উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয় এবং কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উমাইয়া বংশের পতন সম্পন্ন হয়। অতপর ৭৫০ খ্রী: সালে কুফার মসজিদে আবুল আব্বাস খলিফা মনোনীত হলে আব্বাসীয় বংশের শাসন শুরু হয়। আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনামলে বঙ্গে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চার যে কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয় এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। আব্বাসীয় শাসনামলে যে সকল হাদীসবিদ অত্রাঞ্চলে এ মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাঁরা হলেন ;

আবু মূসা ইসরাঈল ইবন মূসা আল-বসরী নাযীলুস সিন্দ (মৃত্যু-৭৭১ খ্রী:)

এই প্রখ্যাত হাদীসবিদ ছিলেন মূলতঃ আল-বাসরার আদি বাসিন্দা। সম্ভবত বণিক হিসাবে তিনি সিন্ধুতে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অন্তত তাঁর নাম নাযীলুস সিন্দ থেকে তাই অনুমিত হয়। আবু মূসা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন এবং তিনি আল-হাসান আল-বসরী ও আবু হাযিম আল আশজাইর প্রমুখাৎ হাদীস বর্ণনা করতেন। হাদীসবিদ হিসাবে তাঁর স্থান ছিল অনেক ওপরে, কারণ সুফয়ান সাফরী,সুফয়ান ইবন উআয়না এবং ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল কাত্তানের মত ব্যক্তিরা তাঁর অনুসারী ছিলেন।[১] ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফে আবু মূসা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন জায়গায়। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সুনান গ্রন্থাবলীতেও সংরক্ষিত আছে।[২]

---

১. সামআনী, আনসাব, পৃষ্ঠা- ৫৯৩, (আশিক), আসকালানী, তাহযীব, ঐ লেখক তাকরীব পৃষ্ঠা- ৩৬২, আব্দুল হাই হাসানী, নুযহাতুল খাওয়াতির, ১ম খন্ড, তাযকেরা ইসরাঈল ইবন মূসা, মাআরেফ, ২২ খন্ড, সংখ্যা-৪ পৃষ্ঠা- ২৫১।

২. সফীয়্যুদ্দীন, খুলাসা, পৃষ্ঠা- ৩১, ইলিয়ট, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৪৪০ আর্নল্ড, ঐ গ্রন্থ পৃষ্ঠা- ২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আর-রাবী ইবন সাবীহ আল-সাদী-আল-বসরী

একজন হাদীসবিদ এবং হাদীসের প্রাথমিক গ্রন্থ রচয়িতাদের অন্যতম আর-রাবী ইবন সাবীহ[১] ওরফে আবু বকর [২], ইবন মা'আদের ভাষ্য অনুযায়ী আবু হাফস [৩] আব্দুল মালিক ইবন শিহাব আল মিসমাঈর অধীনে একটি নৌ বহরের সংগে (৭৭৫-৭৮৫ খ্রীঃ) ভারতে আসেন ৭৭৬ খ্রীঃ সালে। এই বহর আব্বাসী খলিফা আল মাহদীর খেলাফত কালে বারবাদ আক্রমন ও দখল করেন।[৪] বারবাদ ছিল তখনকার একটি বর্দ্ধিষ্ণু বন্দর।[৫] এই স্থানটিকে ভারভাট বলা হয়, এটা বারুচ-এর নিকটে অবস্থিত।[৬] বারবাদ আক্রমন করে এর সাফল্য আনয়নে আরবদেরকে বিরাট মূল্য দিতে হয়। কারণ স্বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে অনুকূল আবহাওয়ার জন্য তাঁদেরকে সেখানে কিছু সময় অবস্থান করতে হয়। ইতোমধ্যে উপকূলীয় এলাকায় প্লেগ রোগের পাদুর্ভাব ঘটে। ফলে এক বিরাট সংখ্যক আরব মারা যায়। আর-রাবী ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[৭] কিন্তু ইবন মা'আদের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর ইন্তেকাল নৌ সফরে হয়, একটি দ্বীপে তাঁকে দাফন করা হয়।[৮] ইবন ইমাদ ও অনুরূপ উক্তি করেছেন।[৯]

আল-বসরার মূল অধিবাসী আর-রাবী ছিলেন আল-হাসান আল বসরীর শিষ্য, যার নিকট তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর সময়কার নেতৃস্থানীয় হাদীসবিদ যেমন ; হামীদ আত-তাবীল, সাবিত আল বুনানী, মুজাহিদ ইবন জাবার এবং আরো অনেকের কাছ থেকে ও তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক হাদীস প্রচারকদের মাঝে আর

---

১. হাজী খলীফা, কাশফুযযুনুন, সংস্করণ *Fluegal* লন্ডন. ১৮৪২ ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা- ২৮।

২. রাবীর পিতার নাম বিভিন্নভাবে লিখা আছে। কেহ লেখেন ছাহেব, আবার কেহ বলেন ইবরাহিম।

৩. আবু হাফেস ইবন সাদ-এর মতে তাবাকাত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬ যাকে তাঁরা চাঁদ ভূল করে আবু হাফয পড়েছেন

৪. বারবাদ, ইলিয়ট ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪৬।

৫. তাবারী, ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৪৬০, ৪৭৬-৭৭, ইবন কাছীর তারিখ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯।

৬. ইবনুল ইসাদ, শাযরাত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ২৪৭।

৭. তাবারী, পূর্বোক্ত।

৮. ইবন সাদ তাবাকাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৬।

৯. ইবন ইমাদ, পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রাবী ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে তাঁর ছাত্রেরা যেমন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, সুফিয়ান আস সাওরী, ওয়াফী, আবু দাউদ আল তায়ালিসী এবং আব্দুর রহমান ইবনুল মাহদী হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১] এছাড়া তিনি ছিলেন হিজরী ২য় শতকের হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থনার ক্ষেত্রে অগ্রগামীদের অন্যতম।

হাদীস শিক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও হাদীস বিশারদগণ

এ আমলে এতদঞ্চলে হাদীস শিক্ষার যে সকল কেন্দ্র ছিল এবং এ সকল কেন্দ্রসমূহে যেসব হাদীস বিশারদগণ এ মহান কাজে নিয়োজিত থেকে ইতিহাসের সোনালী পাতায় তাঁদের নাম অঙ্কন করে গিয়েছেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস চালানো হবে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, হাদীসশিক্ষা তথা এর চর্চা দ্বিতীয় হিজরী সালে সিন্ধুতে প্রবর্তিত হলে ও চতুর্থ শতকের আগে এখানে হাদীসশিক্ষা এবং এর চর্চা খুব বেশী দুর অগ্রসর হতে পারেনি। চতুর্থ শতকে স্থানীয় ছাত্ররা বিদেশে এই শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। সিন্ধুতে ইসলামী শাসনের প্রথম দিকে হাদীস শিক্ষার বিকাশে এই মন্থর গতির পিছনে কিছু কারণ ছিল।

পরিস্থিতি শিল্প ও সাহিত্য চর্চার অনুকূলে ছিল না। কারণ এ সবের প্রবৃদ্ধির একটি প্রধান পূর্বশর্ত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী সরকারের অভাব। পূর্বাঞ্চলীয় খিলাফতে সিন্ধুর মর্যাদা রাজ্যের মত যাতে এর প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সদয় দৃষ্টি আকৃষ্টি হতে পারত। এর মর্যাদা ছিল কতকটা সীমান্ত চৌকির মত।[২]

১. আসকালানী,তাহযীব ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা- ২৪৭-৪৮ সাহাবী, মীযান, আসকালানী,লিসান, তাযাকিরাতুল রবী ইবন , সাবীহ রবী থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহ তালিকাতে বুখারী আবু দাউদ ও ইবন মাজায়-লিপিবদ্ধ আছে (সফিয়্যুদ্দিন, খুলাসা) পৃষ্ঠা- ৯৮।

২. বালাযুরী ফতুহ, পৃষ্ঠা- ৪৪২, মর্গাটন পৃষ্ঠা- ২৩০-২৩১, ২২৫-২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

অপর দিকে আরব, আল ইরাক ও খিলাফতের অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান কেন্দ্রের সংস্পর্শে সিন্ধু আসতে না পারায়-এর প্রসারতায় কিছু ব্যাঘাত ঘটে। কারণ এসব স্থান থেকে সিন্ধুর দূরত্ব ছিল অনেক তদুপরি যোগাযোগের ও তেমন কোন উপায় ছিল না।

নেহাৎ উদ্যমী ব্যবসায়ী অথবা দুঃসাহসিক উপনিবেশিক না হলে সমুদ্র বা স্থলপথে সিন্ধু আসার ঝুকি কেউ নিত না। তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুলতান ও মনসুরায় দু'টি পৃথক মুসলিম রাজ্য স্থাপন সিন্ধুতে আরব শাসনের নবযুগের সূচনা করে। স্বাধীন আরব শাসনের এই সময়টিকে সিন্ধুতে আরবদের তিনশ বছরের আধিপত্যের ইতিহাসে যুগের সন্ধিক্ষণ বলা হয়। বিভিন্ন সময়ে এসব রাজ্যে আগত পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, এ সময়ে সমগ্র সিন্ধুছিল শান্তি ও প্রগতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। হাদীস শিক্ষার যেটুকু প্রসার এ সময়ে ঘটেছিল, তা প্রথমতঃ সম্ভব হয়েছে সিন্ধুর এসব রাজ্যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুকূল ছিল বলেই। প্রকৃত পক্ষে, এ সময়ে সিন্ধী ছাত্রদের মধ্যে বিদেশে উচ্চতর হাদীস শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ ছিল অত্যন্ত প্রবল। আসসামআনীর (মৃঃ ৪৬৬হিঃ) বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভারত (বিলাদুল হিন্দ) থেকে ছাত্ররা নিশাপুরে[১] যেত শাফীয় পন্ডিত আবূ উসমান আস-সাবুনীর (৩৭৩-৪৪৯ হিঃ) নিকট হাদীস অধ্যয়নের জন্যে। শুধু তাই নয়, দেবল, মানসুরা ও কুসদার থেকে একদল উৎসাহী ছাত্র হাদীসের সন্ধানে আরব, সিরিয়া, ইরাক, খোরাসান এমনকি মিশরে ব্যাপকভাবে সফর করে।[২] এমনকি চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ একটি "হালকা" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিন্ধুতে মৌখিক হাদীসের প্রচার-প্রসার লাভ করে। এমনকি দেবল ও বাগদাদ[৩] এবং মানসুরা ও খোরসানের মধ্যে হাদীস বেত্তাগণের বিনিময়ও পরিলক্ষিত হয়।[৪] আস-সামআনীর অক্লান্ত

---

১. সাম্আনী, আনসাব পৃষ্ঠা- ৩৪৭, ক, ৩৪৭ খ।

২. খাত্তীব, তারীখ বাগদাদ, ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৩৩৩।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. যাহাবী, মিযান ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশ্রমের ফলে তাঁর কিতাবুল আনসাব-এ বিদেশে মুসলিম রাজ্য সমূহে হাদীস অধ্যয়নকারী সিন্ধী ছাত্রদের একটি তালিকা আমরা পাই।

দেবলে হাদীস চর্চা

বিদেশের সংগে সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক বিরাট কেন্দ্র ভূমি ছিল বর্তমানের খাট্টা ও করাচীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দেবল।[১] ইসলামের ইতিহাসে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় (৭১১-৭১৪ খ্রীঃ) থেকেই এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তিনি এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ ও ৪,০০০ লোকের জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন।[২] এতে করে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র দেবল অচিরেই আরব অধিবাসীদের দ্বারা ভরে ওঠে।[৩] নগরটির এলাকাও ছিল বিরাট ও ঘনবসতি পূর্ণ। আব্বাসীয় খলীফা আল-মুতাদিদের শাসনামলে (৮৯২-৯০২ খ্রীঃ) দেবলে ৮৯৩ খ্রীঃ সালে সংঘটিত এক ভূমিকম্পে নিহতদের সংখ্যা থেকে এর জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পর্কে অনুমান করা যায়। আনুমানিক ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লোক এই ভূমিকম্পে নিহত হন। স্বাধীন আরব শাসনামলে দেবল ছিল মানসুরা রাজ্যের বন্দর এবং তার অধীনে ছিল ১০০টি গ্রাম।[৪] দেবলে আরবদের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি চলে ইসলামী শিক্ষা প্রচার তথা কুরআন-হাদীস চর্চা। এর সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য অর্থাৎ সমুদ্র পথে মুসলিম দেশগুলির সাথে দেবলের যাতায়াতের সুবিধার কারণে এসব দেশ থেকে বহু উদ্যমী পন্ডিতের আগমন ঘটে এখানে। মসজিদে মসজিদে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষা লাভের জন্য ছিল উপযুক্ত স্থান। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে আরবদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রচলন তেমন উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে পরিলক্ষিত হয়নি, তথাপি দেবলে ইতোমধ্যে ইলমে হাদীস চর্চার প্রতি বেশ

---

১. ইলিয়ট ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৩৭৪ বার্মিংহাম, Ancient Geography of India.

২. বালাযুরী, ফুতুহ পৃষ্ঠা- ৪৩৭ মর্গাটন পৃষ্ঠা- ২১৮।

৩. নাদাভী, পূর্বোক্ত বরাত।

৪. মাকদিসী, পৃষ্ঠা- ৪৯৭, নাদাভী, পূর্বোক্ত বরাত।

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহ জন্মায়, ফলে বহু সংখ্যক রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারী সৃষ্টি হয় ।[১] এ অঞ্চল তথা দেবলের মুহাদ্দিসগণের বিষয়ে সম্যক আলোকপাত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ।

দেবলের মুহাদ্দিসগণ

১. আবু জাফর আদ-দায়বুলী (মৃ: ৩২২/৯৩৪)

হাদীস শিক্ষার জন্য দেবলবাসীদের মধ্যে প্রথম যিনি বিদেশ গমন করেন তিনি হলেন; মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন আবদিল্লাহ্ আদ দায়বুলী ওরফে আবু জাফর । তিনি মক্কায় গমন করে সেখানে প্রখ্যাত কয়েকজন হাদীস বিশারদদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন । তাঁর মক্কা গমনের সঠিক তারিখ জানা যায়নি । তবে তাঁর শিক্ষকদের মৃত্যু তারিখ থেকে এটা অনুমান করতে কষ্ট হয়না হিজরী ৩য় শতকের ৪র্থ দশকের পূর্বেই তিনি মক্কায় আগমন করেন । কারণ তাঁদের সকলেই এ তারিখের পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন ।

হাদীস চর্চা ছাড়াও আবু জাফর অধ্যয়ন করেন ইবন উয়ায়নার কিতাবুত তাফসীর লেখকেরই শিষ্য সাঈদ ইবন আবদির রহমান আল-মাখজুমির (মৃ: ২৪৯ হি:) নিকটে অপর দিকে লেখকের অন্য শিষ্য আল-হুসায়ন আল মারওয়াজির নিকটে অধ্যয়ন করেন ইবনুল মুবারকের "কিতাবুল বিরওয়াস সিলা" । মক্কার হাদীসবিদ মুহাম্মদ ইবন যাম্বুর (মৃ: ২৪৮ হি:) আবদুর রহমান ইবন সাবীহ এবং অন্যান্য অনেকের নিকট থেকে তাঁদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনা করেছেন । আবু জাফর মুহাদ্দিসের মর্যাদার পৌছেন অর্থাৎ হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন । তিনি আর স্বদেশে ফিরে আসেননি । হাদীস প্রচারের কার্যে মক্কাতেই থেকে যান । তাঁরই যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে মক্কার আবুল হাসান আহমদ ইবন ইবরাহীম ইবন ফাররাস, আবুল হুসাইন মুহম্মদ ইবন মুহম্মদ আল-হাজ্জাজ (মৃ: ৩৬৮

---

১. য়াকূত, মুজামুল বুলদান, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬৩৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

হিঃ) ও মুহম্মদ বিন ইবরাহীম আল-মুকরী হাদীস বর্ণনা করেছেন। জুমাদাল উলা ৩২২/এপ্রিল ৯৩৪ সনে তিনি মক্কায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১]

২. ইবরাহীম ইবন মুহম্মদ আদ-দায়বুলী (মৃঃ ৩৪৫/৯৫৬)

আবু জাফরের পুত্র ইবরাহীম ছিলেন একজন রাবী অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারী। বাগদাদের হাফেজ মূসা ইবন হারুন আল-বায্যাব (মৃঃ ২৯৪ হিঃ) এবং মক্কার একজন মুহাদ্দিস মুহম্মদ ইবন আলী আল-সাইগ (মৃঃ ২৯১ হিঃ) এর যোগ্যতার উপর নির্ভর করে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২]

৩. আহমদ ইবন আবদিল্লাহ আদ-দায়বুলী (মৃঃ ৩৪৩/৯৫৪)

আবু জাফরের একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন আহমদ, যিনি চতুর্থ শতাব্দীর ব্যাপকভাবে সফরকারী একজন মুহাদ্দিস।[৩] রাসূল (সা) এর হাদীস শ্রবণ ও চর্চার নিমিত্তে তিনি আমু দরিয়া থেকে সুদূর নীলনদ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকটে একাকী ভ্রমণ করেছেন।

তাঁর সফর সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য খুবই কিঞ্চিত যা থেকে সফরসূচী সম্পর্কে অনুমান করাও কঠিন। খুব সম্ভব তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তিনি হাদীস শিক্ষান্বেষণে গৃহ ত্যাগ করে তাঁর নিজ দেশীয় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু জাফর আদ-দায়বুলী (মৃঃ ৩২২হিঃ) ও মু'আদ্দাল ইবন মুহাম্মদ আল-জানাদীর[৪] (মৃঃ ৩০৮ হিঃ) নিকট মক্কায় হাদীস অধ্যয়ন করেন। মিশরে তিনি আলী ইবন আব্দুর রহমান ও মুহাম্মদ ইবন রাইয়ান থেকে, দামেস্কে আহমদ ইবন উমাইর ইবন জাওসা (মৃঃ ৩০২) থেকে বৈরুতে আবু আবদির রহমান মাকহুলা থেকে, হাররানে

---

১. ইবন মুকরী, একজন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন (সামআনী, আনসাব পত্র, ২৬৬ খন্ড)।

২. সামআনী, আনসাব পত্র ২৩৭ ক।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৭-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

হাফেজ আল হুসাইন ইবন আবী মা'শার (মৃঃ ৩১৮হিঃ) থেকে বাগদাদে জাফর ইবন মুহম্মদ আল-ফারয়াবী (মৃত-৩০১ হিঃ) থেকে, আল-বসরায় আবু খলীফা আল-কাদী (মৃঃ ৩০৫) থেকে, আসকার মুকাররমে হাফেজ আবদান ইবন আহমদ আল জাওলাকী থেকে,তুস্তারে আহমদ ইবন জুহায়ের আত তুস্তারী (মৃঃ ৩১২) থেকে এবং নিশাপুরে মুহম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুজায়মার (মৃঃ ৩১১ হিঃ) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। এ ছাড়া ও তিনি সমসাময়িক আরো অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস গ্রহণ করতঃ এর চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ৩১১/৯২৩ সনে ইবন খুজায়মার মৃত্যুর পূর্বে আহমদ নিশাপুরে পৌঁছান। নিশাপুরের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন বিশেষ করে সেখানকার আল-হাসান-ইবন ইয়াকুব আল-হাদ্দাদের "খানকা" ছিল সূফী সাধকে পরিপূর্ণ। আহমদের মনও এর প্রতি আকৃষ্ট হলে অন্তহীন সফর সাংগ করে তিনি খানকায় যোগদেন। এরপর থেকে কঠিন সাধনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন হয়ে ওঠে একজন প্রকৃত তপস্বীর মত। তথাপি তিনি হাদীস চর্চা অব্যাহত রাখেন। তরুণ আল-হাকেম আন-নাইসাবুরী (৩২১-৪০৫ হিঃ) তাঁর কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি ৩৪৩/৯৫৪ সনে নীশাপুরে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে আন হিরার কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি পশমী জামা পরিধান করতেন এবং প্রায়ই তাঁকে খালি পায়ে হাঁটতে দেখা যেত।[১] সে সময়ে হাদীস শিক্ষার অন্বেষণে একজন ভারতীয় শিক্ষার্থীর পক্ষে নীশাপুর, বাগদাদ, দামেস্ক, বৈরুত এবং মিশরের মত দূরদেশে গমন এবং সেসব স্থানের জ্ঞান ভান্ডারে আরোহণ প্রকৃত প্রস্তাবেই এক দূর্লভ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

৪. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ আদ-দায়বুলী (মৃঃ ৩৪৬ হিঃ)

আহমদের স্বদেশবাসী এবং সহপাঠী মুহাম্মদ আদ দায়বুলী হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে আহমদের মত অতটা না হলে ও ব্যাপক সফর করেন। তিনি আল বসরার আবু খলীফা আল-কাদী (মৃঃ ৩০৫ হিঃ), বাগদাদের জাফর ইবন মুহাম্মদ আল-ফারয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ),

১. ডঃ সামআনী, আনসাব পত্র-২৩৭ ক

Dhaka University Institutional Repository

আসকার মুকাররমের আবদান ইবন আহমদ (২১০-৩০৬ হিঃ), ফারয়াব-এর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান[১] এবং আরো অনেক প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন।

মুহাম্মদ হাদীস শাস্ত্রের একজন অনুলিপিকার আল হাকেম আল-আন-নাইসাবুরীর শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ৩৪৬/৯৫৭ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২]

৫. আল হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন আসাদ আদ-দায়বুলী (মৃঃ আনুঃ ৩৫০/৯৬১)

আবু-আলা আল-মাওসিলির (মৃঃ ৩০৭) হলেন আবুল হাসান। তিনি ৩৪০/৯৫১ সালে দামেস্কে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর ইসনাদ (হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা) রাসূল (সা)-এর সাহাবী হযরত জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (মৃঃ ৭৮ হিঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাম্মাম এবং আরো অনেকে তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।[৩]

৬. খালাফ ইবন মুহম্মদ আদ-দায়বুলী (মৃঃ ৩০৭ হি)

খালাফ হাদীস অধ্যয়ন করেন তাঁর নিজ শহর দেবলে আলী ইবন মূসা আদ-দায়বুলীর নিকট।[৪] পরে তিনি বাগদাদে গমন করেন এবং সেখানে হাদীস বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বাগদাদের আবুল হুসাইন ইবন-আল জনদী (৩০৬-৯৬ হিঃ) ও আহমদ ইবন উমায়র খালাফের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন।[৫]

---

১. মধ্যযুগে খোরাসানের অন্তর্গত জুযজান জিলায় ফারয়াব একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। Lestrenge -পৃষ্ঠা- ৪২৫।

২. সামআনী, আনসাব পত্র ২৩৭ ক।

৩. ইবন আসাকির আত তারীখুল কাবীর দামেশক, ১৩৩২ হিঃ ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৫-৩৫৬।

৪. একটি হাদীস যা খালাফ তাঁর ওস্তাদ আলী ইবন মূসা ফেবলী থেকে দেবলে শুনেছেন এবং যার সনদ তিনি আনাস (রা) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন (খতীব, পৃষ্ঠা-৩৩৩)।

৫. খাতীব, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হারুন আদ-দায়বুলী (২৭৫-৩৭০হিঃ)

আহমদ ওরফে আবু বকর ২৭৫/৮৮৮ সালে দেবলে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে তিনি পারস্যের রায় শহরে চলে গেলে আর রাযী নামে সমধিক খ্যাত হন। অতপর তিনি পশ্চিম বাগদাদের প্রসিদ্ধ উত্তর শহরতলী হারবিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, আর এ কারণে তিনি আল-হারবী নামে ও পরিচিতি লাভ করেন।[১]

আবু বকর বাগদাদের জাফর ইবন মুহম্মদ আল-ফারয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ) এবং আল-কুফার আহমদ ইবন শরীকের নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীসের রাবী হওয়া ছাড়াও তিনি আল-কিরাত বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আহমদ ইবন আলী আল বাদা (মৃঃ ৪২০হিঃ), আবু আলী ইবন দুমা আল নিআলী (মৃঃ ৩৪৬-৪৩২ হিঃ) এবং আল কাদী আবুল আলা আল-ওয়াসিতী (মৃঃ ৪৩১হিঃ)। ৩৭০/৯৮০ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন।[২]

৮. আল-হাসান ইবন হামেদ আদ-দায়বুলী (মৃঃ ৪০৭ হিঃ)

দেবলের অধিবাসী আল-হাসান ইবন হামেদ তাঁর অন্যান্য স্বদেশবাসীর থেকে ভিন্নতর উদ্দেশ্য নিয়ে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে দেশের বাইরে গমন করেন এবং বাগদাদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যবসার মাধ্যমে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন এবং বাগদাদের একজন নেতৃস্থানীয় নাগরিকে পরিণত হন। আরবী সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি আল-মুতানাব্বী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) যখন বাগদাদ ভ্রমণ করেন তখন তিনি আল-হাসানের অতিথি হিসাবে তাঁর সংগেই অবস্থান করেন। আল-হাসানের পান্ডিত্য ও ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর মর্যাদায় কবি মুতা-নাব্বী এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন "আমি যদি কোন ব্যবসায়ী সম্পর্কে কবিতা লিখতাম, তাহলে আপনিই হতেন সেই ব্যক্তি"।[৩] সমাজ সেবক হিসেবে তিনি দরিদ্র ও

---

১. Lestrenge, পৃষ্ঠা- ৫১।

২. খাতীব, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩-১৪।

৩. খাতীব, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা- ১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয়হীনদের জন্যে একটি আশ্রয়স্থল তৈরী করেন বাগদাদ নগরীর দারবুয যাফরানী এলাকায় যা "খান ইবন হামেদ" নামে পরিচিতি লাভ করেন।[১] ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার পাশা পাশি তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডও অব্যাহত রাখেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি ছিলেন আলী ইবন মুহম্মদ আল-নাককাশ (মৃ: ৩৫১ হি:), আলী ইবন মুহম্মদ ইবন সাঈদ আল মাওসিলী (মৃ: ৩৫৯ হি:), দালাজ (মৃ: ৩৫১ হি:) এবং আব আলী আল তুমারীর (মৃ: ৩৬০ হি:) ছাত্র। তিনি হাদীসের প্রতি এতই অনুরক্ত ছিলেন যে, হাদীস বর্ণনা কালে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন।[২] হাদীসের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রমাণ মেলে এ ঘটনা থেকে যে, হাদীস বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি সুদূর দামেস্কে এমনকি মিশর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আল-হাসান একজন খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ৪০৭/১০১৬ তিনি মিসরে ইন্তিকাল করেন।[৩]

৯. আবুল কাসিম শুয়ায়েব ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আদ-দায়বুলী (মৃ: ৪০০/১০০৯)

তিনি মূলত ঃ আবু কাতআন নামে সু-পরিচিত ছিলেন। মিশরে গিয়ে তিনি একটি পাঠচক্র গড়ে তোলেন। তাঁর গড়া পাঠ চক্রে তিনি নিয়মিতভাবে হাদীস বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করতেন। আবু সাঈদ ইবন ইউনুস তাঁর ছাত্র ছিলেন।[৪]

---

১. খাতীব, ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৩০৩-৪, ইবন আসাকির ঐ কিতাব ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা- ১৫৯।

২. খাতীব, ১২ শ খন্ড পৃষ্ঠা- ৮২।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. মাআরেফ, ২৪ খন্ড, সংখ্যা - ৪, পৃষ্ঠা- ২৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল-মানসূরায় হাদীস চর্চা

বর্তমান সিন্ধুর হায়দরাবাদ থেকে ৪৭ মাইল উত্তর-পূর্বে প্রাচীন সিন্ধু নদের গর্ভ থেকে অদূরে অবস্থিত বিখ্যাত টিলা ভামব্রাকাথুল ধ্বংসপ্রাপ্ত আল-মানসূরা নগরীর স্বাক্ষ্য বহন করে।[১] আল বালাযুরীর মতে-সিন্ধু বিজেতা মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমের পুত্র আমর ১১০/৭২৮ থেকে ১২০/৭৩৮ সনের মধ্যে এই নগরীর পত্তন করেন।[২] ২৭০/৮৮৩ সনে সিন্ধুর ভাটি অঞ্চলে একটি স্বাধীন আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ নগরীর খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৩]

৩৪০/৯৫১ সনের মধ্যে যখন আল-ইস্তাখরী সেখানে আগমন করেন তখন আল-মানসূরা ৪ বর্গমাইল এলাকা বিশিষ্ট মুসলিম, অধ্যুষিত একটি সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। ইবন হাওকাল এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন।[৪] ৩৭৫/৯৮৫ সনে আল-মাকদেশী এ নগরী সফর করেন। তিনি লিখেছেন "আল-মানসূরা হচ্ছে সিন্ধুর রাজধানী এবং অনেকটা দামেস্কের মত"। কাঠ ও চুন বালির লেপন দিয়ে এর ভবন গুলো নির্মিত। কর্মব্যস্ত বাজার এলাকায় অবস্থিত বিশাল জামে মসজিদটির দেয়াল ইট ও পাথর দ্বারা এবং ছাদ সেগুন কাঠ দ্বারা নির্মিত উমানের মসজিদের মত। নগরীর ৪টি তোরণ ছিল। যেমন বাব আল-বাহর (সমুদ্র তোরণ),বাব তুরান (তুরান তোরণ),বাব সিন্ধান (সিন্ধান তোরণ),এবং বাব মুলতান (মুলতান তোরণ)।[৫]

আল-মানসূরার ধর্মীয় সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে আল-মাকদিসী বলেন "ইহার অধিবাসীরা ছিল সাধারণত বুদ্ধিমান এবং ধার্মিক প্রকৃতির। ইসলাম ধর্মকে অত্যন্ত সম্মানের

---

১. এই মনোরম স্থানটি বোম্বাই সিভিল সার্ভিসের সাবেক সদস্য এ.এফ বেলাসীমের আগ্রহ ও পরিশ্রমের ফলে আবিস্কৃত হয়েছে। ইলিয়ট ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৩৭৪।

২. নাদাভী, পৃষ্ঠা- ৩৩৫।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪১-৪২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪৫।

৫. মাকদিসী, পৃষ্ঠা- ৪৭৯; তুনাদাভী, পৃষ্ঠা- ৩৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

চোখে দেখা হতো এবং তার অনুশাসন সমূহ কঠোরভাবে পালন করা হতো যা ছিল পুরোহিত প্রথার হস্তক্ষেপ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যিম্মিরা স্বাধীনভাবে তাদের দেবতাদের পূঁজা করত। জনসাধারণের অধিকাংশই ছিলেন আসহাব হাদীস বা হাদীসের অনুসারী অর্থাৎ ইমাম দাউদ আল ইসবাহানীর (মৃঃ ২৭০ হিঃ) শিষ্য, যাহিরী (বাহ্যিক অর্থের অনুসারী) খেতাবে সমধিক পরিচিত। স্থানীয় শহর গুলোতে হানাফী ফকীহদের দেখা যেত, কিন্তু মালেকী, হাম্বলী কিংবা মুতাযিলী মাযহাবের কোন লোক ছিল না"। এর থেকে স্পষ্ট ধারণা জন্মে যে, এ সময়ে সেখানে ইসলাম স্বীয় গৌরব ও সবলতা, উৎকৃষ্টতা ও পবিত্রতা সাথে বিরাজমান ছিল।[১] আল মান সূরায় তখন জ্ঞান ও জ্ঞানীদের সুবর্ণ যুগছিল।[২]

আল-মানসূরার অধিবাসীদের অধিকাংশই যেহেতু ছিলেন "আসহাব হাদীস" বা হাদীসের অনুসারী তাই সেখানে খুব বেশী হাদীস চর্চা হতো। মুহাদ্দিসগণ তাঁদের জ্ঞান সাধনায় সদা ব্যাপৃত ছিলেন। নগরীর বিভিন্ন মসজিদে হাদীস শিক্ষার ক্লাস বসত। মনীষীরা হাদীস গ্রন্থ সংকলনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। উদাহরণসরূপ কাজী আবুল আব্বাস আল মানসূরীর নাম উল্লেখ করা যায়।

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আল মানসূরার মুহাদ্দিসগণ

আল-মানসূরার হাদীস চর্চার সাথে যে সকল প্রখ্যাত মুহাদ্দিস নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. আহমদ ইবন মুহম্মদ ইবন সালেহ্ আল-মানসূরী

আবুল আব্বাস আহমদ-আল-মানসূরা ফারিসে আবুল আব্বাস ইবনুল আসরামের (মৃঃ ৩৩৬ হিঃ) নিকট এবং আল বসরায় আহমদ আল-হিযযানী[১] ওরফে আবু রাওকের (মৃঃ ৩৩২ হিঃ) নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন।

অতপর তিনি ফারিসের সর্ব পশ্চিম জেলা আর রাজানের কাজীর পদ অলংকৃত করেন। ৩৬০/৯৭০ সনে তাঁর বুখারা সফরকালে আল হাকেম (মৃঃ ৪০৫ হিঃ) আহমদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ হিসেবে আহমদ ইতোপূর্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত, আল হাকেম বলেন-আবুল আব্বাস ছিলেন তাঁর দেখা মনীষীদের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। আল মাকদিসী হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর সপ্তম দশকে মানসূরা সফর করেন।[২] তিনি সেখানে দেখতে পান যে, আবুল আব্বাস আল মানসূরী স্বীয় প্রতিষ্ঠিত পাঠচক্রে হাদীস শিক্ষা দিচ্ছেন।[৩] তিনি যাহেরী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন যিনি বেশ কিছু সংখ্যক জ্ঞানগর্ভ বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেছেন, "কিতাবুল মিসবাহ আল-কাবীর",কিতাবুল হাদী ও কিতাবুল নায়্যির এর মধ্যে অন্যতম। ইবনুল নাদিম তাঁর কিতাবুল ফিহরিস্তে এই গ্রন্থগুলোর উল্লেখ করেছেন।[৪] তিনি যাহিরী মাযহাবের একজন ইমামের মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এতদ্বসত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে হাদীস

১. সামআনী, আনসাব পত্র ৫৪৪ ক; যাহাবী, মীযান, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৬৬; আসকালানী লিসান, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৭২।

২. আসকালানী, লিসান, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৭২।

৩. মাকদিসী, পৃষ্ঠা- ৪৮১।

৪. ইবন নাদীম, পৃষ্ঠা- ৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

জাল করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। তিনি বাহ্যতঃ এটা যাহিরী মাযহাব কে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে করে থাকবেন।[১]

২. আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল- মানসূরী (মৃঃ আনুঃ ৩৮০ হিঃ)

আল-মানসূরার হাদীসবীদদের অন্যতম একজন হলেন-আহমদ ইবন মুহম্মদ আল মানসূরী-যিনি আল-ফারিসে আল আসরামের (মৃতঃ ৩৩৬ হিঃ) নিকট, খুব সম্ভবতঃ আবু রাউফ (মৃঃ ৩৩২ হিঃ) এবং আল বসরায় ও অন্যান্যের নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ও যাহেরী মাযহারের একজন ইমাম ও আল-হাকেমের একজন শায়েখ ছিলেন। হিজরী চতুর্থ-শতকে তিনি সমধিক পরিচিতি লাভ করেন।

৩. আব্দুল্লাহ ইবন জাফর ইবন মুররা আল মানসূরী (মৃঃ আনু ৩৯০ হিঃ)

হাসান ইবনল মুকাররমের ছাত্র আব্দুল্লাহ আল-মানসূরার অপর দু'জন মুহাদ্দিসের মতই আল হাকেম আল নায় সাবুরীর শিক্ষক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। সুতরাং তিনি ও নিশ্চয়ই হিজরী ৪র্থ শতকের একজন হাদীসবীদ ছিলেন। তাঁর কালো গাত্রবর্ণ [২] থেকে মনে হয় তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন।

কুসদারে হাদীস শিক্ষা

বেলুচিস্তানের অন্তর্গত কালাত রাজ্যের খোসদার নামক স্থানই সেকালে কুসদার বা কাসদার নামে পরিচিত ছিল। হযরত সিনান ইবন সালামাহ্ হুযালীর সমাধি এখানে অবস্থিত। তিনি রাসূল (সা)-এর একজন সাহাবী ছিলেন, যিনি আমীর মুয়াবিয়ার খেলাফত কালে মেডদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের নেতৃত্ব দানকালে শাহাদাৎ বরণ করেন। আরব শাসনামলে কুসদার এলাকাটি তুরান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এটা প্রখ্যাত একটি ব্যবসার কেন্দ্র ছিল।

---

১. আসকালানী, লিসান, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ২২৭, ২৫৬।

২. সামআনী, পত্র ৫৪৩ খ, ৫৪৪ ক।

Dhaka University Institutional Repository

আরব ও মেডদের মধ্যে কুসদারের[১] শাসন ক্ষমতার কয়েকবার হাত বদল হয়। অবশেষে মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম কর্তৃক ইহা মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সাথে যুক্ত হয়।[২] মোটামুটি বর্তমান বেলুচিস্তানের- দক্ষিণাংশ জুড়ে তুরান রাজ্য গঠিত ছিল। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মুঈন ইবন আহমদ নামক একজন স্বাধীন আরব গোত্র প্রধান অত্র এলাকা শাসন করতেন এবং আব্বাসী খলীফার নামে খুৎবা পাঠ করতেন।[৩] ৩৭৫/৯৮৫ থেকে ৩৮৬/৯৯৬ সনের মধ্যে কোন এক সময়ে সুলতান সুবুক্তিগীন (৩৬৬-৮৭/৯৭৬-৯৮) খারিজীদের এই সুদূর ঘাটি কুসদার দখল করেন।[৪] কুসদার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা হওয়ায় এটাকে কিরমান, ফারিস ও খুরাসানের সঙ্গে ভারতের স্থল বাণিজ্যের ধমনী বলা হত। এসব দেশ থেকে আগত বণিক ও অসংখ্য ভারতীয় লোকজন এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং তাঁদের আবাস গৃহ সমূহ ছিল শহরের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থলে যেখানে মুসলমানদের জন্য কতকগুলো মসজিদ স্থাপিত ছিল।[৫] কুসদারে আরবদের কৃষ্টিগত কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলে ও ধর্ম চর্চা অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের চর্চার সমাপ্তি ঘটেছিল একথা কখনো বলা যাবে না। এদেশে আরব শাসনের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী সরকারের অভাবে সিন্ধুর অন্যান্য স্থানের মত কুসদারে ও এসব বিদ্যা চর্চার ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। একটি ঘটনা থেকে এই বক্তব্যের নিঃসন্দেহ প্রমাণ মেলে, আর তা হচ্ছে-হিজরী পঞ্চম শতকের পূর্ব পর্যন্ত মাত্র দু'জন কুসদারী মুহাদ্দিসের স্বাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে কুসদারে স্বাধীন আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এ অঞ্চলে হাদীসের চর্চা শুরু হয়।

---

১. বালাযুরী, পৃষ্ঠা- ৪৩৪; মর্গাটন, পৃষ্ঠা- ২১৩।

২. চাচনামা

৩. ইবন হাওকল-এর বরাতে নাদাভী।

৪. নাদাভী, পৃষ্ঠা- ৩৯৫; ফেরেস্তা, তারীখ, (কানপুর : ১৮৭৪ খ্রিঃ), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯।

৫. মাকদিসী, ইয়াকুত। মুজাম, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

কুসদারের মুহাদ্দিসগণ

কুসদারে যে সকল মুহাদ্দিস হাদীস চর্চায় সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে নিম্নে সম্যক আলোকপাত করা হল।

১. জাফর ইবনুল খাত্তাব-আল কুসদারী (মৃঃ আনুঃ ৪৫০ হিঃ)

কুসদারের অধিবাসী আবু মুহাম্মদ জাফর বলখে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত ফকীহ্ ও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। আবদুস সামাদ ইবন মুহম্মদ আল-আসিমীর কাছে তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীসের একজন প্রসিদ্ধ রাবী ছিলেন।[১] তাঁর যোগ্যতার উপর নির্ভর করে হাফেজ আবুল ফুতুহ্ আব্দুল গাফের আল-কাশগরী (মৃঃ ৪৭৪ হিঃ) হাদীস বর্ণনা করেন।[২] হিজরী ৫ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

২. সীবাওয়েহ্ ইবন ইসমাইল ইবন দাউদ আল-কুসদারী (মৃঃ আনুঃ ৪৬৩ হিঃ)

তাঁর শায়েখদের মধ্যে ছিলেন আল-আস-আবুল কাশেম আলী ইবন মুহাম্মদ আল হুসাইনী, ইয়াহইয়া ইবন ইবরাহীম আল মাকহুল এবং রাজা ইবন আবদিল ওয়াহিদ আল-ইসবাহানী। তিনি মক্কায় হিজরত করতঃ হাদীস শিক্ষায় আত্ম নিয়োগ করেন। জুরজান[৩] প্রদেশের অন্তর্গত দিহিস্তানের[৪] একজন হাদীস বেত্তা হাফেজ আবুল ফিতয়ান আমার ইবন আবিল হাসান আর-রাওয়োসী (মৃঃ ৫০৩ হিঃ) সীবাওয়ের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ৪৬৩/১০৭০ সনের দিকে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫]

---

১. সামআনী পত্র ৪৭২ খ।

২. সামআনী পত্র ৪৬১ ক।

৩. সামআনী পত্র ৪৫৬ ক।

৪. Lestrenge, উল্লেখিত গ্রন্থ প্রঃ ৪৭৯।

৫. সামআনী, পত্র পৃষ্ঠা- ৪৫১ ক, ৪৫২ খ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় চতুর্থ/দশম শতাব্দীতে সিন্ধুর নিম্ন ভূ-ভাগে কিভাবে একদল উৎসর্গকৃত প্রাণ হাদীস বিশারদদের ত্যাগের বিনিময়ে তদাঞ্চলে হাদীসশিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। কিন্তু দেশব্যাপী রাজনৈতিক বিপ্লবের দরুন তথায় হাদীস শিক্ষা হঠাৎ বাঁধা প্রাপ্ত হয়। এ পর্যায়ে তৎবিষয়ে আমরা কিঞ্চিত আলোচনা তুলে ধরব।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধে ইসমাঈলীরা মুলতান ও আল-মানসূরা রাজ্য জোর পূর্বক অধিকার করে।[১] এই অধিকার শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ছিল না, বরং এর ফলে সিন্ধুর সুন্নীদের জীবন ও ধর্মবিশ্বাসের ওপর এক সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। শুধু সুন্নীদের রাজ্যসমূহ নয় বরং তাঁদের কৃষ্টি ও ধর্মীয় কার্যক্রম ধ্বংসের সকল প্রচেষ্টাই ইসমাঈলীরা অব্যাহত রাখে, অত্যন্ত ঘৃণা নিয়ে তারা মুলতানের জামে মসজিদ বন্ধ করে দেয়।[২] এভাবে সিন্ধুর মনীষী ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক শাসকদের যত্ন ও পরিশ্রমে গড়ে ওঠা সুন্নী বিশ্বাসের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস স্তুপে পরিণত হতে থাকে। ইসমাঈলী শীয়াদের প্রচন্ড আঘাতের পরিণামে সিন্ধুর কয়েক শতাব্দী প্রাচীন সুন্নী আরব শাসন এবং তার কৃষ্টি বিলুপ্ত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই সুন্নীদের ধর্মীয় বিধি বিধানের উৎস হাদীসশিক্ষা দারুনভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। ইসমাঈলীদের শাসনাধীনে সিন্ধী সুন্নী উলামাদের জন্যে অনুকূল ছিল না। এমতাবস্থায় অতি সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, হাদীস বিশারদগণকে হয় দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল অথবা তথায় অবস্থান কালেই তাঁদের কৃষ্টি সংক্রান্ত কার্যকলাপ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। কিংবা যেসব গোড়া ইসমাঈলীরা তাঁদের মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের পক্ষে বর্বরতাকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে আল-মানসূরা ও দেবলে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ও অসম্ভব ছিল না। কারণ এসব প্রতিষ্ঠান ছিল দেশে ইসলামী শিক্ষা ও কৃষ্টি প্রচার ও প্রসারের প্রাণ কেন্দ্র। এ ঘটনা থেকেই অনুধাবন করা যায়, চতুর্থ/দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে সিন্ধুতে হাদীসশিক্ষা কেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ কথাও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না যে, ইসমাঈলীরা

---

১. নাদাভী, পৃষ্ঠা- ৩১৩।

২. আল বেরুনী, কিতাবুল হিন্দ, সম্পাদনাঃ Sachau (লন্ডনঃ ১৮৮৭ খ্রীঃ) পৃষ্ঠা- ৫০১; ইলিয়ট, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৭; নাদাভী, পৃষ্ঠা- ৩১৫।

Dhaka University Institutional Repository

শাসন ক্ষমতা দখল করেই সুন্নীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অবদমিত করে রাখে। একটি ঘটনা থেকে এ বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় যে, এরপর সিন্ধু থেকে আর কোন শিক্ষার্থীকে হাদীস শাস্ত্রে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশ যেতে দেখা যায়নি।

অথবা আল-মানসূরায় ও হাদীস চর্চা আর বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। অপর দিকে মুসলিম ছাত্রদের শেষ যে দলটি জ্ঞানান্বেষণে সমগ্র মুসলিম জাহান পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছিলেন তাঁরাও হিজরী চতুর্থ/দশম শতাব্দীর শেষ নাগাদ মৃত্যু বরণ করেন। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তাঁরা সুন্নী শাসনামলেরই ফসল। তারপর সিন্ধু থেকে আর কোন তরুণ শিক্ষার্থী হাদীস শিক্ষার জন্য বিদেশ যায়নি অথবা যেতে পারেনি। কাজেই ইসমাঈলীরা সুন্নীদের ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত কার্যকলাপের প্রসারকে স্তব্দ করে দিয়েছিল। এ কথা সত্য যে, সুন্নীনেতা সুলতান মাহমুদ গজনভী (৩৮৮-৪২১/৯৯৮-১০৩০) তাঁদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন।[১] কিন্তু তাঁর অধিকার ছিল খুবই স্বল্পকালের। কাজেই সিন্ধুর অতীত সাংস্কৃতিক গৌরব পুনরুদ্ধারে তিনি সক্ষম হননি। কিংবা তিনি দেশ থেকে শীয়াদেরকে উৎখাতও করতে পারেননি। এই শীয়ারাই গোপন প্রচারণার মাধ্যমে ইতিহাস খ্যাত সুমরা নামক শক্তিশালী ইন্দো-আরব সম্প্রদায়কে নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসে দীক্ষিত করে। সুমরাগণ ৪৪৩/১০৫১ সনে সুলতান মাহমুদের দূর্বল উত্তরসূরীদের কাছ থেকে নিম্ন সিন্ধুর শাসন ক্ষমতা দখল করে। ইসমাঈলীরা এভাবেই তাঁদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে এবং ৭৫২/১৩৫১ সন পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ রাখে। ঐ বছরই সাম্মাগণ তাঁদেরকে বিতাড়িত করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ইতোমধ্যে প্রদেশটি মইযুদ্দিন মুহাম্মদ গোরী (৫৭০-৬০২/১১৭৪-১২০৫) কর্তৃক অধিকৃত এবং তাঁরই প্রতিনিধি নাসীরুদ্দিন কাবাচা[২] কর্তৃক শাসিত হলে ও এখানে দিল্লীর সালতানাতের নিয়ন্ত্রণ কখনো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং প্রকৃত ক্ষমতা সুমরাদের হাতেই থেকে যায়।

---

১. নাদাভী, পৃষ্ঠা- ৩১৪,৩৪৯-৩৫০।

২. ইলিয়ট, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৪৯৪, নাদাভী, পৃষ্ঠা- ৩৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ/দশম শতাব্দীর শেষার্ধে সুমরাদের উৎখাতের পর থেকে অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তসিন্ধুতে ইসমাঈলীদের কর্তৃত্ব কোন না কোন ভাবে অবাধ ও অপ্রতিহত ছিল। এ অবস্থায় সিন্ধুতে সুন্নী আরব শাসনের অবসান ঘটলে অন্যান্য মুসলিম দেশ বিশেষ করে আল-হিজাযের সাথে হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে যথাক্রমে বাহমনী ও মুজাফ্ফর শাহী শাসক বংশদ্বয়ের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস শিক্ষার পুনরুজীবন বিলম্বিত হয়। ইতোমধ্যে মধ্য এশিয়ায় মুসলিম আধিপত্য পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করার পর সেখানে থেকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিদের আগমনে উত্তর ভারতে সুন্নার মিটমিটে আলো পরিলক্ষিত হয়।[১]

১. বেগ, কেম্ব্রিজ, হিষ্টরী অব ইন্ডিয়া, ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৫০০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মোঘল আমলে বঙ্গে হাদীস চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ : মোঘল আমলে বঙ্গে হাদীস চর্চা

বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামল সম্পর্কে আলোকপাত তথা এ যুগে বঙ্গদেশ অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস চর্চা বিষয়ে পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার (১২০১/১২০৩ খ্রী:) পরক্ষণেই মুসলমান শাসনকর্তাগণ বিজিত এলাকায় ইসলামী শিক্ষা বিশেষ করে হাদীস শিক্ষা প্রসারের কাজে মনোনিবেশ করেন। মূলত ঃ ১২০১/১২০৩ খ্রীঃ সালে সুলতান মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের এক বিরাট অঞ্চল জয় করেন। তাঁর রাজ্য সীমা বিস্তৃত ছিল লখনৌতী তথা গৌড় থেকে নদীয়া শহর পর্যন্ত যথাযথভাবে বলতে গেলে তিনি এখানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রেরই গোড়া পত্তন করেছিলেন। নামমাত্র দিল্লীর সম্রাট মুহাম্মদ গোরীর কথা খুতবায় পাঠ করা হতো, মুহাম্মদ খলজী বাংলার অস্থায়ী প্রাক্তন রাজধানী নদীয়া শহরের বিকল্প রূপে রংপুর শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় কয়েকটি মসজিদ, খানকাহ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। হাদীস বিষয়ে ইতিহাস এ স্বাক্ষ্যই প্রদান করে যে, এ উপমহাদেশে বৃটিশপূর্ব মুসলিম শাসনামলেই ইলমে হাদীস চর্চা পূর্ণতা লাভ করে,বিকাশ ঘটে এর প্রসারতার, প্রতিষ্ঠিত হয় প্রামাণিকতা যাচাইয়ের মানদন্ডতা, যার ফলে এ সময়কালকে হাদীসের রেনেঁসা যুগ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ শাসনামলেই ব্যক্তি প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীসশিক্ষা, চর্চা, গ্রন্থ রচনা, সংকলন ও সংরক্ষণ বিষয়ে বহু গৌরব গাঁথা ইতিহাস জানা যায়।

মোঘল সালতানাতের সুদীর্ঘ শাসনামলে (১২০১-১৭৫৭ খ্রী:) ভারতীয় উপমহাদেশের সাড়ে পাঁচশত বছরের ইতিহাসে অত্রাঞ্চলে হাদীস শিক্ষা ও চর্চায় যে সকল মুহাদ্দিসগণ অসামান্য অবদান রেখে ইতিহাসের স্বর্ণালী পাতায় তাঁদের নাম লিখাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের কাল ভিত্তিক ধারাবাহিক বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১. শাইখ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া আল মুলতানী (মৃ: ৬৬৬/১২৬৭)

মুলতানের বিখ্যাত সাধক এবং শিহাবুদ-দীন আস-সুহরাওয়ার্দীর শিষ্য বাহাউদ্দীন যাকারিয়া ছিলেন রাসূল (সা)-এর অন্যতম। সাহাবী হাব্বার ইবন আসওয়াদের বংশধর।[১] মুলতানের সন্নিকটে কিলাকুট কারুরে তাঁর জন্ম এবং তিনি বুখারা ও খোরাসানে লেখাপড়া করেন। হজ্জব্রত পালনে মক্কা-মদীনা গমন করেন এবং সেখানে মুহাদ্দিস কামালুদ্দীন মুহাম্মদ আল ইয়ামানীর নিকট পাঁচ বছর ব্যাপী হাদীস অধ্যয়ন করে উক্ত শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। ৬৬৬ হিজরী মোতাবেক ১২৬৭ খ্রীঃ সালে তিনি মুলতানে ইন্তেকাল করেন।[২]

২. কাজী মিনহাজুস সিরাজ আজ-জুযজানী (মৃ: ৬৬৮/১২৭০)

খোরাসানের এক সংস্কৃতিবান পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি ৬২৩/১২২৮ সনে পরিবার ছেড়ে দেশ ত্যাগ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মুহাম্মদ আল গোরীর সেনা বাহিনীর একজন কাজী। পিতার নিকট থেকে তিনি উত্তম শিক্ষা লাভ করেছিলেন। যার ফলে ইলতুতমিশ, রাবিয়া, বাহরাম ও নাসিরুদ্দীন মাহমুদের মত দিল্লীর সুলতানদের আমলে এবং মুলতানের নাসিরুদ্দীন কুবাচার অধীনে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হন। উচ্ছের ফীরুজ কলেজ ও দিল্লীর নাসিরিয়্যা কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রধান বিচারক ও ধর্ম প্রচারক হিসাবে জুযজানী বিশাল সফলতার পরিচয় লাভ করেন। ৬৪০/১২৪২ সালে তিনি বাংলার লক্ষণাবতী আগমন করে এখানে দু'বছর কাল অবস্থান করেন। তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায়নি।[৩] মিনহাজ তাঁর তাবাকাতে নাসেবীতে[৪] সুনান আবী দাউদ থেকে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা যায় তিনি উক্ত হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি কয়েকটি অগ্রহণযোগ্য ও দূর্বল হাদীস

---

১. যাহাবী, তাজরীদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১২৬।

২. আমীর হাসান ফাওয়াইদুল ফুআদ উর্দু, রুহতক, পৃষ্ঠা- ১৫২-৫৩।

৩. গোলাম আহমদ, উর্দু অনু: ফাওয়াইদুল ফুআদ, পৃষ্ঠা- ২৬৯।

৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কে "মুতাওয়াতির" বলেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি হাদীস বিষয়ে ততটা গভীরভাবে ও ব্যাপক পরিসরে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেননি।

৩. বুরহানুদ্দীন মাহমুদ ইবন আবিল খায়র আসআদ আল বালখী (মৃ: ৬৮৭/১২৮৮)

বুরহানুদ্দীন মাহমুদ গিয়াসুদ্দীন বলবনের আমলে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সাগানীর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে মাশারেকুল আনওয়ারের সনদ লাভ করেছিলেন। দিল্লীতে মাশারেকুল আনওয়ার শিক্ষার প্রবর্তক প্রথম মুহাদ্দিস ছিলেন তিনি। বুরহানুদ্দীন মাহমুদ মারগী নামে "হেদায়া" গ্রন্থের রচয়িতা বুরহানুদ্দীন মারগীনানীর সাথে স্বাক্ষাতের গৌরব অর্জন করেছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন বুরহানুদ্দীন মাহমুদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর দু'আ লাভ করার জন্য প্রতি শুক্রবার তাঁর সাথে স্বাক্ষাৎ করতে যেতেন। ৬৮৭/১২৮৮ সালে তিনি দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. কামালুদ্দীন যাহেদ

মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ মারকেলী ওরফে কামালুদ্দীন যাহেদ হাদীস শাস্ত্রে শাইখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার ওস্তাদ হওয়ার কারণে যশস্বী হয়েছিলেন। তিনি সাগানীর দু'জন শিষ্য বুরহানুদ্দীন মাহমুদ এবং শরহে আসারুন্নায়্যিরায়ন ফী আখবারিস সহীহায়নের রচয়িতার নিকট মাশারিকুল আনওয়ার পাঠ করেছিলেন। অত্যন্ত পুতঃ পবিত্র ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ায় সুলতান বলবন তাঁকে ইমাম পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তবে কামালুদ্দীন যাহেদ তাতে সম্মত হননি। ৬৮৪/১২৮৫ সালে তিনি দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন।[১]

৫. রাযিউদ্দীন বাদায়ুনী (মৃ: আনু: ৭০০ হি:)

রাযিউদ্দীন তাঁর সমসাময়িক দিল্লীর আলেমগণের মধ্যে হাদীস শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি আলীগড়ের কাজী ছিলেন। তিনি মক্কা হয়ে বাগদাদে গমন করেন।

---

১. মীর খুর্দ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৪, ১০৬; আব্দুল হক দেহলভী, আখবারুল আখইয়ার, (মিরাটঃ ১২৭৭ হি.), পৃষ্ঠা- ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাদ্দিস হওয়ার কারণে তিনি খলিফার স্বাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হন। সেখান থেকে তিনি পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন এবং লাহোরে ইন্তেকাল করেন।[১]

৬. শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ বুখারী হাম্বলী (মৃঃ আনুঃ ৭০০ হিঃ)

শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ বুখারার অধিবাসী ছিলেন। তিনি হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে স্বদেশ ত্যাগ করে দিল্লী আগমন করেন। এখানে তিনি আল কুরআন ও রাসূল (সা)-এর হাদীস বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও শিক্ষাদান করেন। পরবর্তীতে সুলতান ইলতুতমীসের আমলে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের সোনারগাঁও শহরে চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি খ্যাতনামা ওস্তাদ ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার কারণে হাদীস শাস্ত্রে তাঁর খুবই দখল ছিল। তিনি ১২৭০ খ্রীঃ সালে সোনারগাঁও আগমন করেন এবং একটি মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি সোনারগাঁও-এ হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নিজ শিষ্য মখদুমুল মুলক শরফুদ্দীন মানীরীর নিকট কন্যা বিয়ে দেন। ওস্তাদ ও শাগরীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সোনারগাঁও তৎকালীন সময়ে শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সময়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী ও অনেক খ্যাতনামা ইসলামী শিক্ষাবীদগণ সোনারগাঁও-এ আগমন করেন। বলা হয় ইতোপূর্বে এত বড় ইসলামিয়া মাদ্রাসা উপমহাদেশের কোথাও স্থাপিত হয়নি। এখানেই শায়খ আবু তাওয়ামাহ সর্বপ্রথম "সহীহান" অর্থাৎ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম-এর শিক্ষাদান শুরু করেন। অতপর ধীরে ধীরে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে হাদীস-তাফসীর তথা ইসলামী শিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকে। এদিক থেকে আবু তাওয়ামাহ আল বুখারীকে বাংলার ইসলামী শিক্ষা তথা হাদীস চর্চার পথিকৃত বলা যেতে পারে। মখদুমুল মুলক শরফুদ্দীন মানীরী জন্মভূমির টানে ১২৯৩ খ্রীঃ সালে ওস্তাদের অনুমতি নিয়ে মানীরে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু আবু

১. গোলাম আহমদ, উর্দু অনুঃ ফাওয়াইদুল ফুআদ, পৃষ্ঠা- ২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাওয়ামাহ্ চিরতরে এ দেশেই থেকে যান ৭০০/১৩০০ সালে তিনি সোনারগাঁও-এ ইন্তেকাল করেন এবং তথায় সমাহিত হন ।[১]

১. আব্দুল হাই হাসনী, নুযহাতুল খাওয়াতির, পৃষ্ঠা- ১৯৬-৯৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দিল্লী, বিহার ও কাশ্মীর অঞ্চলে হাদীস চর্চা

শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া

তাঁর আসল নাম হলো-মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আলী। যদিও তিনি নিজামুদ্দীন আওলিয়া নামে পরিচিত। ৬৩৪/১২৩৬ সালে তিনি বাদায়ূনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃকূল ও মাতৃকূলের পূর্ব পুরুষেরা বুখারা থেকে হিজরত করে বাদায়ূনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি আলাউদ্দিন উসূলী এবং শামসুদ্দীন খাওয়ারাযমীর কাছে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে তিনি "শামসুল মুলক" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। মাত্র বিশ বছর বয়সেই তিনি আরবী সাহিত্য ও ফিকহ্ শাস্ত্রের শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারের কাজী পদে নিযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তিনি পাকপটন গমন করে শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জ শাকরের মুরীদ হন।[১] ক্রমে ক্রমে তিনি শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জ শাকরের খলীফা এবং উপমহাদেশের একজন মহান ওয়ালীর মর্যাদা লাভ করেন। তিনি গিয়াসপুরে স্বীয় খানকায় ১৮ রবিউস সানী ৭২৫ হিঃ শুক্রবার দিন ইন্তেকাল করেন।[২] দিল্লী থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত গিয়াসপুর বর্তমানে "বস্তী নিযামুদ্দীন" নামে অভিহিত।

শায়খ নিযামুদ্দীনের হাদীস অধ্যয়ন

আশ্চর্য জনক ঘটনা হলো শায়খ নিযামুদ্দীন ছাত্রাবস্থায় হাদীস শিক্ষা পর্যাপ্ত করতে পারেননি। তিনি যখন একজন বিশিষ্ট ওয়ালীর মর্যাদা লাভ করেন তখন হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। কারণ ছিল সে আমলে কাজীর পদ লাভ করার জন্য আরবী সাহিত্য, ফিক্হ ও মাকুলাত বিদ্যা অর্জন অত্যাবশ্যক ছিল।

তাই উল্লেখিত বিষয়সমূহের জ্ঞান অর্জন করতে অধীক মনোনিবেশ করায় শায়খ নিযামুদ্দীন হাদীসের জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পাননি। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজীর পদ লাভ

১. গোলাম আহমদ, উর্দু অনুঃ ফাওয়াইদুল ফুআদ, পৃষ্ঠা- ৪৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৫, ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

করতে না পেরে হাদীসের জ্ঞান অর্জনে অধীকতর মনোযোগী হন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি যতই আধ্যাত্তিকতার স্তরগুলো একের পর এক অতিক্রম করতে লাগলেন, হাদীস শিক্ষার প্রয়োজন ততই তীব্রভাবে অনুভব করতে লাগলেন। তিনি বড় পর্যায়ের একজন ওয়ালী হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা কামালুদ্দীন যাহেদ-এর সামনে একজন তালেব ইলম-এর ন্যায় নতজানু হয়ে বসলেন এবং তাঁর নিকট মাশারেকুল আনওয়ারের পাঠ গ্রহণ করতে লাগলেন। গভীর মনোযোগের মাধ্যমে কিতাবখানা অধ্যয়ন করতঃ তিনি মাওলানা কামালুদ্দীন যাহেদ এর কাছ থেকে হাদীসের সনদ গ্রহণ করলেন।

হাদীস অধ্যয়ন শায়খ নিযামুদ্দীনের চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণের সময় তিনি আল-হারিরীর চল্লিশটি মাকামা মুখস্ত করেছিলেন। তিনি একে এমন গোনাহ মনে করতেন, যার জন্য মাশারেফুল আনওয়ারের সবগুলি হাদীস মুখস্ত করেন। হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিকোণ এতদুর বিস্তৃত করে দিয়েছিল যে, তিনি আলেমগণের স্থবির অনুকরণনীতি বর্জন করে হাদীসবীদগণের মাযহাব অবলম্বন করেন। সেমতে সামাব বৈধতা, ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ এবং গায়েবানা জানাযার নামাজের বৈধতা সম্পর্কে তাঁর মতামত-এ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

মুহাদ্দিস হিসেবে শায়খ নিযামুদ্দীন

নিযামুদ্দীন আওলিয়া রচিত "মালফুযাত" (বাণী সংকলন) ও "ফাওয়াইদুল ফুয়াদ" পাঠে জানা যায় যে, তিনি অত উঁচু স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন না। কেননা এ কিতাবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলো "মওযু" তথ্য বানোয়াট হাদীসও রয়েছে।[১] কারণ হিসাবে বলা যায়-মাশারেকুল আনওয়ার ব্যতিত হাদীসের অন্যকোন নির্ভরযোগ্য কিতাব তিনি অধ্যয়ন করেননি। তা সত্ত্বেও তিনি অধিকতর প্রশংসার যোগ্য যে, তিনি খানকার লোকদের মধ্যে হাদীস চর্চার প্রতি গভীর উৎসাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর মুরীদ ও

১. আমীর হাসান, ফাওয়াইদ, (লক্ষ্ণৌ : নওল কিশোর লক্ষ্ণৌ ১৮৯৪ খ্রীঃ) পৃষ্ঠা- ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১১৫, ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

মুরীদগণের উত্তরসূরীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক এমন আলেমের সৃষ্টি হয় যাঁরা হাদীস শাস্ত্রে ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

শায়খ নিযামুদ্দীনের সময়ে আরো যে, সকল আলেম এ উপমহাদেশে হাদীস চর্চা ও অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে যারা সমধিক পরিচিত ছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখ করা হলো।

* শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আওয়াদী। রচনাবলী ঃ তিনি মাশারেকুল আনওয়ারের ভাষ্য লিখেছেন।
* ফখরুদ্দীন যাররাদ সামানভী দেহলভী। তাঁর রচনা-উসূলুস সামা এবং কাশফুল কিনা আন উসূলিস সামা।
* জিয়াউদ্দীন ইবন মুয়ায়্যিদুল মুলক বারানী। তাঁর রচনা-তারিখ-ই-ফীরোজ শাহী
* মহিউদ্দীন ইবন জালালুদ্দীন ইবন কুতুবুদ্দীন কাশানী।
* নিযামুদ্দীন আল্লামী হাশেমী যাফরাবাদী ঃ তাঁর রচনা-যাদুস সোলাহা এবং যাদ-ই-সালেকান
* শায়খ নাসিরুদ্দীন চেরাগ-ই-দেহলী ঃ রচনা-মালফুযাত-খায়রুল মাজালিস
* সায়্যিদ মুহম্মদ গেসু দারায-হাদীস চর্চার সাথে সাথে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেনঃ যথা-

(ক) শরহে মাশারিকুল আনওয়ার-এর প্রধান বৈশিষ্ট এই যে, অত্র গ্রন্থে হাদীসের ব্যাখ্যা তাসাউফের দৃষ্টিকোণে করা হয়েছে।

(খ) তারজুমা-ই-মাশারিকুল আনওয়ার। এটা মাশারিকুল আনওয়ারের ফার্সী অনুবাদ।

(গ) কিতাবুল আরবাঈন-এ পুস্তিকাটি ৪০টি বাছাই করা হাদীসের সমষ্টি। লেখক প্রত্যেক হাদীসের সাথে সাহাবা , তাবেঈন ও মাশায়েখের সমার্থবোধক উক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন।

(ঘ) সীরাতুন্নবী বিষয়ে একখানা রেসালা।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ ওয়াজিহুদ্দীন

তিনি শায়খ নাসিরুদ্দীন চেরাগ-ই-দেহলীর একজন বিশিষ্ট মুরীদ ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি তাঁর রচনা "মিফতাহুল জিনান" গ্রন্থের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেন।

কাজী শিহাবুদ্দীন দওলতাবাদী

হাদীস শাস্ত্রের একজন প্রখ্যাত আলেম। তাঁকে 'মালিকুল উলামা' (আলিমগণের সম্রাট) খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল। তাঁর রচিত পুস্তক হলো "মানকিবস সাদাত" ও "শরফুস সাদাত"[১]-এ গ্রন্থ দু'টিতে তিনি কুরআন মজীদ ও হাদীসের প্রচুর বরাত দিয়েছেন।

শামসুদ্দীন খাজগী কাড়াবী

তিনি একজন সূফী আলেম ছিলেন। তিনি ইসমাইল ইবনে জাফর সাদেকের বংশধর। তিনি মাশারেকুল আনওয়ার থেকে হাদীস বাছাই করে একটি আরবাঈন সংকলন করেন এবং তা মুখস্তও করে নেন। তিনি নাসিরুদ্দীন চেরাগ-ই দেহলীর ন্যায় নিযামুদ্দীন আওলিয়ার বিশিষ্ট মুরীদগণের প্রভাবাধীন এলাকায় বসবাস করতেন।[২]

ভারতীয় উপমাহদেশে তথা বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে বঙ্গে হাদীস চর্চার জন্য ব্যক্তি, স্থান ও কালভেদে যে চারটি হাদীসশিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে উক্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রথমটি হল শায়খ নিযামুদ্দীন আওলিয়ার নেতৃত্বাধীন মুহাদ্দিস গোষ্ঠীর হাদীস শিক্ষা কেন্দ্র যা মুলতঃ দিল্লী কেন্দ্রীক এলাকাতে হাদীসের ব্যাপক শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

---

১. Brockelmann, Geschichal, লাইডেন, ১৯৩৮ খ্রী., পরিঃ ১, পৃষ্ঠা- ৩০৯-১১।

২. নুযহা, পৃষ্ঠা- ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ আব্দুল হক দেহলভী ও তাঁর মুহাদ্দিসগণ

মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুল হক দেহলভী

বৃটিশ আগমনের পূর্বে মুসলিম আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস শিক্ষা, চর্চা ও প্রসারের কাজে যে সকল মনীষী তথা মুহাদ্দিসবৃন্দ অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন তাঁদের মাঝে অন্যতম প্রধান হলেন শায়খ আব্দুল হক দেহলভী। হাদীস প্রচার-প্রসার, গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনার কাজে তাঁর অমর কীর্তি-এ জগতকে আজো অভিভূত করে। এ মহান হাদীসবীদের জীবনী ও হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান সম্পর্কে নিম্নে সম্যক আলোকপাত করা হলো।

জন্ম ও পরিচয়

শায়খ আব্দুল হক দেহলভী মোহররম ৯৫৮ হিজরী মোতাবেক জানুয়ারী ১৫৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সায়ফুদ্দীন ইবন সাদুল্লাহ্ তুর্কী। তিনি মূলতঃ আগাতুর্কের বংশধর ছিলেন,যিনি দেশ ত্যাগ করে বুখারা থেকে দিল্লী আগমন করেছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ বাদশা আলাউদ্দীন খালজী, কুতুবুদ্দীন ও তুগলকশাহ্ এই তিন শাসকের সভা সদদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। শায়খ আব্দুল হক দেহলভীর পিতা ও দাদা উভয়েই দরবেশ সুলভ জীবন যাপন করতেন। তাঁর পিতা সায়ফুদ্দীন তাসাওফ সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।[১] হাদীস শাস্ত্রের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। অনুমান করা হয় যে, তাঁর নিকট ইমাম যাহাবীর আল কাশেফ ফী রিজালিস সিত্তাহ্ গ্রন্থের কপি বিদ্যমান ছিল।[২]

---

১. ক্যাটালগ বাঁকীপুর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১১-১২।

২. এ মূল্যবান পান্ডুলিপিটি শিফাউল মূলক হাকীম হাবিবুর রহমানের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত, মা'আরেফ ৩৩শ খন্ড, সংখ্যা-২ (১৯৩৪), পৃষ্ঠা- ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা জীবন

শায়খ আব্দুল হক দেহলভী প্রথম পর্যায়ে তাঁর পিতা সায়ফুদ্দীন এবং মধ্য এশিয়া থেকে আগত দিল্লীতে বসতি স্থাপনকারী অন্যান্য আলেমগণের নিকট আরবী, ফার্সী, ফিকহ্ ও যুক্তিবিদ্যার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর পিতা একজন মুহাদ্দিস ছিলেন সেহেতু তিনি স্বীয় পুত্রকে হাদীস শাস্ত্রও শিক্ষা দিয়েছিলেন। তবে শিক্ষা জীবনের প্রথম পর্যায়ে হাদীস বিষয়ে তিনি ব্যাপক শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হননি। পরবর্তী স্তরে শায়খ আব্দুল হক দেহলভী মক্কা শরীফে শায়খ আব্দুল ওহাব মুত্তাকীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন এবং তাঁর কাছ থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ শিক্ষাদানের অনুমতি লাভ করার পর হাদীসের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে তাঁর জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। কেননা তিনি এ সময়কালে ভবিষ্যতে একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও উঁচু স্তরের গ্রন্থকার রূপে গড়ে ওঠার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জনের পূর্বে এর প্রতি মনোযোগী না হয়ে শায়খ আব্দুল হক দরবারী জীবনের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু হেজাজ থেকে ফিরে তিনি একজন ভিন্ন ব্যক্তিত্বে রূপ নিলেন। তাঁর মাঝে বিরাট পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। তিনি একজন একান্ত আলেমের জন্য একান্ত বাস এবং অনাড়ম্বর জীবনকে সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দিতেন। শেষ স্তরে তিনি গ্রন্থ রচনা ও হাদীসের পঠন-পাঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন। শায়খ আব্দুল হক একটি বড় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,এতে অন্যান্য গ্রন্থরাজীসহ হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কিত বিপুল সংখ্যক কিতাব মজুদ ছিল।[১]

এসব কিতাব তিনি মক্কা ও মদীনা থেকে সংগ্রহ করেন। এছাড়া অন্যান্য দেশ থেকেও তিনি হাদীসের বিরল ও দূর্লভ কিতাবসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি হাদীসে পারদর্শিতার জন্য পরবর্তীতে নকল নবীশও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি মুহাদ্দিস ও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ হিসাবে এতটাই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, সম্রাট শাহ্ জাহান তাঁর সাথে স্বাক্ষাৎ লাভ করার জন্য আগমন করে শুদ্ধার্ঘ পেশ করেন এবং ১৬১৯ সালে দিল্লী থেকে কাশ্মীর রওয়ানার

---

১. সিহাহ সিত্তাহ, মুআত্তা মালেক, মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বল তাবারানী বায়হাকী, দারকুতনী, নভবী, শরহ মুসলিমসহ বহু কিতাব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক্কালে তাঁর দোয়া প্রার্থনা করেন।[১] শায়খ আব্দুল হক দেহলভী ১৬৪২ খ্রী: সালে দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে তাঁর নির্মিত (হাউজ শামসীর নিকট) কবরস্থানে দাফন করা হয়।[২]

রচনা সামগ্রী

শায়খ আব্দুল হক দেহলভী হাদীস, তাসাওফ, ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ সম্পর্কে একশ'রও অধিক গ্রন্থ লিখেছেন।[৩] তাঁর রচনাবলী থেকে হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. আওরীকুল কভীম ফী শরহিস সিরাতিল মুস্তাকীম

এটা ফিরোযাবাদীর সিফরুস সা'আদা অথবা আস-সিরাতুল মুস্তাকীম–এর ফার্সী ভাষ্য। এতে রাসূল (সা)-এর জীবন-কর্ম-অভ্যাস ও চারিত্রিক শিক্ষা সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।[৪]

২. আশিআতুল লাম'আত ফীল মেশকাত

এটা মেশকাতুল মাসবীহের ফার্সী ভাষায় লিখিত সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। নওল কিশোর প্রেস, লাক্ষ্ণৌ,১৯১৩-১৯১৫ সালে এটি পাঁচখন্ডে প্রকাশ করেছিল।[৫]

৩. লাম আতুত্তানকীহ্ ফী শরহ মেশকাতিল মাসাবীহ

বাকীপুর নং-৩৬১-৩৬২ আসফিয়্যা নং- ৮৩, ৩০১-০২ ও ৬০৩। মেশকাতের এই আরবী ভাষ্যে ধর্মীয় ও ফিক্হ সম্পর্কিয় যেসব আলোচনা হয়েছে সেগুলি আশিআ'তুল

---

১. তুযক-ই জাহানগীরী, (লন্ডন ১৯০৯ খ্রী:), ১৬।

২. আখবারুল আখয়ার, আত্মজীবনী পৃষ্ঠা- ২৯০; মুন্তাখাব, পৃষ্ঠা- ১১৩-১১৭

৩. জার্নাল অব দি রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ২২শ খন্ড, (১৯১৬ খ্রী:), পৃষ্ঠা- ৪৩-৬০।

৪. জার্নাল অব দি রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পৃষ্ঠা- ৪৭।

৫. আসাফিয়্যা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

লামআত-এর আলোচনা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট ও বিস্তারিত, অথচ লামআ'ত আশিয়া অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকারের গ্রন্থ।[১]

৪. আল ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল

যেসব রাবী তথা হাদীস বর্ণনাকারীর বরাত মেশকাতে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের জীবনালেখ্য অত্র কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। লামআ'ত রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর এটি লেখা হয়। এ গ্রন্থের ভূমিকায় ইসলামের চার খলীফা, রাসূল (সা)-এর পবিত্র বিবিগণ এবং বংশধরদের জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূল কিতাবটি বর্ণমালার ক্রমানুসারে লিখিত হয়েছে। পরিশিষ্টে বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

৫. জামেউল বারাকাত মুন্তাখাব শরহিল মেশকাত

এ গ্রন্থে মেশকাতের প্রত্যেক অধ্যায় থেকে একটি বা দু'টি হাদীস চয়ন করা হয়েছে, গ্রন্থকার অবশিষ্ট সকল হাদীসের সারমর্ম নিয়ে ফার্সীতে খুব চমৎকার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

৬. মাসাবাতা বিসসুন্না ফী আইয়ামিস্ সানা

সহীহ্, হাসান, যয়ীফ, মওযুসহ সকল প্রকার হাদীসের সমষ্টি হল এ কিতাব। এর সম্পর্ক সেই সব নামাজ, রোজা ও অন্যান্য এবাদত ও প্রার্থনার সাথে যেগুলো বছরের বার মাসের মধ্যে প্রত্যেক মাসে বিভিন্ন দিন রাত্রির সাথে সম্পর্কশীল। গ্রন্থ প্রণেতা প্রত্যেক এমন ধর্মীয় প্রথাকে জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন যার বৈধতা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত পক্ষান্তরে যেসব প্রথা এই মাপকাঠিতে পড়ে না, সেগুলোকে নাজায়েজ সাব্যস্ত করে প্রত্যাখান করেছেন।

৭. আল আহাদীসুল আরবাঈন ফী আবওয়াব উলুমিদ্দীন

এটি ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস সম্বলিত একটি পুস্তিকা।[১]

---

১. জার্নাল অব দি রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পৃষ্ঠা- ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

৮. তারজামাতুল আহাদীসিল আরবাঈন

এই পুস্তিকায় এমন চল্লিশটি হাদীসের ফার্সীতে অনুবাদ করা হয়েছে যেগুলোতে বাদশাহ্ ও শাহানশাহ্গণের প্রতি হিতোপদেশ প্রদান করা হয়েছে।[২]

৯. দস্তুর ফয়যিন্নুর

রাসূল (সা)-এর পোশাক সম্পর্কে হাদীসের উপর ভিত্তি করে এ পুস্তিকাটি ফার্সী ভাষায় লিখিত। আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়ে এ পুস্তিকা "রেসালাদর-আদব-ই-লেবাস"-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১০. যিকর ইজাযাতিল হাদীস ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস

শায়খ আব্দুল হক দেহলভীকে ভারতে হাদীস শাস্ত্রের প্রবর্তক বলা হয়। তবে এ ধারণা তথ্যমতে বাস্তব নয়। কেননা তাঁর কমপক্ষে এক শতাব্দী পূর্বে সমগ্র ভারতে হাদীস শিক্ষার সূচনা এমন কতিপয় মুহাদ্দিস করেছিলেন যাঁদের সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও শায়খ আব্দুল হকের এ কীর্তি প্রশংসনীয় এ কারণে যে, তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাসহকারে হাদীস শাস্ত্রের প্রচার ও অগ্রগতির জন্য সারাজীবন নিরলস কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর বদৌলতে মুহাদ্দিসগণের একটি দীর্ঘ সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত হয় যারা বংশ পরম্পরায় হাদীস শাস্ত্রের মশাল প্রজ্জলিত রাখেন। তাঁর পরিবারের মুহাদ্দিসগণ ও শাগরিদগণ এই দু'দলই হাদীসের চর্চা ও প্রসারের কাজে তাঁর পরবর্তী যুগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। যার সুফল আজো হাদীসের জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং এ কাজে নিয়োজিত আলেমগণ ভোগ করছেন।

এ পর্যায়ে আমরা মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুল হক দেহলভীর পরিবার এবং শাগরিদবর্গের অন্যতম কয়েকজন মুহাদ্দিস সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করব।

---

১. জার্নাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পৃষ্ঠা- ২১।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২২।

Dhaka University Institutional Repository

১. শায়খ নূরুল হক ইবন আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী

তিনি শায়খ আবুদল হক দেহলভীর পুত্র। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন একজন মুহাদ্দিস, প্রথিতযশা ফকীহ এবং ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পিতার নিকট অর্জন করেন। তিনি "যুবদাতুত্তা-ওয়ারীখ" নামে ভারতের একটি সাধারণ ইতিহাস রচনা করেছিলেন, যাতে সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী থেকে আরম্ভ করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহন পর্যন্ত যুগের ইতিহাস উপস্থাপিত হয়েছে। মুহাদ্দিস নূরুল হক ১৬৬২ খ্রী: সালে ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[১]

নূরুল হকের রচনাবলী

মুহাদ্দিস নূরুল হক দেহলভী নিম্নোক্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন ঃ-

(ক) তাইসীরুল কারী ফী শরহ সাহীহিল বুখারী ঃ সহীহ বুখারীর ফার্সী ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য।

(খ) শরহ শামায়েলিন্নবী ঃ এটি তিরমিযীর শামায়েলের ফার্সী ভাষ্য।

২. আব্দুস সামাদ ফখরুদ্দীন ইবন মহিবুল্লাহ ইবন নূরুল হক

আব্দুস সামাদ ফখরুদ্দীন তাঁর পিতার "মাম্বাউল ইলম ফী শরহ সহীহ মুসলিম" গ্রন্থখানা সমাপ্ত করেন। তিনি "শরহ আয়নিল ইলম" মুহাম্মদ ইবন উসমান বলখীর রচনা "আয়নুল ইলমের" ফার্সী ভাষ্য লিখেন।[২] "শরহ-ই-হিসনে হাসীন" নামে ইমাম জাযারীর হিসনে হাসীনের ফার্সী ভাষ্য রচনা করেন।

---

১. সুবহা, আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা- ৫৩।

২. ক্যাটালগ বাঁকীপুর, ১৪শ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬১-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

৩. শায়খুল ইসলাম ইবন হাফেজ ফখরুদ্দীন

তিনি স্বীয় পিতার নিকট থেকে সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ পাঠদানের অনুমতি লাভ করেছিলেন। তিনি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর সমসাময়িক ছিলেন।[১]

রচনা সমগ্র

১. তিনি শরহ-ই-সহীহিল বুখারী নামে ফার্সী ভাষ্য লিখেন। ১৮৮৭ সালে গ্রন্থখানা লক্ষ্ণৌ থেকে শায়খ নূরুল হকের তায়সীরুল কারীর হাশিয়ায় "শরহ-ই শায়খিল ইসলাম" নামে প্রকাশিত হয়।

২. রেসালা কাশফুল গিতা আম্মা লাযেমা লিল মাওতা আলাল ইহয়া।

৩. রেসালা রদ্দুল আওহাম আন আসারুল ইমাম আল হুমাম রচনা করেন।

৪. সালামুল্লাহ ইবন শায়খুল ইসলাম মুহাদ্দিস রামপুরী

মুহাদ্দিস সালামুল্লাহ সিরাজ আহমদ সিরহিন্দি ও আব্দুল আজিজ দেহলভী সমসাময়িক ছিলেন। তিনি আব্দুল হক দেহলভী পরিবারের সর্বশেষ খ্যাতনামা আলেম ছিলেন। হাদীস অধ্যয়ন, চর্চা ও প্রচারে তিনি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।[২] তাঁর রচনাবলী নিম্নে বর্ণিত হলো।

* আল মুহাল্লা বেআসরারিল মু'য়াত্তা।
* তরজমা-ই-ফারসী সহীহ্ বুখারী
* তরজমা-ই-ফারসী শামায়েলুন্নবী।
* রেসালা ফী উসূলিল হাদীস।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬২- ৬৩।

২. হাদায়েক, পৃষ্ঠা- ৪৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫. শায়খ সাইফুল্লাহ ইবন নুরুল্লাহ বুখারী দেহলভী

তিনি ফিকহ ও হাদীস উভয় শাস্ত্রে গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি বাদশাহ্ আওরংগজেব আলমগীরের শাসনামলে (১৬৫৯-১৭০৭ খ্রী:) শামায়েলুন্নবীর একটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন যার নাম দিয়েছিলেন "আশরাফুল ওয়াসাইল ফী শরহিশ শামাইল"।[১]

৬. খাজা খাওয়ান্দ মুঈনুদ্দীন

হাদীস, ফিকহ ও তাফসীর শাস্ত্র তিনি মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভীর নিকট অধ্যয়ন করেন। মুঈনুদ্দীন ১৬৭৪ সালে কাশ্মীরে ইন্তেকাল করেন।[২]

৭. খাজা হায়দার পটলু ইবনে ফিরোজ কাশ্মীরী

তিনি স্বীয় পিতা জওয়াহের নাথ কাশ্মীরীর নিকট হাদীসের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতপর দিল্লীতে শায়খ আব্দুল হক দেহলভীর মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে হাদীসের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। কাশ্মীরের সুবেদার তাঁকে কাযী পদে নিযুক্ত করার জন্য বার বার প্রস্তাব করলেও তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তিনি দরবেশী জীবন যাপন করতে।

৮. বাবা দাউদ মেশকাতী কাশ্মীরী

তিনি "আসরারুল আবরার" নামে কাশ্মীরী মাশায়েখের জীবন চরিত সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

৯. মীর গোলাম আলী আযাদ বিলগ্রামী

১৭০৪ খ্রী: সালের মে মাসে তাঁর জন্ম। নানা আবদুল জলীল বিলগ্রামীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করে সনদ প্রাপ্ত হন। হিজাজ গমন করে সেখানে মদীনা মুনাওয়ারায় শায়খ হায়াত সিন্ধীর নিকট সহীহ বুখারী পাঠ করেন। শায়খ হায়াত তাঁকে বুখারী বিষয়ে পাঠের অনুমতি

---

১. নুযহা, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

২. খাযীনা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

দান করেন। আযাদ বিলগ্রামী ১৭৮৫ খ্রীঃ সালে ৮৪ বছর বয়সে আওরংগবাদে মৃত্যু বরণ করেন।[১] তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী রচনা করেন।

* দাভউদ্দারী শরহ সহীহিল বুখারী।

* শামামাতুল আম্বর ফী মা ওয়ারাদা ফীল হিন্দ মিন সায়্যিদিল বাশার।

* সুবহাতুল মারজান ফী আসার হিন্দুস্তান।

* সানাদুস সাআদা ফী হুসন খাতিমাতিস সাদাত।

এছাড়াও প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ হলেনঃ শায়খ এনায়েতুল্লাহ শাল-ই-কাশ্মীরী, মীর সাইয়িদ মোবারক বিলগ্রামী, মীর আব্দুল জলিল বিলগ্রামী প্রমূখ।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী যুগ

বৃটিশ শাসনামলের পূর্বলগ্নে মুসলিম আমলে ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বঙ্গদেশে হাদীস প্রচার, প্রসার ব্যাপকতার শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে। এ যুগ যদি ও হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুরু হয় তবে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসাবে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী প্রথম এর গোড়া পত্তন করেন। এই প্রখ্যাত মুহাদ্দিস উল্লেখিত ব্রতে নিয়োজিত থেকে পাক-ভারতে ও বঙ্গদেশে হাদীসের খেদমতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা পরিচালনা করে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছেন। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর পরবর্তীকালে এ উপমহাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামল শুরু হয়, আর এর পর থেকে হাদীস চর্চা, শিক্ষা, ও প্রসারে ব্যাপকতার পরিবর্তে সংকোচন ধারার ভাব লক্ষ্য করা যায়। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর যুগে হাদীস শাস্ত্রের প্রসারের ইতিহাস উপস্থাপন করার পূর্বে এ যুগের প্রবর্তক তথা মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং হাদীস চর্চায় তাঁর অসামান্য অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা খুবই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী ও হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান সম্পর্কে সম্যক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

---

১. সুবহা, আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা- ১১৮-১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম ও পরিচয়

হাদীস শাস্ত্রের এ মহান খাদেম হিজরী ১১১৪ মোতাবেক ১৭০৩ খ্রী: সালে দিল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম হলো কুতুবুদ্দীন আবু আবদিল আজীজ আহমদ ইবন আবদির রহীম উমারী হানাফী দেহলভী। তাঁর পিতার নাম ছিল শাহ্ আব্দুর রহীম, যিনি বাদশা আলমগীরের আমলে প্রণীত ফতওয়া আলমগীরির সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী ইসলামের ২য় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর বংশধর ছিলেন।

শিক্ষা জীবন

মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেন এবং সাত বছর বয়সে পবিত্র কুরআন মজীদ মুখস্ত করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি সে যুগের মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর স্তর সমাপ্ত করেন।[১] হাদীস শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি মেশকাতুল মাসাবীহ, শামায়েলুন্নবী ও সহীহ বুখারীর কিয়দাংশ আফযাল শিয়ালকৌটী ও স্বীয় পিতার নিকট পাঠ করেন। ১৭৩০ সালে তিনি হারামাইন (মক্কা ও মদীনা) গমন করে তথায় ১৪ মাস অবস্থান করেন। হারামাইনে অবস্থানকালে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী শায়খ আবু তাহের ইবন ইবরাহীম কুর্দী শাফেয়ী মদনীর নিকট সিহাহ সিত্তাহ, মেশকাতুল মাসাবীহ ও হিসন হাসীন এবং শায়খ ওয়াফদুল্লাহ মালেকী মক্কী ও শায়খ ওমর ইবন আহমদ মক্কী প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১১৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৭৩৩ ইং সালে তিনি হারামাইন থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে হাদীসের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

কুরআন-হাদীসের অধ্যাপনা

মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী হারামাইন থেকে নিজ দেশ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা রহীমিয়ায় কুরআনও হাদীসের অধ্যাপনা শুরু করেন, দিন দিন

---

১. ড. মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃষ্ঠা- ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এটি কিছু দিনের মধ্যেই একটি বিশাল দালানে স্থানান্তর করা হয়, যা সম্রাট মুহাম্মদ শাহ এ কাজের জন্য দান করে ছিলেন ।[১]

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহীমিয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘ পচিঁশ বছর পর্যন্ত সিহাহ সিত্তাহ, মুয়াত্তায়ে মালেক, মুসনদ দারেমী, মেশকাতুল মাসাবীহ্সহ হাদীসের গ্রন্থাবলী পাঠ দান করেন। তিনি ছাত্রদের দৈনন্দিন পড়া নিজেদেরকেই পড়ে আসতে বলতেন এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে নিজে আলোচনা করতেন। তাঁর বুখারীর দরস সমূহে খাজা আমীন ওয়ালী উল্লাহী একজন পাঠক এবং মুহাম্মদ এলাহাবাদী ছিলেন অন্যতম শ্রোতা।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর মতো প্রতিভাবান, প্রজ্ঞা ও মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি দুনিয়ায় খুব কমই জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি একাধারে মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস, সূফী, দার্শনিক ও শরীয়ত তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। এসকল বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করে আজো স্বরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর আলোচনা হচ্ছে অন্ধদের পক্ষে চক্ষু দানকারী, আর রচনাবলী হচ্ছে অন্ধকারে আলোকস্তম্ভ।

তিনি তাঁর রচনায় কোন বিশেষ মাজহাব, তরীকা বা পন্থার প্রতি পক্ষপাত না করে যেখানে যা হক মনে করেছেন তাই ব্যক্ত করেছেন।[২] হাদীস শিক্ষায় তাঁর এ নীতি ছিল সুপ্রকট। তাঁর হাদীস শিক্ষানীতি ওলামাদের নিকট এতটাই গ্রহণযোগ্য হয়েছে যে, পাক-ভারতের হাদীসশিক্ষার এমন কোন সিলসিলা নেই যা, তাঁর নিকটে এসে বর্তায় না। এমনকি বর্তমান দুনিয়ারও বহু হাদীসশিক্ষার সিলসিলা তাঁতে এসে বর্তায়। মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী ২৯ মুহররম ১১৭৬/ জুলাই ১৭৬২ খ্রীঃ তারিখে দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন। দিল্লীতে খুনী দরওয়াযার নিকটে মাহান্দিয়ানে তাঁর এবং তাঁর পরিবারবর্গের মাযারসমূহ আজো বিদ্যমান।

---

১. প্রাগুক্ত।

২. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (ঢাকাঃ এমদাদিয়া পুস্তকালয়), পৃষ্ঠা- ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ ওয়ালী উল্লাহর পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ

মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী-এর পরবর্তী সময়ে হাদীস বিষয়ে যেসকল মুহাদ্দিস বিশেষ অবদানের মাধ্যমে হাদীসের শিক্ষা ও চর্চা অব্যাহত রাখেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করা হলোঃ

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী

তিনি হলেন শায়খ জালালুদ্দীন কবীর আওলিয়ার দশম পুরুষ। কাযী সানাউল্লাহ শায়খ ওয়ালী উল্লাহর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন আর তাসাউফের দীক্ষা লাভ করেন মির্যা মযহার জান-ই জানানের কাছে। কাযী সানা উল্লাহ হাদীসশাস্ত্রে অতি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যে কারণে শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভী তাঁকে "বায়হাকিয়্যুল ওয়াক্ত" বা স্বীয়যুগের বায়হাকী উপাধি প্রদান করেছিলেন। তাঁর রচিত তাফসীর-ই মাযহারীতে বহু সংখ্যক হাদীসের উল্লেখ করেছেন।[১]

শাহ্ আবদুল আজিজ ইবন ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর পুত্র হলেন শাহ্ আব্দুল আজিজ। তিনি স্বীয় পিতার দু'জন বিশিষ্ট শাগিরদ খাজা আমীন ও আশেক ফুলতীর নিকটে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতপর পিতার মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে বিস্তারিতভাবে মাসাবীহ্, মুসাওওয়া ফী শারহিল মু'আত্তা, সহীহাইনের কিয়দংশ এবং সিহাহ সিত্তার অবশিষ্ট গ্রন্থাবলী পাঠ করেন। তাঁর পিতার ইন্তেকালের পর তিনি উক্ত মাদ্রাসার অধ্যাপকের পদে স্থলাভিষিক্ত হয়ে ষাট বছরের অধিক সময় কুরআন-হাদীস শিক্ষা দিতে থাকেন।[২]

তাঁর রচনা

(১) বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন (২) উজালায়ে নাফে'আ

---

১. ড. মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃষ্ঠা- ১৭১।

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ ইসহাক ইবন আফযল ফারুকী দেহলভী

শাহ্ আবদুল আজিজের পৌত্র যিনি দাদার ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিশ বছর পর্যন্ত হাদীসের অধ্যাপনা করেন ১৮৪৩ সালে মক্কায় হিজরত করেন এবং সেখানে তিনি রজব ১২৬২/জুন ১৮৪৬ সালে ইন্তেকাল করেন ।

* মাযহার নানুতবী ।

* আহমদ আলী ইবন লুৎফুল্লাহ আনসারী সাহারানপুরী ।

* শাহ্ আবদুল গণী মুজাদ্দেদী ।

* মিয়া সাহেব সায়্যিদ নযীর হুসায়ন বিহারী দেহলভী ।

এর পরবর্তী কালে এ আমলে আরো বেশ কয়েকজন হাদীসবিদ ভারতবর্ষে হাদীস চর্চা, শিক্ষা ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করে এ মহান ব্রতকে এগিয়ে নেন । এভাবে ১২০১ সাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে উপমহাদেশে হাদীসের অনুশীলন, চর্চা, প্রচার ও প্রসারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়ে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়, উৎকর্ষ সাধিত হয় হাদীসের শিক্ষা সম্প্রসারের যা বৃটিশদের ভারতবর্ষ আক্রমণের মধ্য দিয়ে যবনিকাপাত ঘটে ।

Dhaka University Institutional Repository

বিহার অঞ্চলে হাদীস চর্চা

শারফুদ্দীন মানিরী এবং তাঁর মুহাদ্দিস গোষ্ঠী

বিহারের সুবিদিত ও সমধিক পরিচিত আলেম ও ওলী শারফুদ্দীন মানিরী। তাঁর পূর্ণ নাম শারফুদ্দীন আহমদ ইবন ইয়াহইয়া মানিরী বিহারী। শাওয়াল ৬৬১/আগষ্ট ১২৬৩ সালে পাটনার অন্তর্গত বিহার শরীফ থেকে ৬০ মাইল দূরে মানির নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলতঃ সোনারগাঁও-এ তাঁর ওস্তাদ এবং পরবর্তীতে তাঁর শশুর আবু তাওয়ামাহ্ হাম্বলীর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করেন। ছাত্র জীবন শেষে শরফুদ্দীন ৬৯১ হিজরীতে দিল্লী গমন করে শায়খ নিযামুদ্দীন আওলিয়ার স্বাক্ষাত লাভ করেন। অতপর লাহোরে যেয়ে শায়খ নাজীবুদ্দিন ফেরদৌসীর কাছে মুরীদ হন। এরপর দীর্ঘ ৩০ বছর বিহারের বাহিয়া ও রাজগীরের গভীর জঙ্গলে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এবাদত ও ধ্যানমগ্ন সময় অতিবাহিত করেন। পরবর্তীতে নির্জনবাস বর্জন করে মানুষকে আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মানীরে খানকা নির্মাণের কাজ তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাংখীরা সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক শাহ্ এটাকে বিস্তৃত আকারে পূনঃ নির্মাণ করে এর ব্যয় বহনের লক্ষ্যে রাজগীর পরগণাও ওয়াক্ফ করেদেন। খানকাটি আজ অবধি বিদ্যমান আছে। শারফুদ্দীন মানিরী ৬ই শাওয়াল ৭২৮ জানুয়ারী ১৩৮১ সালে মানিরে ইন্তেকাল করেন।

হাদীস চর্চায় শারফুদ্দীন

শারফুদ্দীন মানিরী বিহার অঞ্চলের বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের অন্যতম। হাদীস সম্পর্কিত বিদ্যাসমূহে তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। হাদীস ব্যাখ্যা বিদ্যা, হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী সংক্রান্ত জ্ঞান, হাদীসের পরিভাষা ইত্যাদি বিদ্যায় তিনি গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত পত্র সংকলন ও তাসাওফের কিতাব সমূহে হাদীসের প্রচুর উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। তাঁর রচনাবলীর অনেক জায়গায় হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক যেমন হাদীসের ভাবার্থগত বর্ণনা,

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনাকারীদের শর্তাবলী ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা তুলে ধরেছেন।[১] ইতিহাস থেকে জানা যায় ইমাম নববীর শরহে মুসলিমের একটি কপি তাঁর কাছে ছিল এবং তা তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন।[২] যদিও তিনি বিহার অঞ্চলের মুহাদ্দিস ছিলেন তবে তিনি শুধু ঐ এলাকায় হাদীস চর্চার কাজ সীমিত না রেখে বরং সমগ্র ভারতে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়নের প্রবর্তন করেন। তিনি যেমনিভাবে হাদীস মুখস্ত রাখতে পারতেন ঠিক তেমনি ভাবে তিনি হাদীস অনুযায়ী আমলও করতেন।

রাসূল (সা.) খরবুজা নামক খাদ্য ভক্ষণ করেছিলেন কিনা এটা জানতে পারেননি বিধায় তিনি কখনো তা খাননি।[৩] এ থেকেই বুঝা যায় তিনি হাদীস বিষয়ে কতটা আমলদার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শায়খ শারফুদ্দীন মানিরী কুরআন ও হাদীসের তাসাওফ ভিত্তিক শিক্ষার প্রমাণ রূপে গণ্য হতেন। শায়খ নিযামুদ্দীন আওলিয়া ও শারফুদ্দীন মানিরী উভয়েই যথাক্রমে দিল্লী ও বিহারের প্রখ্যাত দু'জন আলেম ও আধ্যাত্মিক মুরশিদ ছিলেন। তবে আধ্যাত্মিক দিক থেকে নিযামুদ্দিন এগিয়ে থাকলেও হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নে শারফুদ্দীন মানিরী অগ্রগামী ছিলেন। কারণ ছিল শায়খ নিযামুদ্দীন অধিক বয়সে হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন এবং ইমাম সাগানীর মাসারেকুল আনওয়ার ব্যতিত অন্য কোন হাদীস সংকলন অধ্যয়ন করতে পারেননি অপর দিকে শারফুদ্দীন মানিরী তাঁর ওস্তাদ ও পরবর্তীতে শশুর আবু তাওয়ামাহ্ হাম্বলীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে হাদীসের বিশেষ জ্ঞান লাভে ধন্য হন।

এছাড়া শায়খ নিযামুদ্দীনের বিপরীতে শায়খ শারফুদ্দীন মানিরী হাদীসের বহু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য কিতাব অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করেন।

---

১. ক্যালকাটা রিভিউ, পৃষ্ঠা- ২১০-২১১।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯৭, ২১১ মা'আরেফ, ২২শ খন্ড, সংখ্যা-৫, পৃষ্ঠা- ২৩১-২৩২।

৩. খওয়ান-ই-পুরনিমাত, (পাটনাঃ আহমদী প্রেস, ১৩২১ হি.), তৃতীয় মজলিস, পৃষ্ঠা- ৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিহারের বিশিষ্ট ক'জন হাদীসবীদের নাম ও তাঁদের রচনা

শায়খ শারফুদ্দীন মানিরীর সাথে বিহারে যে সকল মুহাদ্দিস হাদীস চর্চা, অধ্যাপনা, হাদীসের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মাঝে অন্যতম কয়েকজন সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো ।

শায়খ মুযাফ্ফর বালখী

শায়খ শারফুদ্দীন মানিরীর একজন অত্যন্ত প্রিয় ও ভক্ত মুহাদ্দিস ছিলেন শায়খ মুযাফ্ফর বালখী । তাঁর পিতা শামসুদ্দীন বিহারের একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন । তিনি ওয়ালী আহমদ চিরমপোশের মুরীদ ছিলেন । পিতার আকাংখা ছিল তাঁরপুত্র মুযাফ্ফরও চিরমপোশের মুরীদ হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করুক । কিন্তু মুযাফ্ফর তা না করে বরং শায়খ শারফুদ্দীনের নিকট মুরীদ হন । শারফুদ্দীন তাঁকে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার জন্য "ইমাম" উপাধীতে ভূষিত করেন ।[১]

হুসায়ন ইবন মুইযয বিহারী

মুযাফ্ফর বলখীর ভাতুস্পুত্র ও খলীফা । তিনি ফেরদাওসিয়া সিলসিলার একজন সূফী ও মুহাদ্দিস ছিলেন । শারফুদ্দীন কর্তৃক লালিত-পালিত হয়ে চাচা মুযাফ্ফরের নিকট বুখারী ও মুসলিম পাঠ করেন । হুসায়ন নওশাহ্-ই তাওহীদ মখদুম মানিরের খানকায় কয়েকটি হাদীস গ্রন্থের সংযোজন করেন । তাসাওফ সম্পর্কে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যে- "হাযারাতই খামস" এবং একটি পার্সী দেওয়ান সমধিক প্রসিদ্ধ । তিনি হাদীস উদ্ধৃত করে "রিসালা-ই-আওরাদ-ই-দহফসলী" নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন । হিজরী ৮৪৪ মোতাবেক ১৪৪১ সালে মানিরে তিনি ইন্তেকাল করেন ।[২]

---

১. ড. মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃষ্ঠা- ৭০ ।

২. মাআরেফ, ২৩শ খণ্ড, সংখ্যা- ৪, পৃষ্ঠা- ২৯৮- ৯৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ লংগর-ই-দরয়া

আহমদ লংগর-ই দরয়া ইবন হুসায়ন ইবন মুযাফ্ফর মানিরের খানকায় তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে হাদীসের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি গোটা "মাসাবীহুস সুন্নাহ" হাদীস গ্রন্থখানা মাত্র ছয় মাসে মুখস্ত করেন।[১] তাঁর বাণী সংকলন "মুনিসূল কুলুবে"- বুখারী, মুসলিম, মাশারেকুল আনওয়ার এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২]

১. ড. মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭১।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

কাশ্মীর অঞ্চলে হাদীস চর্চা

কাশ্মীরে সর্ব প্রথম খোরাসানের পর্যটক আলী-হামাদানী হাদীস চর্চার সূচনা করেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই কাশ্মীরে হাদীস চর্চার কার্যক্রম গড়ে ওঠে। তিনি তাঁর অনুসারী মুহাদ্দিস গোষ্ঠীর সহযোগিতা ও অধ্যাপনায় অত্র এলাকায় হাদীস প্রচার, প্রসার ও এর ব্যাপকতা ছড়িয়ে দেন। তাঁর পূর্ণ নাম: আমীর-ই-কবীর সায়্যিদ আলী ইবন শিহাব হামাদানী। তিনি হিজরী ৭৭৩ সালে ৭০০ (সাতশত) ভক্ত অনুসারীসহ কাশ্মীরে আগমন করে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রভাব অত্র এলাকায় এতই বেশী ছিল যে, এখানকার শাসনকর্তা সুলতান কুতুবুদ্দীন তাঁর মুরীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভে গর্ববোধ করতেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত কাশ্মীরে অতিবাহিত করে হাদীসের চর্চায় ব্যাপকতা আনয়ন করেন। আলী-হামদানী হাদীসের দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যথা-

১. আস-সাব্য়ীন ফী ফাযায়েলে আমীরিল মু'মিনীন।

২. আরবায়ীনে আমিরীয়া।

আলী হামদানী পারস্য গমনকালে ৬ই যিলহজ্জ ৭৮৬ হিজরী সালে পথিমধ্যে ইন্তেকাল করেন এবং ট্রান্সঅক্সানিয়ার খুতলান নামকস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

আলী হামাদানীর অনুসারী হাদীসবিদগণ

আলী হামাদানীর সাথে কাশ্মীরে হাদীস চর্চায় যে সকল মুহাদ্দিস অত্যধিক অবদান রেখেছেন নিম্নে তাঁদের কয়েক জনের সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করা হলো।

সায়্যিদ জামালুদ্দীন

আলী হামাদানীর একান্ত এক মুরীদ ছিলেন সায়্যিদ জামালুদ্দীন। তিনি একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। সুলতান কুতুবুদ্দীন তাঁকে কাশ্মীরে শিক্ষক নিয়ুক্ত করেছিলেন।[১]

---

১. জামী, নকাহাত, পৃষ্ঠা- ৩৯৯-৪০০,খাজা আযম শাহ্, পৃষ্ঠা- ৩৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

কাযী হুসাইন শিরাযী

কাযী হুসাইন মূলতঃ শিরাযের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর মুরশিদ মীর মুহাম্মদ হামাদানীর সাথে কাশ্মীরে আগমন করেন। মীর মুহাম্মদ হামদানী ছিলেন সায়্যিদ আলী হামদানীর পুত্র। সুলতান কুতুবুদ্দীনের উত্তরসূরী সুলতান সিকান্দর হুসাইন শিরাযীকে কাযী নিযুক্ত করেছিলেন।[২] হুসাইন শীরাযী রতনিয়্যা হাদীস সমূহ সংকলন করেন।[৩] এগুলো মূলতঃ ছিল নকল হাদীস, সপ্তম হিজরী সালে "বাবা রতন হিন্দী" নামে এক ব্যক্তি গড়ে ছিল। সে ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর সংগ লাভের দাবীও করে বসেছিল।[৪]

---

১. আযম শাহ্, তারীখ-ই-কাশ্মীর, পৃষ্ঠা- ৩৯; খাযীনা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৯৭।

২. Brockel Mann, পরি.- ২ পৃষ্ঠা- ৫২৫।

৩. আসকালানী, এসাবা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৮৭, ১১০১।

৪. খাযীনা, পৃষ্ঠা- ১১-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মুলতানে হাদীস চর্চা

শায়খ যাকারিয়া মুলতানী এবং তাঁর মুহাদ্দিস দল

মুলতানের প্রসিদ্ধ ওয়ালী বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তাঁর বংশধরগণ এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। জামালুদ্দীন উছী ও মাখদুম জাহানিয়া সায়্যিদ জালালুদ্দীন বুখারী এ কেন্দ্র থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শায়খ আহমদ সিরহিন্দী এবং তাঁর সহ-মুহাদ্দিসগণ

ভারতীয় উপমহাদেশে কুরআন-হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ ও তা অনুসরণের অন্যতম সংস্কারক হিসাবে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য শায়খ আহমদ সিরহিন্দী তাঁদের একজন। তিনি "মুজাদ্দিদ-আল্ ফেসানী" বা দ্বিতীয় সহস্রের সংস্কারক নামে খ্যাত। তাঁর প্রকৃত নাম শায়খ আহমদ ইবন আবদিল আহাদ ফারুকী সিরহিন্দী। তিনি ১৫৬৪ সালের মে মাসে সিরহিন্দে জন্ম গ্রহণ করেন। সিরহিন্দ এলাকাটি পূর্ব পাঞ্জাবের পাতিযালায় অবস্থিত। শায়খ আহমদের সম্মানার্থে মানুষ এটাকে "সিরহিন্দ শরীফ" বলে। মুযাদ্দিদিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শায়খ আহমদ সিরহিন্দী।

শিক্ষা জীবন

শায়খ আহমদ প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর পিতার নিকট থেকে লাভ করেন। অতপর শিয়াল কোট ও সেখান থেকে কাশ্মীর গমন করে মোল্লা কামালুদ্দীন কাশ্মীরীর[১] কাছ থেকে যুক্তিবিদ্যা এবং শায়খ ইয়াকুব সরফীর নিকট থেকে কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করেন।[২] শায়খ ইয়াকুব তাঁকে সহীহ্ বুখারী, তাবরিযীর মেশকাত এবং সুয়ূতীর জামে সগীর গ্রন্থসমূহ শিক্ষাদানের

---

১. তারীখ-ই-কাশ্মীর, পৃষ্ঠা- ১১৯।

২. ড. মোহাম্মদ এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মতি প্রদান করেন।[১] অপর দিকে শায়খ আহমদ কাযী বাহালুল বাদাখশীর কাছ থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ শিক্ষাদানের অনুমতিও লাভ করেন। ১৫৯৮ খ্রীঃ সালে খাজা আব্দুল বাকী নকশবন্দী শায়খ আহমদকে নকশবন্দী তরীকায় দীক্ষিত করেন। ২০ সফর ১০৩৪ হিঃ/নভেম্বর ১৬২৪ খ্রীঃ সালে শায়খ আহমদ সিরহিন্দে ইন্তেকাল করেন।[২]

সংস্কারক শায়খ আহমদ

শায়খ আহমদ সিরহন্দী হাদীসের প্রগাঢ় আলেম ছিলন। তাঁর মাকতুবাত (পত্রাবলী) অধ্যয়ন করে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শায়খ আহমদ রচনা ও সংকলন ক্ষেত্রে "আরবাঈন" নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। শুধু হাদীসের পুস্তক রচনা ও এর শিক্ষকতায় নয় বরং হাদীসবিদ ও সংস্কারক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব অমর হয়ে রয়েছে। তাঁর সময়কালের সরকার ও রাজনীতিতে বিরাজমান উচ্ছৃংখলতা ও অস্থিরতা সত্ত্বেও কুরআন-হাদীসের শিক্ষা ও প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাদশা আকবরের কর্মপদ্ধতি সুন্নীদের বিপক্ষে ছিল। তদুপরি আব্বাসী খলিফাগণের ইরানী উযীরদের মতো আকবরের নবরত্ম সভার কিছু প্রভাবশালী আমীর ও সুন্নী আকিদা ধ্বংসের প্রয়াসে লিপ্ত ছিল। অপর দিকে সূফীগণ বৈরাগ্য ও পবিত্রতার নাম নিয়ে সব ধরণের অনৈসলামিক বিদআত শিক্ষা-দানের পাশাপাশি সেগুলো বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এর ফলে ইসলামী সমাজে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।[৩] হযরত মুজাদ্দিদ আলফ-সানী এ সকল অনাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদ শুরু করেন।[৪] তিনি ওয়াজ নসীহত ও বিভিন্ন পুস্তিকা এবং মাকতুবাত লিখে সর্বস্তরের মানুষকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ক্ষমতাসীন বাদশা জাহাঙ্গীর তাঁর এ সকল কাজে রুষ্ট হয়ে মুজাদ্দিদ কে গোয়ালিয়ারের দূর্গে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪১।

২. আখবারুল আইয়াম পৃষ্ঠা- ৩০৩, খাযীনা ১ম খন্ড পৃষ্ঠা- ৬০৭, হাদায়েক পৃষ্ঠা- ৪০৪-৪০৬।

৩. ওয়ালি উল্লাহ মনযুর নোমানী বেরেলী, আল ফুরকান, (১৯৪১ খ্রীঃ), ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ১৭২-১৭৩।

৪. আল ফুরকান, পৃষ্ঠা- ৪৬-৫২, বুরহান আলদীন, উল্লেখিত গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

বন্দী করেন। ০২ বছর কারাভোগের পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। তাঁর ইবাদত, পূত-পবিত্র জীবন যাপন, ইসলামের প্রতি দৃঢ়তা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে বাদশা জাহাঙ্গীর স্বীয় পুত্র খুররম কে মুজাদ্দিদ আলফ ই-সানীর আধ্যাত্মিক কল্যাণ ধারায় উপকৃত হয়ে প্রকৃত মানবিক ও ইসলামের অনুসারী হওয়ার উৎসাহ প্রদান করেন। মুজাদ্দিদের ত্যাগের বদৌলতে তিনি তাঁর সংস্কারে সফলকাম হন। বাদশা জাহাঙ্গীর তাঁর যথার্থতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। ভারত ও বহির্ভারতের লাখো মুসলমান তাঁর হাতে বয়াত করে নিজেদের চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সংশোধনের পথ বেছে নেয়। তিনি তাঁর এ সংস্কারের মাধ্যমে শুধু নিজের আধ্যাত্মিকতা কে বিশুদ্ধ করেননি বরং ইসলামকে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে শরীয়াত ও তরীকাতের মাঝে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করেন।

মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানীর সাফল্যের পিছনে অন্যতম কারণ হলো তিনি মুসলমানদের মধ্যে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন ও প্রসারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কুরআন-হাদীসের উপর ভিত্তি করে তিনি সংস্কার এবং উন্নয়নের যে মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরীগণ তা যুগযুগ ধরে অব্যাহত রেখেছেন।[১]

নিম্নে শায়খ আহমদ সিরহিন্দীর কয়েকজন সহ-মুহাদ্দিসে নাম উল্লেখ করা হলো।

১. শায়খ সাঈদ ইবন শায়খ আহমদ সিরহিন্দী।

২. ফররুখ শাহ ইবন শায়খ সাঈদ।

৩. সিরাজ আহমদ মুজাদ্দিদী।

৪. শায়খ মাসুম ইবন শায়খ আহমদ সিরহিন্দী।

৫. খাজা সায়ফুদ্দীন সিরহিন্দী।

৬. খাজা আযম ইবন সায়ফুদ্দীন সিরহিন্দী।

৭. শাহ আবু সাঈদ ইবন সফিউল কদর মুজাদ্দিদী।

৮. শাহ আব্দুল গণী ইবন আবি সাঈদ মুজাদ্দিদী দেহলভী।

---

১. ড. মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃষ্ঠা- ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

দাক্ষিণাত্যে হাদীস চর্চা

সাখাভীর পূর্ববর্তী যুগে কয়েকজন মুহাদ্দিস দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। সাখাভীর যুগ সেখানে বাহমনী রাজত্বের পতনের যুগ ছিল। বাহমনী রাজত্বের পতনের ফলে দাক্ষিণাত্যে সুন্নী শাসনামলের অবসান ঘটে, যার উপরে এদেশে হাদীসের প্রচার ও উন্নতি নির্ভরশীল ছিল। কেননা হাদীস সর্বাবস্থায় সুন্নীদের সেরা উত্তরাধিকার।

বাহমনী সুলতান ১ম মাহমূদ শাহ (৭৮০-৭৯৯ হি: /১৩৭৮-৯৭ খ্রি:) প্রথম ভারতীয় শাসক, যিনি মুহাদ্দিসগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি তাঁদেরকে হাদীসের উন্নয়নের জন্য কাজ করার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। সুলতান মাহমূদের উত্তরসূরী ফিরোজ শাহের (৮০৩-৮২৫ হি: /১৩৯৭-১৪৪২ খ্রি:) আমলে গুলবর্গায় কয়েকজন আলেম মুতআর বা সাময়িক বিবাহের প্রশ্নে ফাতওয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাহীহাইন ও মেশকাতের সাহায্য গ্রহণ করেন।

সুলতান ১ম আহমদ শাহ বাহমনী (৮২৫-৮৩৮ হি: / ১৪২২-৩৬ খ্রি:) সায়্যিদ মুহাম্মদ গেসূ দারাযের একজন অত্যন্ত ভক্ত মুরীদ ছিলেন। সুন্নত-ই-রাসূলের কঠোর পাবন্দ ছিলেন বলে জনগণ তাকে "ওয়ালী বাহমনী" বলত। ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্র ছাড়া হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ঠ দক্ষতা ছিল।[১]

দাক্ষিণাত্যে হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসের এই সমীক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এ প্রসঙ্গে বিজাপুরের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ না করা হয়। আদেল শাহ পরিবারের আটজন শাসকের মধ্যে ইবরাহীম আদেল শাহ প্রথম (৯৪১-৯৬৫ হি: / ১৫৩৪-৩৭ খ্রি:) এবং ইবরাহীম আদেল শাহ দ্বিতীয় (৯৮৮-১০৩৭ হি: / ১৫৮০-১৬২৭ খ্রি:) সুন্নী ছিলেন।[২] অবশিষ্ট

---

১. ফেরেশতা, পৃষ্ঠা- ৩২৩।

২. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সকলেই ছিলেন শিয়া। ইবরাহীম আদেল শাহের পুত্র ও উত্তরসূরী মুহাম্মদ আদেল শাহ দুটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেন, যেখানে হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হত।[১]

বিজাপুরের শাহী লাইব্রেরী তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই লাইব্রেরীতে নিম্নলিখিত হাদীসের কিতাবসমূহ সংরক্ষিত আছে।

(১) সাহীহ বুখারীর একটি সোনার জড়োয়া কপির একটি অন্তলিখন থেকে জানা যায় যে, কপিটি দ্বিতীয় ইবরাহীমের লাইব্রেরীতে ১০২৮ হি:/১৬১৮ খ্রি: সালে আনীত হয়েছিল এবং এটি মোহাম্মাদাবাদ-বিদার জয় করার সময় গণীমতের মাল হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল।[২]

(২) ইবন হাজারের ফতহুল বারীর তৃতীয় খন্ড। এর উপর নওরস ইবরাহীম (ইবরাহীম ২য়) এর মোহর অংকিত রয়েছে।[৩]

(৩) নভভীর "হিলইয়াতুত আবরার" এর উপর ১০৩৩ হি: লিখা আছে, অর্থাৎ এটি দ্বিতীয় ইবরাহীমের মালিকানাধীন ছিল।[৪]

(৪) সহীহ বুখারীর একটি কপি, যার উপর "মুহাম্মদ আদেল শাহ" মোহর অংকিত আছে এবং ১০৫৯ হি: তারিখ লিখিত আছে।[৫]

(৫) নভভীর "রিয়াদুস সালেহীন", যার উপর মুহাম্মদ আদেল শাহের মোহর এবং ১০৫৯ হি: তারিখ লিখিত আছে।[৬]

---

১. কেশ মোবারক, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৭৪

২. মাআরেফ, (কুতুবখানা হাবিবগঞ্জ), ৪০ তম খন্ড, সংখ্যা- ২, পৃষ্ঠা- ৯৮-৯৯।

৩. বাঁকীপুর ক্যাটালগ, (ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী), ৫ম খন্ড, সংখ্যা- ১, পৃষ্ঠা- ১৬৫।

৪. লথ, ক্যাটালগ, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, সংখ্যা- ৩৪০।

৫. প্রাগুক্ত, সংখ্যা- ১২০।

৬. প্রাগুক্ত, সংখ্যা- ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) কিতাবুল ইযাহ বি তাকমিলাতি ইবনিস সালাহ" প্রণীত ইবন হাজর আসকালানী। এর উপর মুহাম্মদ আদেল শাহের মোহর এবং ১০৪৬ হিঃ তারিখ লিখিত আছে।[১]

(৭) বগভীর মাসাবীহুস সুন্নার একটি কপি, মুহাম্মদ আদেল শাহের দস্তখত সম্বলিত।[২]

(৮) মেশকাতুল মাসাবীহের পূর্ণ অনুলিপি। এতে ১০৮৫ হিঃ তারিখ লিপিবদ্ধ আছে।[৩]

দাক্ষিণাত্যে যে সব শীয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের কর্মপন্থা এদেশের সংখ্যাগুরু সুন্নীদের মাযহাব ও সংস্কৃতির অনুকূলে ছিল না। যেমন, আযান সুন্নী নিয়মের পরিবর্তে শীয়া নিয়মে প্রবর্তিত হয়েছিল।[৪] আহমদ নগরের শাসক বুরহান নেযাম শাহ সুন্নী আলেমগণের সকল বৃত্তি বন্ধ করে শীয়া আলেমদের প্রদান করেন।[৫] সুন্নীরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তাতে তাঁদের আলেমগণ অবাধে তাঁদের ধর্মীয় তৎপরতা অব্যাহত রাখতে পারতেন না। সুন্নীদের বিরুদ্ধে এই মনোভাবের প্রভাব দাক্ষিণাত্যে হাদীস প্রচারের উপরও প্রতিফলিত হয়। সুতরাং সাখাভীর যুগে এবং সাখাভীর পরবর্তী যুগে বহির্ভারত থেকে যে সকল মুহাদ্দিস আগমন করেন, তাঁরা সুন্নী আলেমগণের সাথে শীয়া শাসকদের বিরোধিতার কারণে অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যের পরিবর্তে গুজরাটে ও উত্তর ভারতে বসবাস করেন।

---

১. প্রাগুক্ত, সংখ্যা- ১৯৮।

২. প্রাগুক্ত, সংখ্যা- ১৪৯।

৩. প্রাগুক্ত, সংখ্যা- ১৫২, ১৫৩।

৪. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২৯।

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

গুজরাটে হাদীস চর্চা

বৃটিশপূর্ব মুসলিম আমলে গুজরাটে ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চা, শিক্ষাদান ও এর প্রসারের কাজ অব্যাহত থাকে। ১৪১৫ সাল নাগাদ হাদীস শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মুজাফ্ফর শাহী পরিবারের শাসকবর্গের খ্যাতি ভারতের সীমা ভেদ করে বহুদুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সাখাভীর পূর্ববর্তী যুগে গুজরাটে হাদীসশিক্ষা তেমন কোন উন্নতি হয়নি। সে সময়ে মনীষীগণ আরবী সাহিত্যের প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন। সাখাভীর যুগের শুরুতে যখন দাক্ষিণাত্যে সুন্নী সরকারের বিলুপ্তি ঘটে তখন সুলতান ১ম মাহমুদ বেগাড়ার উদারতা ও গুণগ্রাহিতার বদৌলতে গুজরাট কেবল বহিরাগত মুহাদ্দিসগণের জন্যই নয় বরং প্রতিবেশী শীয়া রাষ্ট্রসমূহে বসবাসকারী মুহাদ্দিসগণের জন্যও একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়, ওয়াজীহুদ্দীন মালেকীকে "মালিকুল মুহাদ্দিসীন" অর্থাৎ "মুহাদ্দিস-কূল সম্রাট" উপাধি প্রদান করতঃ সুলতান মাহমুদ প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দান করেন যে, মুহাদ্দিসগণও তাঁর রাষ্ট্রের একটি সম্মানীত গোষ্ঠী। এ আমলে আহমদাবাদ, কাম্বে, মাহাইম, সুরাত ও নহর ওয়ালার মত বিভিন্ন কেন্দ্রে হাদীসশিক্ষা ও প্রচার আরো ব্যাপকতা লাভ করে, ক্রমান্বয়ে হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ গুজরাটে আমদানী করা হয়। "ফতহুল বারী" কিতাব খানা ১৪৯৫ সালে ইয়ামেনে আনা হয় এবং তা ১৫১৪ সালে গুজরাটে পৌঁছে গিয়েছিল। অধিকন্তু হাদীসের জনপ্রিয় গ্রন্থসমূহ নকল করা হয় এবং ফার্সীতে অনুবাদ করার কাজও তখন শুরু করা হয়। রামপুরের সরকারী লাইব্রেরীতে সহীহ মুসলিমের একটি পান্ডুলিপির উপর সুলতান ১ম মাহমুদ এর মোহর অংকিত রয়েছে।[১] এই সুলতানের নামেই উৎসর্গীকৃত "হিসন হাসীন"-এর একটি ফার্সী অনুবাদ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। সুলতান মাহমুদের উত্তরসূরী ২য় মুজাফ্ফর শাহ্ (১৫১১-১৫২৫) নিজেও একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। মুখাতিব আলী খান তাঁকে "ফতহুল বারীর" একটি কপি উপহার দিলে তিনি তাঁকে প্রতিদান সরূপ ব্রুচের জায়গীর প্রদান করেছিলেন।

---

১. মাআরেফ, ২৬ তম খন্ড, সংখ্যা- ২, পৃষ্ঠা- ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

মালওয়ায় (মালব)-হাদীস চর্চা

মালওয়ার রাজধানী শদিয়াবাদ মান্দো মাহমুদ খালজীর শাসনামলে (১৪৩৫-১৪৬৯ খ্রীঃ) হাদীস শাস্ত্রের একটি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। সুলতান মাহমুদ খালজী প্রকৃতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১] শায়খ সাখাভীর দু'জন বিশিষ্ট অনুসারী স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেন। এ কেন্দ্রের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শায়খুল মুহাদ্দিসীন সাদুল্লাহ্ মান্দোভী ও মাওলানা আলীমুদ্দীন মান্দোভী বিশেষ পরিচিতি ও খ্যাতি অর্জন করেন। মাহমুদ খালজী হাদীস চর্চা ও এর প্রসারে এতটাই অনুরাগী ছিলেন যে, তিনি পবিত্র মক্কা নগরীর বাব উম্মেহানীতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতঃ মুহাদ্দিস শামসুদ্দীন বুখারীকে এখানকার শিক্ষক নিযুক্ত করেন।[২]

খান্দিশে হাদীস চর্চা

সুলতানী আমলে হাদীস চর্চার কেন্দ্র হিসাবে খান্দিশ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। খান্দিশ ফারুকী শাসনকর্তাদের রাজধানী ছিল বুরহানপুর। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাসিরখান ফারুকী। তিনি এ রাজ্যটিকে শিক্ষাজগতের এক উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে নিরলস প্রচেষ্টা করে সফলতা বয়ে আনেন। বুরহানপুরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসা সুদীর্ঘ দু'শ বছর সাফল্যের সাথে পরিচালিত হয়ে হাদীসের প্রচার ও চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সিন্ধুতে হাদীস চর্চা

সুদীর্ঘ পাঁচশত বছর বিরতীর পর হিজরী দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে মখদুম আবুদল আজীজ আবহারী পুনরায় সিন্ধুতে হাদীস শিক্ষা চালু করেন। আবদুল আজীজ একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন, যিনি ইরানে সফভী শাসনকর্তাদের নির্যাতনের ফলে ১৫১২ সালে হিরাত থেকে হিজরত করে ক্ষুদ্র শহর কাহানে বসতি স্থাপন করেন। কাহান তখন সিন্ধুর অন্তর্ভূক্ত

---

১. ফেরেশতা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৪৩।

২. সাখাভী, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল, বর্তমানে এটা বেলুচিস্তানে অবস্থিত। ভারতে আগমনের পূর্বে আবদুল আজীজ হিরাতের মাদরাসা-ই মির্যা সূফী, মাদরাসা-ই সুলতানিয়া ও খানকায়ে এখলাছিয়ায় শিক্ষকতা করতেন।[১] মুহাদ্দিস হিসাবে তিনি হিরাতে শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক শাহজাদা নিযামুদ্দীন আলী শেরের ইঙ্গিতে "মিনহাজুল মেশকাত" নামে মেশকাতের একটি ভাষ্য রচনা করেন। হাজী খলীফা এই কিতাবখানার উল্লেখ করেছেন। এর কিছু অংশ "তারিখে সিন্ধ"-এর রচয়িতা মীর মাসুম ভক্করীর লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল।[২]

আবদুল আজীজ আবহারী দশ বছর কাল কাহানে হাদীস চর্চা ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়ে শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। ১৫২৩ খ্রীঃ সালে তিনি কাহানেই ইন্তেকাল করেন।

---

১. নুযহা, ৪র্থ খন্ড, শিরোঃ আব্দুল আজীজ আবহারী।

২. কাশফ, হাজী খলীফা, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : লাহোর, ঝাঁসি ও কাল্‌পী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর ও বাংলাদেশ অঞ্চলে হাদীস চর্চা

লাহোর-এ হাদীস চর্চা

মুসলিম শাসনামলে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতার ফলে লাহোর হাদীস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই প্রখ্যাত আলেমে দীন তাঁর বিশিষ্ট অনুসারীদের সাথে নিয়ে কয়েক বছর ধরে সহীহ্ বুখারী ও মেশকাতুল মাসাবীহ-এর পাঠদান করতে থাকেন। তাঁর শাগিরদদের মধ্যে সে যুগের কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমও ছিলেন। এসব কিতাবের পাঠদান শেষে তিনি উপস্থিত লোকদের কে তবারক হিসাবে বাকরখানী ও শিরনী দ্বারা আপ্যায়িত করাতেন।[১]

ঝাঁসি ও কালপী-তে হাদীস চর্চা

মুহাদ্দিস সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবরাহীম হিজরী দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে হাদীস প্রচারের লক্ষ্যে বাগদাদ থেকে ভারতে আগমন করেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি ঝাঁসিতে ও পরবর্তীতে যমুনার তীরে অবস্থিত কালপী নামক স্থানে হাদীস শিক্ষাদানের সূচনা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই শায়খ ইবরাহীম প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন যাতে করে কাকুরী থেকে মাখদুম নিযামুদ্দীন বিহকারী হাদীস শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ঝাঁসিতে তাঁর নিকটে আগমন করেন। কাকুরী লক্ষ্ণৌ থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার উত্তর দিকে অবস্থিত। মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবরাহীম উল্লেখিত এলাকা দু'টিতে মা'আলিমুত্তানযীল, সহীহ্ বুখারী, সুনান আবু দাউদ ও জামেউল উসূলসহ হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠদান করতেন।[২]

---

১. বাদায়ুনী, মুন্তাখাব, পৃষ্ঠা- ১৫৪।

২. তাযকেরা-ই-মাশাহীর-ই-কাকূরী, পৃষ্ঠা- ৪৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রায় হাদীস চর্চা

হিজরী দশম শতাব্দীতে আগ্রায় হাদীস প্রচার, চর্চা ও হাদীসশিক্ষার জন্য তিনটি কেন্দ্র ছিল:

(১) মুহাদ্দিস রফীউদ্দীন সাফাভী পরিচালিত মাদ্‌রাসা-ই রফীউদ্দীন সাফাভী, (২) মাদরাসা-ই হাজী ইবরাহীমঃ যার পরিচালনায় ছিলেন মুহাদ্দিস হাজী ইবরাহীম আকবরবাদী, (৩) মাদ্‌রাসা-ই-সায়্যিদ শাহ মীর।

(১) মাদ্‌রাসা রফীউদ্দীন সাফাভীঃ এটি আগ্রা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে মুহাদ্দিস রফীউদ্দীনের গৃহে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীতে এটা হাদীস শাস্ত্রের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুহাদ্দিস রফীউদ্দীন সাফাভীর মৃত্যুরপর তাঁর অনুসারী আবুল ফাতহ খোরাসানী থানেশ্বরী সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবত এখানে হাদীসশিক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুন্তাখাবুত্তাওয়ারীখের রচয়িতা প্রখ্যাত আলেম আবদুল কাদের বাদায়ুনী ও কামালুদ্দীন হুসাইন শিরাজীর মতো বেশ কয়েকজন সুযোগ্য আলেম এই প্রথিতযশা ওস্তাদের শিষ্য ছিলেন।[১]

(২) মাদ্‌রাসা হাজী ইবরাহীমঃ হাজী ইবরাহীম মুহাদ্দিস আকবরাবাদী আরবে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি আগ্রায় ধর্মীয়শিক্ষা বিশেষভাবে হাদীস শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[২]

(৩) মাদরাসা শাহ মীরঃ এ মাদরাসাটি শায়খ বাহাউদ্দীন মুফতীর মহল্লায় যমুনা নদীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ছিল। সায়্যিদ শাহ মীর ছিলেন সাফাভীর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি সেখানে মাশারেকুল আনওয়ার পড়াতেন।[৩]

---

১. বাদায়ুনী, মুন্তাখাব, পৃষ্ঠা- ১২৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্ণৌ-এর হাদীস চর্চা কেন্দ্র

হিজরী দশম শতাব্দীর শেষার্ধে পবিত্র মদীনা নগরীর জনৈক মুহাদ্দিস জিয়াউদ্দীন লক্ষ্ণৌ-এর এক শহরে উপস্থিত হয়ে হাদীস শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন ফলে এ অঞ্চলটি হাদীসশাস্ত্র শিক্ষার অন্যতম একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুহাদ্দিস জিয়াউদ্দীন এখানে চার বছরের অধিককাল অবস্থান করে হাদীস শিক্ষার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক অনুসারী গড়ে তুলেন। মাখদুম বিহকারী তাঁর অন্যতম একজন শাগিরদ ছিলেন। মাখদুম বিহকারী শায়খ জিয়াউদ্দীনের নিকট সহীহ বুখারী ও জামেউল উসূল পাঠ করেন। হাদীস চর্চায় অসামান্য অবদানের মাধ্যমে পরিশেষে এই অন্যতম হাদীসবীদ শায়খ জিয়াউদ্দীন দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে লক্ষ্ণৌ-এর নিকট কাকুরীতে ইন্তেকাল করেন।[১]

জৌনপুরে হাদীস চর্চা

জৌনপুর একটি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিদ্যাপীঠ ছিল। এটা শরকী সুলতানগণের রাজধানী। সে আমলে জৌনপুরের সুখ্যাতি দিল্লীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা এবং হাদীস প্রচারে জৌনপুর সাখাভী পূর্ব আমলে গুজরাটের সমপর্যায়ের ছিল। এখানে পাঠ্যসূচীতে হাদীসের তুলনায় আরবী সাহিত্য ও ফিক্‌হ শাস্ত্রকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। হাদীস শাস্ত্রের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না। ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে গুজরাটের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এই যে, এখানে অন্যান্য দেশের মুহাদ্দিসগণ হাদীস শাস্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন যা জৌনপুরে ছিল না। ফলে হিজরী দশম শতাব্দী পর্যন্ত এখানে উল্লেখযোগ্য কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। সম্ভবত এ শতাব্দীতেই এখানে হাদীসশিক্ষা ও প্রচারের সূচনা হয় কেননা জৌনপুরের কতিপয় বিজ্ঞ আলেম "যুবদাতুল মুহাদ্দিসীন" উপাধী লাভ করেন।[২]

---

১. তাযকেরা-ই-মাশাহীর-ই-কাকূরী, ৪র্থ খন্ড, শিরোঃ জিয়াউদ্দিন।

২. মাআরেফ, ২৫ তম খন্ড, সংখ্যা- ৫, পৃষ্ঠা- ৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে হাদীস চর্চা

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে যে সকল এলাকায় হাদীস চর্চা ও এর শিক্ষা প্রসার লাভ করে তন্মধ্যে তৎকালীন বাংলা অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ অন্যতম একটি নাম। বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ্ ইবন সায়্যিদ আশরাফ মককী (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রীঃ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রথম পৃষ্ঠপোষক বলে সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁর বদৌলতেই এ রাজ্যে কুরআন ও হাদীস শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ১৪৯৯ খ্রীঃ সালে তিনি বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের শাসনভার লাভ করার পর নিকটবর্তী ও দূরের আলেমগণকে এ এলাকায় আসার এবং এখানে বসতী স্থাপন করার আমন্ত্রণ জানান। সুলতান অত্রাঞ্চলের আলেমগণের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর বদান্যতা আরো বাড়িয়ে দেন। ১৫০২ সালে বর্তমান মালদহের গৌড়ে "গুররা শহীদ" নামক স্থানে ধর্মীয়শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে তিনি একটি বিরাট মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১] মালদহ জেলার পান্ডুয়ায় এক প্রসিদ্ধ ওয়ালী "নূরকুতুব-ই আলেমের" স্মতিস্বরূপ একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে এর ব্যয়ভার বহন করার জন্য ভূ-সম্পত্তি ওয়াকফ্ করে দিয়েছিলেন। এসব মাদরাসায় হাদীসশাস্ত্র পাঠ অপরিহার্য ছিল। এ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, রাজধানী ইকদালায় হাদীসের বহু আলেম বিদ্যমান ছিলেন এবং সেখানে সহীহ্ বুখারীর মত বহু হাদীসগ্রন্থের অনুলিপি তৈরী করা হয়েছিল। হাদীসশাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে হুসাইন শাহ্ তাঁর সমসাময়িক গুজরাটের সুলতানগণের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁর ইঙ্গিতে মুহাম্মদ ইবন ইয়াযদান বখশ ওরফে খাজগী শিরওয়ানী ইকদালার রাজকীয় ভান্ডারের জন্য ১৫০৩ সালে তিন খন্ডে সহীহ্ বুখারী নকল করেছিলেন, যা এখনো বাকীপুরের লাইব্রেরীতে বিদ্যমান আছে।

---

১. আবুল হাসানাত, উল্লেখিত কিতাব, পৃষ্ঠা- ৫৪, ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মোঘল আমলে রচিত, সংগৃহিত ও সংকলিত হাদীসের গ্রন্থসমূহ

আমরা হাদীস সংক্রান্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানতে পারি যে, এই উপমহাদেশে বৃটিশদের আগমনের পূর্বে মুসলিম শাসনামল ছিল হাদীসশাস্ত্রের রেনেসাঁ যুগ। এ আমলে ইলমে হাদীস চর্চা পূর্ণতা লাভ করে, বিকাশ ঘটে এর প্রসারতার, প্রতিষ্ঠিত হয় যাচাইয়ের মান দন্ডতা, রচিত হয় এ সংক্রান্ত মূল্যবান গ্রন্থাবলী,উৎকর্ষতা লাভ করে এ শাস্ত্রের প্রামাণিকতা ও অকাট্যতা। এ আমলে রচিত হাদীস ও হাদীস সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলী সম্পর্কে সম্যক আলোচনা না করলে এ বিষয়ে প্রকৃতই বিরাজ করবে ও অপূর্ণতা-শূণ্যতায় রয়ে যাবে এর ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের হৃদয়পট। যথার্থ কারণেই মোঘল আমলে রচিত এ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. মাশারিকুল আনওয়ার

হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম একটি কিতাব যা এ শাস্ত্রের সকল দিকের সম্যক আলোচনায় ভরপুর। সুলতান ইলতুত মিশের দরবারে নিয়োজিত দূত মুহাদ্দিস সাগানী দিল্লীতে-এ বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি রচনা করে হাদীস শাস্ত্রের ব্যাপক খেদমত করে গিয়েছেন। মাশারিকুল আনওয়ার গ্রন্থের রচয়িতার পূর্ণ নাম হলো-রাদিউদ্দীন হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন হাসান হায়দার কুরাসী উমারী হানাফী। তাঁর নিসবত ছিল "সাগানী"।[১] নিসবত থেকে অনুমতি হয় যে, তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ট্রান্সঅক্সানিয়ার অন্তর্গত সাগানিয়ান শহরের অধিবাসী ছিলেন। অতপর তাঁরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন। মুহাদ্দিস সাগানী তাঁর এ গ্রন্থে মোট ২২৫৩টি হাদীস উল্লেখ করেন। এ গুলো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে সংকলিত। উল্লেখিত

---

১. "সাগানী" নিসবত থেকে অনুমিত হয়, হাসানের পিতৃপুরুষেরা ট্রান্সঅক্সানিয়ার অন্তর্গত সাগানিয়ান শহরের অধিবাসী ছিলেন, অতঃপর তারা দেশ ত্যাগ করে ভারতে আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসগুলির মধ্যে ৩২৭টি হাদীস কেবল সহীহ বুখারীতে, ৮৭৫টি কেবল সহীহ্ মুসলিম এবং ১০৫১ টি হাদীস উভয় কিতাবে মজুদ আছে।[১]

শায়খ সাগানী কেবল উক্তি মূলক (قولي) হাদীসসমূহ নির্বাচন করেছেন এবং এগুলোকে কর্মমূলক (فعلي) ও অনুমোদন সূচক (تقريري) হাদীসের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা শরীয়াতের নীতিনির্ধারণে উক্তি মূলক হাদীসসমূহের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সনদের মধ্যে কেবল সাহাবীগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বুখারীর সহীহ বুখারী থেকে সংকলিত হাদীস গুলোকে (خ) "খা" দ্বারা, মুসলিমের হাদীস সমূহ (م) "মীম" দ্বারা এবং উভয়ের হাদীস (ق) "ক্বাফ" দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

এ কিতাব ১২ টি অধ্যায়ে বিভক্ত, আবার প্রত্যেকটি অধ্যায়কে এক বা একাধিক পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে এমন কিছু সংখ্যক হাদীস সংগৃহীত হয়েছে, যেগুলো ব্যাকরণগত বিভিন্ন কারক নির্ণায়ক আওয়ামেল (عوامل) পদ, যেমন ان , اذا , ما ইত্যাদির অধীনে অথবা বিভিন্নকালের ক্রিয়াপদ যেমন মাদী (ماضي), মুদারে (مضارع) ইত্যাদির অধীনে আনয়ন করা হয়েছে।[২]

বিভিন্ন কারক নির্ণায়ক আওয়ামেল (عوامل)-এর অধীনে সংগৃহীত হাদীসসমূহকে বর্ণমালার ক্রমানুসারে লেখা হয়েছে। অপর দিকে ক্রিয়াপদের আকারে সংগৃহীত হাদীসসমূহের মধ্যেও বর্ণমালার ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ ছাড়া একই আমেল (কারক নির্ণায়ক) শব্দের বিভিন্ন অর্থের জন্য পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদ নিয়োজিত হয়েছে। কিতাবের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু যেমন শরীয়াতের মূল নিয়মসমূহ, নৈতিক সততা, লেনদেন, গোলাম মুক্ত করণ, জিহাদ ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। তাঁর কিতাবের প্রতি মানুষের কৌতুহল ও আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুনান, জামে মুসনাদ ও মুজাম ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের অপরিবর্তনশীল পদ্ধতির পরিবর্তে এ নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

---

১. কাশফুয যুনুন, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৫১।

২. ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃষ্ঠা- ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ সাগানীর ইন্তেকালের পরে ৭৫ বছরের মধ্যে "মাশারিকুল আনওয়ারের" সর্বপ্রথম ভাষ্য প্রণয়ন করেন আলাউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবন আব্দুল লতীফ কযাভিনী বাগদাদের "মাদরাসা-আল-মুস্তানসিরিয়ায়" ।[১]

সে সময়ের মধ্যেই নিযামুদ্দীন আউলিয়ার শাগিরদ শামসুদ্দীন আওয়াদী "মাশারিকুল আনওয়ার"-এর ২য় ভাষ্য লিখেন এরপর বিভিন্ন মুসলিম দেশের আলেমগণ এ কিতাবের বহু ভাষ্য ও সংক্ষিপ্ত সংকলন প্রণয়ন করেন। ক্রমান্বয়ে "মাশারিকুল আনওয়ার"-এর জনপ্রিয়তা ও পাঠকপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে এ কিতাব পাঠ করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে বহু শিক্ষার্থী আগমন করতে থাকেন এবং শিক্ষাঙ্গণসমূহে রীতিমত এর পাঠদান শুরু হয়। "মাশারিকুল আনওয়ার"-ই সেযুগে ভারত ও মধ্যএশিয়ায় ফিক্হ প্রভাবান্বিত দেশসমূহে হাদীসের পতাকা উড্ডীন রেখেছিল।[২] হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শায়খ সাগানীর শিষ্য বুরহানুদ্দীন মাহমুদ দিল্লীতে এ গ্রন্থটি নিয়ে আসেন। এ কিতাবটি পরবর্তীতে ভারতীয় সূফী আলেমগণের মধ্যে দিনদিন সমাদৃত হতে থাকে। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে (৭২৫-৭৫২হি:) হাদীসের একমাত্র এ কিতাবটি দিল্লীতে মজুদ ছিল। প্রচলিত ছিল যে, সুলতান কুরআন মজীদ এবং মাশারিকুল আনওয়ারের উপরই তাঁর কর্মচারীদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেন।[৩]

২. সুনান আবু দাউদ

সিহাহ সিত্তার অন্যতম হাদীস গ্রন্থ সুনান আবু দাউদ থেকে হাদীসের বরাত সর্বপ্রথম জুযজানির-"তাবাকাত ই- নাসেরী"-তে পাওয়া যায়।[৪] উক্ত কিতাবটি সুলতান নাসীরুদ্দীনের শাসনামলে (৬৪৪-৬৬৪হি:) লিখিত হয়েছিল। সে অনুযায়ী বলা যায় সুনান আবু দাউদ

---

১. কাশফুয যুনুন, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৫১।

২. ইবন হাজার, আদ-দুররুল কামেনা, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৫১।

৩. তারীখ-ই-ফিরোজ শাহী, পৃষ্ঠা- ৪৬৫।

৪. আন-নাদওয়া, হায়াত-ই-শিবলী, (মার্চ, ১৯৪১ খ্রি:), পৃষ্ঠা- ৩২৫-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবতঃ হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দিল্লীতে আনা হয়েছিল। এরপর আর এ কিতাবের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, অনেকে মনে করেন হয়তো এটা হারিয়ে গেছে অথবা অন্যকোন এলাকাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।[১]

৩. বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়

হাদীস শাস্ত্রের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বরাত যিনি তাঁর রচনাবলীতে প্রথম উপস্থাপন করেছেন তিনি হলেন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মুহাদ্দিস মখদুমুল মুলক শারফুদ্দীন (৭৪১-৭৮৬ হিঃ)। এসব স্থানের মধ্যে মানিরের খানকাহ্তে সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের উপস্থিতি একটি রহস্যজনক ব্যাপার যার সমাধান অতি সহজে খুঁজে পাওয়া খুবই দূরহ। ধরে নেওয়া হয় যে, শারফুদ্দীন মানীরী যখন সোনারগাঁওয়ে শিক্ষাগ্রহণ করছিলেন তখন তাঁর ওস্তাদ (পরবর্তীতে শশুর) মুহাদ্দিস আবু তাওয়ামার সংগ্রহ থেকে উল্লেখিত গ্রন্থ দু'টি লাভ করেছিলেন। শায়খ আবু তাওয়ামা ভারতে আগমনকালে এ কিতাবগুলো সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। এছাড়া মখদুমুল মুলক শারফুদ্দীন মানীরীর কাছে সহীহ মুসলিমের একটি অতিরিক্ত কপিও ছিল, যা তিনি হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে দেওয়ার অধিবাসী মুহাদ্দিস যয়নুদ্দীন এর নিকট থেকে উপহার পেয়েছিলেন। তাছাড়া শায়খুল ইসলাম মুঈয বিহারী ও তাঁর পুত্র নওশাহ্-ই তাওহীদকে সহীহ মুসলিমের একটি কপি পুরস্কার স্বরূপ উপহার দিয়েছিলেন।[২]

৪. মাসাবীহুস সুন্নাহ

আল্লামা বাগাবী রচিত "মাসাবীহুস সুন্নাহ" নামক হাদীসের কিতাবটি হিজরী অষ্টম শতাব্দীর মাঝা- মাঝি সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, মখদুম জাহানিয়াঁ জালালুদ্দীন বুখারী দিল্লীতে এবং মুহাদ্দিস জামালুদ্দীন উছে এ

১. ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃষ্ঠা- ৭৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৬-৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবটির পাঠদান করতেন। মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানিরীর (মৃঃ ৭৮২ হিঃ) রচনাবলীতেও এর বরাত দেয়া হয়েছে।[১]

৫. সুনান আরবায়া,সুনান বায়হাকী ও মুস্তাদরাক

মখদুমুল মুলক শায়খ শারফুদ্দীনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (৭৮২/১৩৮১ সালে) তাঁর খানকায় কেবল সহীহ-বুখারী সহীহ মুসলিম, মাসাবীহুস সুন্নাহ, মাশারেকুল আনওয়ার এবং মুসনাদ আবীয়ালা গ্রন্থসমূহ সংগৃহীত ছিল, পরবর্তীতে সুনান আরবায়া[২], সুনান বায়হাকী ও হাকেম নিশাপুরীর মুস্তাদরাক-এসব গ্রন্থ "নওশা-ই তওহীদ" হেজাজ থেকে সংগ্রহ করেন।[৩]

৬. মেশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ মেশকাতুল মাসাবীহ মূলতঃ সংকলন করেন শায়খ তাবরীযী (মৃঃ ৭৩৯ হিঃ)। এ কিতাবটি হিজরী ৯ম শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতে আনয়ন করা হয়েছিল। অবশ্য তখন গ্রন্থখানা জৌনপুরেও পাওয়া যেত।[৪]

৭. শরহ মা'আনিল আসার

মুহাদ্দিস তাহাভী রচিত "শরহ মা'আনিল আসার"-কিতাবটি হিজরী অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দিল্লী শহরে আনীত হয়। কেননা শারফ মুহাম্মদ আত্তারী প্রণীত "ফাওয়ায়েদ-ই-ফীরোজ শাহী"-তে উল্লেখিত গ্রন্থাখানার বরাত পাওয়া যায়। সুলতান ফিরোজ

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৬।

২. সুনান আবী দাউদ, নাসায়ী, ইবন মাজা, জামে তিরমিযী।

৩. ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃষ্ঠা- ৭৭।

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ তুঘলকের নামে উৎসর্গকৃত[১] এ গ্রন্থটি মূলতঃ ফিকহ্ সংক্রান্ত একটি রচনা। এ কিতাবটির একটি কপি জৌনপুরে তৎকালীন সময়ে বিদ্যমান ছিল।[২]

৮. মুসনাদ ফেরদাউস দায়লমী

আমীর-ই-কবীর সায়্যিদ আলী হামাদানী কর্তৃক রচিত এ কিতাবটি কাশ্মীরে আনীত হয়, তবে আনয়নের সময়কাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায়নি। হামাদানী ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি এই কিতাব দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। গ্রন্থকার তাঁর অপর রচনা "সাবঈন" সংকলনের সময়ে গ্রন্থখানা ব্যবহার করেছিলেন।[৩]

৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা

এটি মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহর রচিত বিশ্বকোষ জাতীয় একটি গ্রন্থ, যাতে ফিকহ্, ধর্মতত্ত্ব, পদার্থ বিদ্যা, অধিবিদ্যা, সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মীয় গুঢ় রহস্যবিদ্যার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান হাদীস শাস্ত্রের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ধর্মীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রাণ।[৪] এ গ্রন্থখানায় কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের প্রচুর পরিমাণে বরাত দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থটি মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে সৃষ্টি রহস্য, কর্মফলতত্ত্ব শরীয়ততত্ত্ব এবং সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে হাদীসের ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। কিতাবের একটি অধ্যায়ে হাদীস গ্রন্থসমূহের তাবাকাত বা শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শাহ সাহেব প্রথম শ্রেণীর

---

১. বাঁকীপুর, ক্যাটালগ, ১৪শ খন্ড, নম্বর ১২২৫।

২. ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, পৃষ্ঠা- ৭৭।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৭।

৪. হুজ্জতল্লাহিল বালেগা, (কায়রো ১৩২২ হিঃ), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩।

Dhaka University Institutional Repository

কিতাব সমূহের মধ্যে বুখারী ও মুসলিমের সাথে মুয়াত্তা মালেক কেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে সুনান আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযীকে ।[১]

মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর গ্রন্থাবলীর মধ্যে "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা" মুসলিম ভারতে এমন একটি মহান অবদান, যা সমগ্র ইসলামী বিশ্বে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের অভিতম হল-এ কিতাবটি এমন একটি বিরল রচনা যার নযীর আরব ও আযমের আলেমগণ বিগত বার শতাব্দীতে কখনো উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি ।[২]

১০. আরবাঈন

এটি মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহর রচিত অন্য একটি হাদীস গ্রন্থ। এতে ৪০টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। এগুলো হযরত আলী ইবন আবি তালিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর বংশধরদের মাধ্যমে পরবর্তীদের নিকটে পৌছেছে। প্রথমে খুররম আলী বলহারী উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং প্রান্তটীকা লিখেন, পরবর্তীতে ১৮৫৮ সালে পদ্যে-এর ভাষ্য রচনা করেন হাদী আলী লক্ষ্ণৌভী এবং এর নাম রাখেন "তাসখীর" ।[৩] এটি ১২৮৩ হিঃ মুস্তফায়ী প্রেস, দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

১১. ওয়াসীকাতুল আখেরাত বা চেহেল হাদীস

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রচিত এ হাদীস গ্রন্থটি ইমাম নভভী রচিত আরবাঈনের ভাষ্য। আব্দুল হালিম কাকাখেলের পশতু পদ্যে সহজতর শব্দান্তরসহ ১৮৯০ খ্রীঃ সালে দিল্লীতে প্রকাশিত হয় ।[৪]

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৬-১০৭।

২. ইতহাফুন নুবালা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭১।

৩. হাদী আলী, তাসখীর, পৃষ্ঠা- ৩।

৪. জার্নাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পৃষ্ঠা- ১৬৯; ব্রকলম্যান, পরিশিষ্ট ১, পৃষ্ঠা- ৬১৫।

Dhaka University Institutional Repository

১২. আল দুররুস সীমান ফী মুবাশশারাতিন্নাবী আল আমীন

এমন ৪০টি হাদীসের সমষ্টি হলো এই গ্রন্থটি যেগুলি শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ এবং তাঁর ওস্তাদগণ স্বপ্নজগতে স্বয়ং রাসূল (সা)-এর মুখে শুনেন। এটি জহিরুদ্দিন আহমদের উর্দু অনুবাদসহ ১৮৯০ খ্রীঃ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

১৩. আল-ফাদুলল মুবীন ফীল মুসালসাল মিন হাদীসিন্নবী আল-আমীন

হাদীস মুসালসালের সংকলন গ্রন্থ এটি,যা হাফেযগণ, হানাফী, হাম্বলী, শাফেয়ী ও মালেকী ফকীহগণ, আহলবায়ত ও স্পেনীয় মুহাদ্দিসগণ, পূর্ব দেশসমূহের মুহাদ্দিসগণ, কবি মুহাদ্দিসগণ এবং হাদীসশাস্ত্রের প্রতি কৌতুহলী লোকগণ বর্ণনা করেছেন। অত্যন্ত বিরল ঐ দুস্প্রাপ্য পুস্তিকাটি সহীহ বুখারীর দ্বিতীয় খন্ডের শেষভাগে সংযোজিত হয়েছে, যার অনুলিপি শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর জনৈক শাগিরদ শায়খ মুহাম্মদ এলাহাবাদী ১৭৪৭ সালের পূর্বে তৈরী করেছিলেন।[২]

১৪. আল-এরশাদ ইলা মুহিম্মাতিল ইসনাদ

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর উস্তাদগণের এবং সেই সব রাবীগণের সম্পর্কে এ কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে, যাঁদের মাধ্যমে হাদীস রাসূল (সা) থেকে তাঁদের নিকটে পৌঁছেছে। এ পুস্তিকাটি লেখকের "তারাজিমুল বুখারীর" সাথে ১৮৮৯ (খ্রীঃ) সালে দিল্লীতে মুদ্রিত হয়েছিল।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, মাআরেফ, (ডিসেম্বর, ১৯৪২), পৃষ্ঠা- ৪২৫-২৬।

২. বাঁকীপুর, ক্যাটালগ, ৫ম খন্ড (১), নম্বর ১৩৪; অধিকন্তু পৃষ্ঠা- ২৩- ২৪।

৩. জার্নাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পৃষ্ঠা- ১৬৯; ব্রকলম্যান, পরিশিষ্ট ১, পৃষ্ঠা- ৬১৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. তারাজিমুল বুখারী

এটা শাহ ওয়ালী উল্লাহ রচিত সহীহ বুখারীর বিষয়বস্তুর আয়তন ও বর্ণনা প্রণালীর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ।[১]

১৬. শরহ তারাজিম আব ওয়াবিল বুখারী

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রচিত এ পুস্তিকাটি বুখারীর অধ্যায়গুলির শিরোনাম সমূহের ব্যাখ্যা । দায়েরাতুল মা'আরেফ হায়দরাবাদে ১৯৩৮ সালে এটি ২য় বার পূণঃমুদ্রণ করেছিল ।[২]

১৭. মুসাফ্ফা শরহ মুআত্তা

ইমাম মালেক (রহ)-এর মুয়াত্তার দু খন্ডের সমাপ্ত একটি সংক্ষিপ্ত ফার্সী ভাষ্য এটি । এতে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ প্রত্যেকটি হাদীসের ফার্সী অনুবাদসহ তার তাৎপর্যও বর্ণনা করেছেন । এ সম্পর্কে মাযহাব চতুষ্টয় বিশেষত হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছেন এবং যথাস্থানে ফিকহের মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । তিনি কোন একটি মাযহাবকে অন্য মাযহাবের উপর প্রাধান্য প্রদান করেননি । এতে ইমাম মালেক (রহ) ও তাঁর মু'আত্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । মু'আত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ও ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর মতে মুআত্তা হাদীসের সর্ব প্রধান নির্ভূল কিতাব এবং কুরআন মজীদের পরেই এর স্থান ।[৩]

১৮. মুসাত্তওয়া শরহ মুআত্তা

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রচিত এ কিতাবটি ১৭৫১ সালে লেখা হয় এবং ১৮৭৬ সালে ফারুকী প্রেস দিল্লী হতে মুসাফফা- এর হাশিয়ায় প্রকাশিত হয় । এ পুস্তিকাটি ইমাম মালেকের

---

১. প্রাগুক্ত

২. নশরিয়্যাত-ই-ইলমিয়্যাঃ অর্থাৎ ক্যাটালগ দায়েরাতুল মাআরেফ (হায়দারাবাদঃ ১৩৬৩ হিঃ), পৃষ্ঠা- ৩৭; ফুরকান, পৃষ্ঠা- ৪০৮ ।

৩. ওয়ালী উল্লাহ, মুসফফা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

মু'আত্তার আরবী টীকা বা তালীকাত খাতে বেশীর ভাগ হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবদ্বয়ের মতামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[1]

১৯. মকতুবাত মা'আ মানাকিব-ই-ইমাম বুখারী ওয়া ইবন তাইমিয়া

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রচিত ফার্সী ভাষায় লিখিত এ কিতাবটি নাযীরিয়া বাযম-ই-আদব, দিল্লীর সদস্য সায়্যিদ আবদুর রউফ এর উর্দূ অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে।[2]

২০.আসারুল মুহাদ্দিসীন (পান্ডুলিপি, কুতুবখানা আসাফিয়্যা)

---

১. ড. জেড আহমদের বর্ণনা, মাআরেফ, পৃষ্ঠা- ৪২০।

২. ফুরকান, পৃষ্ঠা- ৪১৯।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলামের চারটি মূল উৎস তথা পবিত্র কুরআন, রাসূল (সা)-এর হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের মাঝে অন্যতম প্রধান হলো আল হাদীস। মানব জাতির মুক্তির সনদ, পথের দিশারী, বিশ্ব মানবতার সর্বকালের, সর্বশ্রেণীর গ্রহণযোগ্য কিতাব আল কুরআন। পবিত্র কুরআনের মৌলিক শিক্ষা, এর ব্যবহারিক দিক নির্দেশনা তথা বাস্তবায়নের জন্য অনুসরণীয় ও গ্রহণীয় বিষয় হলো-আল হাদীস যা কুরআনের পরপরই তাঁর আসনে সমাসীন। মহানবী (সা)-এর হাদীস হলো-আল কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের সুমহান আদর্শের পথে চলা, ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়সহ জীবনের প্রতিটি স্তরে রাসূল (সা)-এর হাদীসের গুরুত্ব অত্যাধিক।

রাসূল (সা)-এর আমল থেকেই হাদীস শিক্ষা, প্রচার ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। যদি ও প্রথম দিকে এর সংকলন ও লিখন কার্যক্রম খুব একটা সম্প্রসারিত ছিল না। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সময়ের আবর্তে, প্রয়োজনের তাকিদে তা যুগ থেকে যুগান্তরে সংগৃহিত, সম্প্রসারিত ও প্রচারিত হতে থাকে। রাসূল (সা)-এর অমীয় বাণী সাহাবায়ে কেরামগণ নিজেরা মুখস্ত করতেন, রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তেকালের পর একে অপরকে এটা শুনাতেন। হাদীসের প্রকৃতশিক্ষা নিজ জীবনে যেমনি বাস্তবায়ন করতেন ঠিক তেমনিভাবে অপরকে এটা মেনে চলার আহবান জানাতেন। রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায়ই ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলা, বিহার, উড়িস্যা ও সিন্ধুসহ বিভিন্ন এলাকায় তাঁর সাহাবাগণ ইসলাম প্রচারে আগমন করেন। তখন থেকেই অত্রাঞ্চলে হাদীস চর্চা শুরু হয়ে বৃটিশ শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে এর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম,তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীগণ এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাদীসের শিক্ষা, প্রচার ও চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এতে করে এতদঞ্চলে হাদীসশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রসমূহ গড়ে ওঠে, রচিত, সংকলিত, সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় হাদীসশাস্ত্রের দূর্লভ ও অমূল্য গ্রন্থসমূহ। সবশেষে মুসলিম শাসনামলের প্রায় শেষের দিকে অর্থাৎ হিজরী ৮ম শতাব্দীতে এর স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। সাধিত হয়-এর রেনেসাঁ যুগের। এভাবে সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচশত বছরে হাদীসশাস্ত্রের প্রচার ও

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষারক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশে এক গৌরবজ্জল ইতিহাসের অবতারণা হয়, বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা, মুহাদ্দিসবৃন্দের হাদীস প্রচার, চর্চার ইতিহাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হতে থাকে ।

ভারতীয় উপমহাদেশের হাদীসচর্চার ইতিহাস অতীব সু-দীর্ঘকালের ও সুবিস্তৃত অধ্যায়ের রূপ পরিগ্রহ করে রয়েছে । বহু হাদীসবীদ এ বিষয়ে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন, রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ, স্থাপিত হয়েছে বহু মাদ্রাসা, খানকাহ্ ও হাদীস শিক্ষকেন্দ্র । এ সময়েই হাদীস বিষয়ে বড় ধরণের অধ্যায়ের অবতারণা হয় । তাই হাদীস বিষয়ে যারা অধ্যয়ন করতে, ইতিহাস জানতে বা এর চর্চার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু-সে সকল জ্ঞান পিপাসু অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্মকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার প্রয়াসে আমাদের গৌরব গাঁথা অতীত-ঐতিহ্য পর্যালোচনার আলোকে "বৃটিশ পূর্ব মুসলিম শাসনামলে বঙ্গে হাদীস চর্চা" অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে মোঘল আমলে (১২০১ থেকে ১৭৫৭ খ্রীঃ) উল্লেখিত শিরোনামে একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদনা হওয়া খুবই জরুরী ও সময়ের দাবী । এতে করে হাদীস বিষয়ে উল্লেখিত সময় কালের বিস্তারিত তথ্যজ্ঞান পর্যালোচনা, মতামত, ইত্যকার বিষয়ে অবহিত হয়ে হাদীসশাস্ত্রের উৎসাহীব্যক্তি, পাঠক সমাজ তথা নব প্রজন্ম সমৃদ্ধ করতে পারবে তাঁদের জ্ঞানের পরিগ্রহকে, সাথে সাথে গবেষক নিজেও তাঁর জ্ঞানের বিকাশ যাচাই ও প্রসারতা লাভের প্রয়াস অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হবেন ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

- আবদুল করিম ইবনু মুহাম্মদ ইবনি মনসুর আল সাম'আনী, কিতাব আল আনসাব, (হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মা'আারিফ আল উসমানিয়া, তা.বি.)।
- আবদুল আযীয আল খওলী, মিফতাহুস সুন্নাহ, (মিসরঃ মাতবাআ আল আরাবিয়্যা, ১৯২৮)
- আবু বকর আহমদ ইবন আল-খতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, (কায়রো : মকতবা আল-খানজী, ১৯৩১), ১৩শ খন্ড
- আহমদ ইবনু আলী আল খাতীব, তারীখু বাগদাদ, (কায়রোঃ মাকতাবা-আল-খাঞ্জী, ১৯৩১), ৯ম খণ্ড।
- আহমদ আমীন, দুহা আল-ইসলাম, (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-আরবী, ১৯৩৫), ২য় খন্ড।
- আমীর হাসান, ফাওয়াইদ, (লক্ষ্ণৌ : নওল কিশোর লক্ষ্ণৌ, ১৮৯৪ খ্রীঃ)।
- আল বেরুনী, কিতাবুল হিন্দ, সম্পাদনাঃ Sachau (লন্ডনঃ ১৮৮৭ খ্রীঃ)।
- ইবন হাজার 'আসকালানী, নুখবাতুল ফিকার, (কানপুরঃ ১৩৪৪ হিঃ)।
- ইবন হাজার 'আসকালানী,আদ দুরারুল কামেনা, (হায়াদারাবাদ)।
- ইবন হাজার 'আসকালানী,লিসানুল মিযান, (হায়াদারাবাদ)।
- ইবন হাজার 'আসকালানী,তাহযীবুত তাহযীব, (হায়াদারাবাদ)।

Dhaka University Institutional Repository

- ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান,

  (মিসরঃ মাতবাআ আল আমীরয়্যা, ১২৮৩ হি.), ২য় খন্ড ।
- ইবনু নাদীম, আল-ফিরহিস্ত,

  (বৈরুতঃ মাকতাবাতু খায়্যাত, ১৯৭২),
- ইবন আবদিল বার, আল ইস্তিআব,

  (হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১২২৬ হি.), ২য় খন্ড ।
- ইবন আসাকির, আত তারীখুল কাবীর,

  (দামেশকঃ ১৩৩২ হিঃ) ৪র্থ খন্ড ।
- ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুজ যাহাব,

  (মিশর), ১ম খন্ড ।
- ইয়াকুত, মুজামূল বুলদান,

  সম্পাদনাঃ Western Feild (Leipzig : ১৮৬৬), ১ম খন্ড ।
- ওয়ালি উল্লাহ মনযুর নোমানী বেরেলী, আল ফুরকান,

  ২য় সংস্করণ, (১৯৪১ খ্রীঃ) ।
- খওয়ান-ই-পুরনিমাত,

  (পাটনাঃ আহমদী প্রেস, ১৩২১ হি.), তৃতীয় মজলিস
- গোলাম রাসূল সায়ীদী, তাযকিরাতুর মুহাদ্দিসীন,

  (লাহোরঃ ফরিদ বুক স্টর, ১৯৭৭) ।
- চাচনামা,

  (পান্ডুঃ দারুল মুসাননিফীন, আজমপাড়া) ।
- জিয়া উদ্দিন ইসলাহী, তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন,

  (আযমগড়ঃ দারুল মতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৬৮) ।

Dhaka University Institutional Repository

- তকী উদ্দীন নদভী, মুহাদ্দেসীন-ই-এযাম অওর উনকি ইলমী কারনামে, (করাচী : মজলিস-ই-নসরিয়াত-ই-ইসলাম, ১৯৬৬)।
- তাবারী, তারিখুর রুসূল ওয়াল মুলুক, সম্পাদনাঃ Degoeje (Leyden : ১৮৯৩), ১ম খন্ড।
- ড. এ. কিউ.এম. শামসুল আলম ও আ.ক.ম. আব্দুল কাদের, হাদীস সংকলনের ইতিকথা, (চট্টগ্রামঃ নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, ১৯৯৩)
- ড. মোহাম্মদ এছহাক, ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, (ঢাকাঃ ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩)।
- ড. তকী উদ্দীন নদভী আল-মুযাহিরী, আল-ইমাম আল-বুখারী, (দামেশকঃ দারুল কলম, ১৯৮১)।
- ড. তকী উসমানী, দরস-ই-তিরমিযী, (করাচীঃ মকতবা দারুল উলুম, ১৯৮০)।
- ড. মুহাম্মদ সিকান্দার আলী, আল-ইমাম নাসায়ী ওয়া খিদমাতুহু ফী ইলম আল হাদীস, (অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৯)।
- ড. মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাভীর জীবন ও কর্ম, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮)।
- ড. মুহাম্মদ মুজীবর রহমান, ইমাম মুসলিম, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫), ২য় খণ্ড।
- ড. সুবহী আল-সালেহ, উলুম আল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, (বৈরুতঃ দারুল ইলম, ১৯৮৪)।
- ড. যুবায়ের সিদ্দীকী, হাদীস সাহিত্য, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১)।

Dhaka University Institutional Repository

- নোমান আহমদ, ফয়জ আল-মুলহিম ফী শরহি মুকাদ্দামা মুসলিম, (ঢাকা: শিবলী প্রকাশনী, ১৪১৪ হি.)।
- বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী, (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরবী, তা.বি.),
- বালাযুরী, কিতাব ফতূহিল বুলদান, সম্পদনা:De Goeje (লাইডেন, ১৮৬৬ খ্রি:)।
- বেগ, হিষ্টরী অব ইন্ডিয়া, (লন্ডন: কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি), ৩য় খন্ড।
- শাইখ আব্দুল আযীয দেহলভী, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, (করাচী: আদব মনজিল, ১৯৮৪)।
- শামসুদ্দীন যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরবী, ১৯৫৬), ২য় খণ্ড।
- শাহ আবদুল আযীয, মিশকাতুল মাসাবীহ, (কানপুর, ভারত)।
- যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস সাহাবা, (হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৩১৫ হি:), ১ম খন্ড।
- মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকা; খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৭০ খ্রি:)।
- মুহাম্মদ বিন ইসমাঈ'ল বুখারী, আল জামিউস সহীহ (দিল্লী: আল-মকতব'আতুল 'আমিরা, ১৯৩০ হি.), ১ম খন্ড।
- মুসলিম বিন হজ্জাজ, আল জামিউস সহীহ (দিল্লী: আল-মকতব'আতুল 'আমিরা, ১৯৩২ হি.), ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

- মুহাম্মদ করম শাহ, আল-আযহারী, সুন্নাত-ই-খায়রুন আনাম, লাহোর: জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, ১৩৭৩ হি.),
- মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়)
- মুহাম্মাদ আবু যহুর, আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দীসুন।
- মুহাম্মদ সাআদ সিদ্দীকী, ইলম-ই-হাদীছ অওর পাকিস্তান মে উসকী খিদমত, (লাহোর : শু'বা-ই-তাহকীক-ই-কায়েদ-ই-আযম লাইব্রেরী, ১৯৮৮)
- মুহাম্মদ আবদুস সালাম মুবারকপুরী, সীরাতুল বুখারী, (লাহোর: ফারুকী কুতুবখানা, ১৯৮৬)।
- মুহাম্মদ হানিফ গংগুহী, যফরুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুসান্নিফীন, (করাচী: দারুল ইশআত, ১৩৮৯ হি.)।
- মুহাম্মদ আবদুর রশীদ নু'মানী, ইমাম ইবন-এ-মাজা অওর ইলম-এ-হাদীস, (করাচী: আসহহুল মাতাবি' ওয়া কারখানা-এ-তিজারাত-এ-কুতুব, তা.বি.)।
- মুহাম্মদ যাকারিয়া, তাকরীর-ই-বুখারী শরীফ, (করাচী: দারুল এশা'আত, ১৯৮৮)।
- মুহাম্মদ আবু যাহরা, তারিখ আল-মাযাহিব আল-ইসলামিয়া, (বৈরুত: দারুল ফিকর আল-আরাবী, ১৯৮৯), ১ম খণ্ড।
- মুহাম্মদ তাহের রহীমী, উমদাতুল মুফহিম ফী হাল্লে মুকাদ্দামায়ে মুসলিশ, (ঢাকা: কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, ১৯৭৯)।
- মুহাম্মদ আবু যাহু, আল হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিছূন, (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-আরবী, ১৯৮৪), পৃষ্ঠা- ৩৬৪।
- মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিবঃ আহলে হাদীস আন্দোলন, (পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী,)।

Dhaka University Institutional Repository

- সহীহ আল বুখারী,

  (দিল্লী : কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৩৭৭ হি.), ১ম খন্ড।
- সহীহ আল মুসলিম,

  (দিল্লী : কুতুবখানা রশিদিয়া, ১৩৭৬ হি.), ২য় খন্ড।
- সহীহ মুসলিম শরীফ, অনুবাদঃ মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা

  (ঢাকা : মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৩), ১ম খন্ড।
- সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,

  (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), ২য় খণ্ড।
- সৈয়দ সিদ্দীক হাসান আল-কনুহী, আল হিত্তা ফী যিকর আল-সিহাহ আস-সিত্তা, (বৈরুত: ১৯৮৫),
- হাকীম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ নদভী, তারীখ-ই-হাদীস ওয়া মুহাদ্দিছুন,

  (করাচী : আনজুমান-ই-এশাআত-ই-পাকিস্তান, ১৯৭৪)।
- A literary History of the Arabs, Nicholson, ১৯৩৮ খ্রিঃ।
- Arnold, The Preacting of Islam, লন্ডন, ১৯৩৫ খ্রিঃ।
- লথ, ক্যাটালগ, আরবী পান্ডুলিপি, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, (লন্ডন ; ১৮৭১)।
- আবদুল মুক্তাদির ও অন্যান্য, ক্যাটালগ অব ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, বাঁকীপুর, পাটনা।
- জার্নাল অব দি রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ২২শ খন্ড, (১৯১৬ খ্রীঃ)।
- ক্যালকাটা রিভিউ, (কলিকাতা)।